শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছঃ

# দশশ্লোকী-ভাষ্যম্

শ্রীমদ্ রাধাকৃষ্ণগোস্বামি-বিরচিতম্

৪৫৯ শ্রীচৈতন্যাব্দঃ



[ভৈক্ষ্যং—১৲

শ্রীহরিদাস-দাসেন প্রকাশিতম্
[ শ্রীধামনবদ্বীপ-শ্রীহরিবোলকুটীরতঃ ]

ডাকানগর্য্যাং—'মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্' ইত্যাখ্য-যন্ত্রে
শ্রীমদনমোহন-গঙ্গোপাধ্যায়েন মুদ্রিতম্

# অবতরণিকা

পরম করুণাময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অপার করুণাবলে প্রচুরতর বিঘ্ন সত্বেও এই 'দশশ্লোকীভাষ্য' সানুবাদ প্রকাশিত হইলেন। গ্রন্থখানি শ্রীশ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ-কৃত শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের মূলস্বরূপ দশটি শ্লোকেরই টীকা-বিশেষ। ঐ দশটি শ্লোক শ্রীপাদ শ্রীরূপ-গোস্বামিকৃত 'স্মরণমঙ্গলস্তোত্র' বলিয়া আমরা জানিতাম। কিন্তু এই গ্রন্থকারমতে উহা শ্রীরূপপ্রভুর আদেশে শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুরই রচনা। গ্রন্থকার ইহাতে প্রথম শ্লোকদ্বয়েরই বিস্তৃত আলোচনা করিয়া অবশিষ্ট শ্লোকের অন্বয় করিয়া আকর গ্রন্থের সহিত ঐ শ্লোকের সমন্বয় রাখিবার জন্য ঐ আকর গ্রন্থের শ্লোকাবলী উদ্ধার করিয়াছেন মাত্র। প্রথম দুই শ্লোকেই তিনি যাবতীয়-তথ্য অশেষ বিশেষে আস্বাদন ও আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থসঙ্কলনে তাঁহার মূল উপাদান হইতেছে—ভক্তি-রসামৃত, উজ্জ্বলনীলমণি এবং লঘু-ভাগবতামৃত।

**প্রথম** শ্লোকের বর্ণয়িতব্য বিষয়—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভগবত্তা-বিনিশ্চয় সহকারে তদীয় উপদেশসার-সংগ্রহে এই গ্রন্থরচনা করায় ইহাতে তাঁহারই সারত্ত্ব আছে বুঝান হইয়াছে। গ্রন্থ-রচনার কারণ, অনুবন্ধচতুষ্টয়-নিরূপণ, চতুর্বর্গতিরস্কারি-প্রেমাসেবার সাধ্যশিরোমণিত্ব-নির্দ্ধারণ, শ্রীরাধা-প্রাণবন্ধুর চরণকমলে প্রেমসেবাই সাধ্যচূড়ামণি কেন? তদ্বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা, আস্বাদন ও অপূর্ব্বভাবে বিশ্লেষণ; প্রসঙ্গতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্ত্ব-বিচার, পূর্ণাদি স্বরূপত্রয়ের বিচার, নিখিল গুণাবলির প্রকাশন ইত্যাদি। ব্রজে স্বাভাবিক প্রকাশ হইতেও

দাস্তরসৈকভক্তদের সম্বন্ধে প্রকাশাতিশয্য-সম্বন্ধে বিশেষ বিচার, ক্রমশঃ সখ্যরসের, বাৎসল্যরসের এবং মধুররসের প্রকাশাতিরেক-সন্দর্শন, এতৎসম্বন্ধে বিবিধ আশঙ্কার নিরসন, শ্রীকৃষ্ণে বিরুদ্ধ ধর্মকর্মাবলির সমাবেশ, ক্ষীরোদশায়ীর অবতারাদির ভ্রম নিরাস, শ্রীরাধার আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণভজনই যে সর্বশ্রেষ্ঠ তদ্বিষয়ে বিবিধ প্রমাণ ও সদ্যুক্তিপ্রদর্শন, অধিকারি-নিরূপণ, 'গাঢ়লৌল্যৈক' পদের 'এক' শব্দের পঞ্চবিধ ব্যাবৃত্তি-প্রদর্শনমুখে বিশুদ্ধভজনের নির্দেশ, রাগমার্গীয়-পন্থার বিনিরূপণ ইত্যাদি।

**দ্বিতীয়** শ্লোকের বর্ণয়িতব্য বিষয়—লীলাসমূহের নিত্যতা স্থাপন, ভগবদ্বিগ্রহধারণের প্রয়োজন, লীলাস্থানের ও পরিকরগণের নিত্যতা; অপ্রকট ও প্রকটলীলার সমন্বয়, লীলা-পরিকরগণের পরিচয়; ঔপপত্য ও পরকীয়াত্ববিষয়ে বিশেষ বিচার ইত্যাদি।

গ্রন্থকার নিজপরিচয়-প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, শ্রীশ্রীগদাধর-পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শিষ্য অনন্ত আচার্য্য, তাঁহার শিষ্য শ্রীগোবিন্দের সেবাধিপতি শ্রীহরিদাস গোস্বামী, ইনি তাঁহারই শিষ্য। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচনাকালে শ্রীহরিদাসপণ্ডিত শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সেবাধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়া শ্রীচরিতামৃতে ( আদি ৮ ) প্রকাশ, সুতরাং ১৫০৪ ( কি ১৫০৭ ) শকাব্দায় শ্রীচরিতামৃতের রচনাকাল ধরিলে ১৫৫০ শকাব্দায় কি তদ্ব্যবহিতকাল-মধ্যেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামীর শ্রীবৃন্দাবনগমনাদি ( আনুমানিক ) ধরিতে হয়। ফলতঃ ষোড়শশকাব্দার মধ্যভাগে এই গ্রন্থের রচনাকাল মানিতে হইতেছে। গ্রন্থকার-সম্বন্ধে অন্যান্য বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

**'সাধন-দীপিকা'** নামে গ্রন্থকার-বিরচিত অন্য গ্রন্থেরও সন্ধান পাইয়াছি। দশশ্লোকী-ভাষ্যে স্বারসিকী উপাসনা এবং সাধন-দীপিকায় তিনি মন্ত্রময়ী উপাসনারই বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি



প্রথমতঃ শ্রীধাম বৃন্দাবন কেশীঘাটের পরমপূজ্য শ্রীশ্রীরাধিকানাথ গোস্বামিপাদের গ্রন্থাগারে পাইয়াছিলাম। দ্বিতীয়তঃ জয়পুর শ্রীগোবিন্দজীউর গ্রন্থাগারেও একখানা খণ্ডিত পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। তৃতীয়তঃ শ্রীবৃন্দাবন পুরাণাশহরের শ্রীযুক্ত পণ্ডিতবর গোবর্দ্ধন ভট্টের ( ছোট্টন লালজির ) কৃপায় অন্য একখানা পুঁথি পাইয়াছি। এই অনুগ্রহকারিদের প্রত্যেকের চরণে জীবাধম প্রকাশক চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিল। সকল পুঁথিতেই ন্যূনাধিক অশুদ্ধি থাকায় গ্রন্থমধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া অনিবার্য্য। কৃপাময় পাঠকগণ প্রকাশকের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আলোচনা করুন—ইহাই শ্রীচরণে সানুনয় প্রার্থনা। ইতি

| | |
|---|---|
| শ্রীধাম নবদ্বীপ<br>হরিবোল কুটীর<br>৪৫৯ শ্রীগৌরাব্দ | বৈষ্ণবদাসানুদাস<br>**শ্রীহরিদাস দাস** |

---

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরাভ্যাং নমঃ।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থ-গুচ্ছঃ

# দশশ্লোকী-ভাষ্যম্

অমন্দবৃন্দাবন-মন্দিরোদরে
সুহেম-রত্নাবলি-চিত্রকুট্টিমে।
সহোপবিষ্টং প্রিয়য়া সমানয়া
গোবিন্দদেবং সগণং সমাশ্রয়ে ॥ ১ ॥

---

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ বিজয়েতাম্।

## অনুবাদ

**হরি-গিরি-পাদপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।**
**'দশশ্লোকী'-ভাষা কহে দীন হরিদাস ॥**

মনোহর শ্রীবৃন্দাবনের নিকুঞ্জগৃহাভ্যন্তরে অত্যুৎকৃষ্ট স্বর্ণরত্নরাজিদ্বারা বিচিত্রিত মণিময় চত্বরে বা কুটীরে সমরূপগুণাদিসম্পন্না প্রেয়সীবরা শ্রীরাধার সহিত উপবিষ্ট সগণ শ্রীগোবিন্দদেবকে সম্যক্ প্রকারে আশ্রয় করিতেছি ॥ ১ ॥

তদীয়সেবাধিপতিং মহাশয়ং
সমস্তকল্যাণগুণৈকমন্দিরম্ ।
বারেন্দ্র-বিপ্রান্বয়ভূষণং গুরুং
ভজেঽনিশং শ্রীহরিদাস-সংজ্ঞকম্ ॥ ২ ॥

তস্যৈব কান্তাপরিচারকোঽসৌ
তয়োশ্চ দাসঃ কিল কোঽপি নাম্না ।
স্বকীয়লোকস্য তদীয়দাস্যে
মতি-প্রবেশায় করোতি যত্নম্ ॥ ৩ ॥

সংসার-কূপে পতিতানশেষা-
নুদ্ধর্ত্তুকামঃ কলিকাল-লোকান্ ।
যঃ প্রাদুরাসীৎ কিল গৌড়দেশে
চৈতন্যচন্দ্রং তমমুং প্রপদ্যে ॥ ৪ ॥

---

শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাধ্যক্ষ, অত্যুদার, নিখিলকল্যাণগুণৈকনিধি, বারেন্দ্রব্রাহ্মণবংশভূষণ শ্রীহরিদাস-নামক শ্রীগুরুদেবকে নিরন্তর ভজন করিতেছি ॥ ২ ॥

শ্রীগোবিন্দেরই কান্তা শ্রীরাধার সেবক, নামে মাত্র তাঁহাদের কোনও দাস ( শ্রীরাধাকৃষ্ণদাস )—তাঁহাদের দাস্যরসে নিজানুগত জনগণের মনঃ-প্রবেশের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ-রচনা করিতেছে ॥ ৩ ॥

সংসাররূপ-কূপে পতিত, কলিকালগ্রস্ত নিখিল লোককেই উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় যিনি শ্রীগৌড়মণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রকেই প্রকৃষ্টরূপে আশ্রয় করিলাম ॥ ৪ ॥



ইহ খলু নিজভজন-রসামৃতবিতরণেনাধ্যাত্মিকাদি-ত্রিবিধতাপ-পরিশমন-পূর্ব্বকং সর্ব্বানেব জীবান্ সমুদ্দিধীর্ষুর্ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্রোঽবততার । অবতীর্য্য চ দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যাদি-নানা-বিধভক্তিবাসনাবাসিতান্তঃকরণেভ্যো নানাবিধভক্তেভ্যস্তাং তামেব তদভিরুচিতাং ভক্তিং বিতীর্ণবান্ । নিজবর্গশিক্ষণার্থং রহসি স্বয়মনুষ্ঠীয়মানাং স্বাভিমতাস্তু শ্রীরূপগোস্বামিভ্যঃ ॥ ৫ ॥

নন্বু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য ভগবত্ত্বে তাবৎ কিং প্রমাণমিতি চেৎ, সৎস্বপি বহুষু পুরাণবচন-বিদ্বদনুভবাদিষু সকলোপনিষৎসারভূতং ভগবদ্গীতোপনিষদ্বচনমেব প্রথমত স্তাবদবধার্য্যতাম্ । তদ্‌যথা

---

নিজভজনরসরূপ অমৃত বিতরণপূর্ব্বক আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক-নামক তাপত্রয়ের সম্যক্ বিনাশ করতঃ সকল জীবকেই সম্যক্‌প্রকারে উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র এই ধরাতলে ( নবদ্বীপে ) অবতার করিয়াছেন । তিনি অবতীর্ণ হইয়া দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যাদি-বিবিধ-ভক্তিবাসনাময়-চিত্তবিশিষ্ট বিবিধ-ভক্তগণকে তাঁহাদের স্বস্ব-অভিরুচি-অনুসারে সেই সেই প্রকার ভক্তি বিতরণ করিয়াছেন । নিজগণের শিক্ষণার্থ স্বয়ং নির্জনে ( গম্ভীরাদিতে ) যে প্রেম-ভক্তি যাজন করিয়াছেন—যাহা তাঁহার সম্পূর্ণ সম্মত—সেই উন্নত-উজ্জ্বল-রসগর্ভা ভক্তিসম্পত্তি কিন্তু শ্রীরূপগোস্বামিকেই সম্প্রদান করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

প্রশ্ন—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের **ভগবত্তা**-সম্বন্ধে প্রমাণ কি ?

উত্তর—এ বিষয়ে বহু বহু পুরাণ-বচন এবং বিদ্বদনুভবাদি বিদ্যমান থাকিলেও প্রথমতঃ সকল উপনিষদের সার-স্বরূপ ভগবদ্গীতোপনিষদের বচনই এক্ষণে অবধারণ করুন । গীতা ( ৪।৮ ) বলিতেছেন—

—'ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে' ইতি ( গী ৪।৮ )। ধর্ম্মশ্চ তৎপ্রবর্ত্তিত-নামসংকীর্ত্তনরূপ এব মুখ্যঃ কলৌ, যদুক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

'ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্॥' ইতি॥

শ্রীভাগবতে তু স্পষ্টমেব তস্য ভগবত্ত্বং নিরূপিতম্। তথা হ্যেকাদশস্কন্ধে কলিযুগোপাস্য-কথনপ্রসঙ্গে—'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥' ( ভাগ ১১।৫।৩২ )। অস্যার্থঃ—ত্বিষা কান্ত্যা যঃ অকৃষ্ণো গৌরস্তং

---

আমি ধর্ম্ম-সংস্থাপন করিবার জন্য যুগে যুগে *অবতার গ্রহণ করি।' এস্থলে 'ধর্ম্ম' বলিতে এই কলিযুগে শ্রীমন্ মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নাম-সংকীর্ত্তনেরই মুখ্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও উক্ত আছে—'সত্যযুগে ধ্যানে, ত্রেতায় যজ্ঞে ও দ্বাপরে পরিচর্য্যায় যে যে (পুরুষার্থ) বস্তু লাভ হইয়া থাকে, তত্তৎসকলই কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনেই প্রাপ্তি করা যায়।' শ্রীমদ্ভাগবতে ( ১১।৫।৩২ ) কলিযুগের উপাস্য-নির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে তদীয় ভগবত্তা স্পষ্টতঃই নিরূপিত হইয়াছে। কৃষ্ণবর্ণ ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ—'যিনি কান্তিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর—

---

* 'যুগে যুগে' শব্দের আপাততঃ অর্থ প্রতিযুগে; কিন্তু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীশিরোমণি প্রভু যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন—তাহা সম্পূর্ণ অভিনব, লোকের অশ্রুতচর ও অননুভূতপূর্ব্ব সত্য। তাঁহার মতে প্রথম 'যুগে'-শব্দ যুগের প্রথম দিবসে ও দ্বিতীয় 'যুগে'-শব্দে যুগলরূপে বুঝায়। এইজন্য তিনি আবতারিক ও পরিসংখ্যা যুগ স্বীকার করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে বিচার প্রমাণাদি তৎকৃত "শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসন্দর্ভে" ( ৩—১৩ পৃঃ ) দ্রষ্টব্য।



সুমেধসো বিবেকিনঃ কলৌ যজন্তি উপাসতে। কৈর্যজন্তি? তত্রাহ—যজ্ঞৈঃ পূজা-সম্ভারৈঃ; কিম্ভূতৈঃ যজ্ঞৈঃ? সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ, সংকীর্ত্তনং বহুভির্মিলিত্বা অত্যুচ্চৈঃ শ্রীকৃষ্ণগানম্, তৎপ্রধানৈঃ। কৃষ্ণবর্ণং কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি নাম বর্ণয়তি য স্তম্, প্রেমবিবশতয়া গায়তি, পরমকারুণিকত্বেনোপদিশতি চ স্বভক্তেভ্য ইতি তথা তম্। কিঞ্চ, করচরণাদীন্যঙ্গান্যেব পরমসুন্দরত্বাৎ উপাঙ্গানি, কৌস্তুভ-বনমালা-মুরলী-প্রভৃতি-ভূষণাদীনি মহাপ্রভাবময়ত্বাদস্ত্রাণি চ, সুদর্শনাদ্যস্ত্র-নিগ্রাহ্যদৈত্যতুল্যানাং বহির্মুখাণামঙ্গাদিদর্শনাদেবাসুরস্বভাব-পরিত্যাগেন ভগবদ্ভক্তৌ প্রবৃত্তেঃ, তথা সর্ব্বদৈকান্তবাসিত্বেন পার্ষদাশ্চ তে তথা; যদ্বা—পার্ষদাঃ শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যাদয়ঃ, তৈঃ সহ বর্ত্তমানম্।

---

তাঁহাকে সুমেধা ( বিবেকী ) জনগণই কলিযুগে উপাসনা করেন। উপাসনার উপাদান-বিষয়ে বলিতেছেন—সংকীর্ত্তন-প্রধান পূজাসম্ভার-দ্বারাই তাঁহার অর্চ্চনা হয়। সংকীর্ত্তন বলিতে বহু লোকের একত্র মিলিয়া শ্রীকৃষ্ণগানই বাচ্য। 'কৃষ্ণবর্ণ' শব্দের অর্থ যিনি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' এই নাম বর্ণন করেন অর্থাৎ স্বয়ং প্রেমবিবশ হইয়া গান করেন এবং পরমকরুণা-হেতু নিজভক্তগণকেও উপদেশ করেন। সাঙ্গোপাঙ্গ ইত্যাদির ব্যাখ্যা—যাঁহার করচরণাদি অঙ্গসমূহ পরমসুন্দর বলিয়া উপাঙ্গস্বরূপ এবং কৌস্তুভ, বনমালা ও মুরলী-প্রভৃতি ভূষণাদি মহাপ্রভাবময় বলিয়া অস্ত্রস্বরূপ, যেহেতু সুদর্শনাদি অস্ত্রদ্বারা নিগ্রহ-বিষয়ীভূত দৈত্যতুল্য বহির্মুখগণ ঐ অঙ্গাদির দর্শনেই আসুর-স্বভাব পরিত্যাগ করতঃ ভগবদ্ভক্তিতে প্রবৃত্ত হয়। আবার ঐ সকল অঙ্গাদিও সর্ব্বদা নিত্যরূপে তাঁহার সহিত বিদ্যমান বলিয়া তাহারাই পার্ষদরূপে গণ্য। অথবা 'পার্ষদ'-শব্দে শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য

অস্য গৌরত্বং চ 'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥' ইতি দশম-স্কন্ধীয়-(৮।১৩) গর্গবচনে পারিশেষ্য-প্রমাণাচ্চ। তথাহি—'ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ' ইত্যত্র ইদানীমিত্যনেন দ্বাপরস্যোক্তত্বাৎ 'দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ' ইত্যেকাদশস্কন্ধে (৫।২৭) ঽভিধানাচ্চ শ্রীকৃষ্ণস্য দ্বাপরোপাস্যত্বং ব্যক্তম্। শুক্লরক্তয়োঃ সত্যত্রেতয়োরুপাস্যত্বং সত্যত্রেতোপাস্যত্বেনৈকাদশ (৫।২০-২৬) এব বর্ণিতঞ্চ। কলৌ শ্রীগৌরঃ পরিশিষ্যতে। অতো বৈশম্পায়নীয়সহস্রনামস্তোত্রে—'সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী' (—৯২), তথা 'সন্ন্যাস-কৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ' (—৭৫) ইত্যাদীনি তস্যৈব নামানি পঠিতানি ইতি সাম্প্রদায়িকাঃ॥ ৬॥

---

প্রভৃতির গ্রহণ হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের **গৌরত্ব**-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে (৮।১৩)—'হে নন্দমহারাজ! যুগে যুগে তোমার এই পুত্র তনু ধারণ করেন; শুক্ল, রক্ত ও পীত—এই তিন বর্ণের তনু গত তিন যুগে প্রকাশিত হইয়াছে। ইদানীং (দ্বাপরে) ইনি কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন'—এই গর্গবাক্যে উক্ত হইয়াছে। কেননা শ্লোকের 'ইদানীং' শব্দে দ্বাপর যুগ লক্ষ্য হওয়ায় এবং 'দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামবর্ণ' (ও শ্যামনাম) এই (ভাগ ১১।৫।২৭) উক্তি থাকায় শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপরযুগোপাস্যত্ব ব্যক্ত হইল। আবার সত্যে শুক্লবর্ণ ও ত্রেতায় রক্তবর্ণ অবতার-কথা ভাগবতেরই (১১।৫।২০, ২৬) বর্ণনা। কাজেই পরিশেষ প্রমাণবলে স্থিরীকৃত হইল যে, কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গই অবতার। এইজন্যই মহাভারতে সহস্রনামস্তোত্রে—'সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ (সুবর্ণবৎ স্পৃহণীয় অঙ্গবিশিষ্ট),



নম্বাসন্নিত্যনেন পীতস্যাতীতত্ব-নির্দেশাৎ কথং ভাবিনো গৌরস্য গ্রহণমিতি চেৎ—প্রাচীন-শ্রীগৌরাবতারাপেক্ষয়াতীতনির্দেশাদিতি ক্রমঃ। ন হ্যস্মিন্নেব কলৌ শ্রীগৌরাবতারঃ, কিন্তু যদা যদা দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণস্যাবতারস্তদা তদৈব কলৌ শ্রীগৌরাবতারস্য নিশ্চয়াৎ, তস্য সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণত্বস্য সর্ববিদ্বদনুভবসিদ্ধত্বাৎ, মুনীনামপি মনসোঽপ্য-গোচরস্য শ্রীকৃষ্ণাবতাররহস্যচরিতস্য তেন প্রকাশনাচ্চ। নন্বু তস্য শ্রীকৃষ্ণত্বে—

---

বরাঙ্গ (পরমসুন্দর অবয়বযুক্ত) ও চন্দনময় অঙ্গদধারী' (৯২) এবং সন্ন্যাসী, হরিরহস্যালোচনকারী, কৃষ্ণভিন্ন বিষয়ে উপরত, হরিকীর্ত্তন-প্রধান ভক্তিযজ্ঞের পরমাকর, কেবলাদ্বৈত-প্রভৃতি ভক্তিবিরোধিগণের নিরসনকারী এবং মহাভাবাদি ভাবকদম্বের পরমাশ্রয়স্থল (৭৫)—ইত্যাদি নামমালা তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া পঠিত হইয়াছে—ইহাই সাম্প্রদায়িক মত॥ ৬॥

পুনরায় **আশঙ্কা** এই যে (ভাগ ১০।৮।১৩) ঐ শ্লোকে 'আসন্' শব্দ ত অতীতকাল নির্দেশ করিতেছে, তবে কিরূপে তাহাদ্বারা ভাবী গৌরাবতারের গ্রহণ হইতে পারে? এক্ষণে ইহার **সমাধান** বলিতেছেন—প্রাচীন গৌরাবতারকে অপেক্ষা (লক্ষ্য) করিয়া ঐ শ্লোকে অতীতকালের ক্রিয়া ব্যবহার হইয়াছে। কেবলমাত্র এই কলিযুগেই যে শ্রীগৌরাবতার হইয়াছে, এমত নহে; কিন্তু যে যে দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতার হয়, তৎপরবর্ত্তী কলিযুগেই শ্রীগৌরাবতারও হয়—ইহাই নিশ্চয় (নিয়ম)। যেহেতু শ্রীচৈতন্যই যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—ইহা সকল বিদ্বদনুভব-প্রমাণে সিদ্ধ (নিষ্পন্ন) হইয়াছে এবং মুনিগণেরও মনস্পণেরও অতীত শ্রীকৃষ্ণাবতার-রসরহস্যচরিতাদি শ্রীচৈতন্যদেবকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে

'প্রত্যক্ষরূপধৃগ্ দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ।
কৃতাদিষেব তেনৈষ ত্রিযুগঃ পরিপঠ্যতে ॥

কলেরন্তে চ সংপ্রাপ্তে কল্কিনং ব্রহ্মবাদিনম্।
অনুপ্রবিশ্য কুরুতে বাসুদেবো জগৎস্থিতিম্ ॥'

ইতি ত্রিযুগ-নামব্যাখ্যাতৃ- ( ১০৪ ) বিষ্ণুধর্ম্ম-বচনাত্তস্য কলৌ প্রত্যক্ষতা বিরুধ্যেতেতি চেন্ন, যত ইদমেব তস্য সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণত্বে মুখ্যং লিঙ্গং নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যত্বেন মর্য্যাদামতিক্রম্য শ্রীকৃষ্ণস্য কলি-প্রথমেঽবস্থানবদস্যাপি তথাত্বেনৈব কলাববতরণ-সম্ভবাদিতি। অথ **বিদ্বদনুভবঃ**—তত্র পরমবিদ্বচ্ছিরোমণীনাং শ্রীসার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যাণাং, যথা—

---

**আপত্তি** এই যে শ্রীচৈতন্যই শ্রীকৃষ্ণ হইলে "সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে যেমন প্রত্যক্ষরূপধারী যুগাবতার আবির্ভূত হয়েন—কলিতে হরি তাদৃশ কোনও প্রত্যক্ষরূপে অবতীর্ণ হন না, এজন্য তাঁহাকে 'ত্রিযুগ' নামে অভিহিত করা হয়। কলির অবসানে বাসুদেব ব্রহ্মবাদী কল্কিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জগৎ রক্ষা করেন।" এই বিষ্ণুধর্মবচনের 'ত্রিযুগ' শব্দবলে কলিকালে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ অবতার নিষিদ্ধ হইতেছে। ইহার **উত্তর** এই যে, এই যুক্তি সমীচীন নহে, কারণ শ্রীচৈতন্যের স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণত্বে ইহাই মুখ্য ( অসাধারণ ) লিঙ্গ ( চিহ্ন ) যে শ্রীকৃষ্ণ অপরিসীম ঐশ্বর্য্যবলে ( দ্বাপরের অবতাররূপ ) মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়াও যেরূপ সময়ে সময়ে কলিযুগের প্রথমে আত্মপ্রকাশ করেন, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যদেবও শ্রীকৃষ্ণস্বরূপেই কলিযুগে অবতার করিতে পারেন। এ বিষয়ে **বিদ্বদনুভব-প্রমাণ** দিতেছি। তন্মধ্যে



কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥ ইতি।

শ্রীপ্রবোধানন্দ-সরস্বতীনাং যথা—

বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং গৌরং কৃষ্ণমপি স্বয়ম্।
যো রাধাভাব-সংলুব্ধঃ স্বং ভাবং নিতরাং জহৌ ॥

শ্রীসনাতন-গোস্বামিনাং যথা—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভগবন্তং কৃপার্ণবম্।
প্রেমভক্তি-বিতানার্থং গৌড়েষ্ববততার যঃ ॥

শ্রীরূপ-গোস্বামিনাং যথা ( স্তবমালায়াং ) —

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।

---

পরমবিদ্বৎ-শিরোমণি শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম বলিয়াছেন—"কালপ্রভাবে স্বকীয় ভক্তিযোগ অন্তর্হিত হইলে, যিনি সেই ভক্তিযোগের পুনঃ প্রাদুর্ভাব করাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণপূর্বক আবির্ভূত হইয়াছেন—তাঁহার পাদপদ্মে মদীয় চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়রূপে লীন হউক।" শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বলিয়াছেন—"যিনি রাধাভাবে সম্যক্ লুব্ধচিত্ত হইয়া স্বকীয়ভাব সর্বথা পরিত্যাগ করিয়াছেন, স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও গৌরবর্ণধারী সেই কৃষ্ণ-চৈতন্যকে বন্দনা করিতেছি।" শ্রীসনাতন-গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—প্রেমভক্তি-বিতরণের জন্য যিনি গৌড়মণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই কৃপানিধি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি।" শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ

রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেব শ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥

শ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামিনাং যথা ( মুক্তাচরিত্রে ৩ )—

নিজামুজ্জ্বলিতাং ভক্তিসুধামর্পয়িতুং ক্ষিতৌ।
উদিতস্তং শচীগর্ভব্যোম্নি পূর্ণবিধুং ভজে ॥

শ্রীজীব-গোস্বামিনাং যথা ( ভাগবতসন্দর্ভে )—

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদি-বৈভবম্।
কলৌ সংকীর্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥

ইত্যলমতিবিস্তরেণ। তদেবং তস্য ভগবত্ত্বে সিদ্ধে তদুপদিষ্টার্থৈকপ্রমেয়ত্বাদস্য গ্রন্থস্যাপি পরম-স্মৃতিরূপত্বং সিদ্ধম্।

---

বলিয়াছেন—"যে বিনোদবান্ পুরুষমণি কোনও প্রণয়িবৃন্দের ( গোপাঙ্গনাগণের ) অনির্বাচ্য শৃঙ্গাররস-রাশি অশেষবিশেষে আস্বাদন করিবার অভিপ্রায়ে নিজ বর্ণ গোপন করতঃ শ্রীরাধার কান্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন—সেই চৈতন্যাকৃতি গৌরাঙ্গ আমাদিগকে নিরতিশয় অনুকম্পা করুন।" শ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামী বলিয়াছেন—"স্বকীয় উজ্জ্বলরসগর্ভ ভক্তিসুধা জগতে অর্পণ করিবার জন্য যিনি শচীগর্ভাকাশে উদিত হইয়াছেন—সেই পূর্ণশশীকেই ভজন করি।" শ্রীজীব-গোস্বামিপাদও বলিয়াছেন—"যিনি অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ অথচ বাহিরে গৌরবর্ণ, যিনি স্বীয় অঙ্গাদির ( প্রাগুক্ত ) বৈভব জন-সমাজে প্রকটিত করিয়াছেন—আমরা এই কলিতে সঙ্কীর্তনাদি সাধনদ্বারা তাঁহাকে উপাসনা করিতেছি।" ইত্যাদি......

এই ভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের ভগবত্তা প্রতিপাদিত হইলে এই গ্রন্থ তাঁহারই উপদিষ্ট পুরুষার্থকেই কেবল প্রমেয়-রূপে বিনিশ্চয় করায় ইহাও



শ্রীরূপগোস্বামিনোঽপি ( রসামৃতে পূর্ব ২।১৫১ ) "সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥" ইত্যাদিনা তামেব ভক্তিং মুখ্যতয়া নিরূপ্য স্তোত্রাদিদ্বারেণ বহুধা প্রপঞ্চিতবন্তোঽপি রহস্যাতিরহস্যতয়া স্বগণাতিরিক্তেভ্যো গোপনায় নৈকত্র কুত্রাপি ক্রমেণ তদনুষ্ঠানপ্রকারং নিরূপয়ামাসুঃ। যদা চ স্বীয়ানামাগ্রহেণ তন্নিরূপণে প্রবৃত্তাস্তদৈব তেষাং ভগবৎপ্রাপ্তিসময় উপস্থিতো বভূব। তত্র সময়ং স্বয়মেব জ্ঞাত্বা পরমাপ্ততমেভ্যঃ শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজ-মহানুভাবেভ্যঃ সাঙ্গমেব তৎপ্রকারমুপদিশ্য ত্বয়ৈবৈতৎ প্রকাশনীয়মিতি তান্ প্রত্যাজ্ঞাপিতবন্তঃ। তে চ তদাজ্ঞা-পরাধীনাঃ স্বীয়জনপ্রার্থনাবশং

---

যে পরমস্মৃতি, তাহা প্রতিপাদিত হইল। "এই রাগানুগা ভক্তিসাধনে অবস্থিত নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠজনগণের ( শ্রীগুরুদেবের ) ভাবে লুব্ধচিত্ত হইয়া তাঁহার আনুগত্যে সাধকরূপে যথাবস্থিতদেহে এবং সিদ্ধরূপে অন্তশ্চিন্তিত স্বাভীষ্টসেবোপযোগী দেহে সেবায় নিরত হইবে।" ইত্যাদি কারিকাদ্বারা শ্রীপাদ-শ্রীরূপ-গোস্বামিপ্রভু সেই উন্নত উজ্জ্বল-রসগর্ভা ভক্তিকেই মুখ্যভাবে নিরূপণ করিয়া স্তোত্রাদিরচনা-পূর্বক তাহারই বহু প্রকারে বিস্তার করিলেও কিন্তু মহারহস্যত্বহেতু স্বগণভিন্ন অন্যত্র গোপন করিবার উদ্দেশ্যে উহার অনুষ্ঠান-প্রকার কোথাও একস্থলে ক্রমবদ্ধন করতঃ নিরূপণ করেন নাই। যখন নিজ পরিকরগণের আগ্রহে তাহার নিরূপণে তিনি প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহার ভগবৎপ্রাপ্তিকাল উপস্থিত হইল। সেই অন্তিমকালের কথা স্বয়ংই অবগত হইয়া শ্রীপাদ শ্রীরূপ তখন পরম বিশ্বস্ততম শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী মহানুভাবকে ঐ ভক্তির নিখিল অনুষ্ঠান-প্রকার অশেষবিশেষে উপদেশ করিয়া আজ্ঞা করিলেন—"তুমিই এই

গতাশ্চ সন্ত স্তদেকপ্রতিপাদক-ভগবন্নৈত্যিকচরিতবর্ণনাত্মক-শ্রীগোবিন্দলীলামৃতাভিধ-মহাকাব্যরচনা-ব্যাজেন যথোপদেশমেব তৎপ্রকারং নিরূপয়াম্বভূবুঃ। পুনশ্চ তামেব ভক্তিমতিলঘুনোপায়েন বালান্ গ্রাহয়িতুং তদেব ভগবন্নৈত্যিকং চরিতং সিদ্ধান্তেন সূত্রয়ন্তো দশশ্লোকীং প্রণীতবন্তঃ। তত্রৈকেন প্রথমতঃ সর্বমাধুর-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়সিদ্ধ-সিদ্ধান্তরহস্য-নিরূপণং, দ্বিতীয়েন পূর্বশ্লোকাবশিষ্ট-সিদ্ধান্ত-কথনপূর্বকমষ্টকালিক্যা নৈত্যিকলীলায়াঃ সংক্ষেপেণ কথনং, শেষৈরষ্টভিঃ শ্লোকৈ স্তস্যা এব লীলায়াঃ ক্রমেণ পৃথক্পৃথগ্ বর্ণনেতি বিবেকঃ ॥ ৭ ॥

---

ভক্তিরহস্যের অনুষ্ঠান-প্রকার প্রকাশ কর।" শ্রীকবিরাজ গোস্বামী তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া এবং স্বীয়গণের প্রার্থনা-বশবর্ত্তী হইয়া ঐ ভক্তিরই প্রতিপাদক শ্রীকৃষ্ণের নৈত্যিকচরিত্র বর্ণনাত্মক **শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত**-নামধেয় মহাকাব্য-রচনাচ্ছলে শ্রীরূপপ্রভুর উপদিষ্ট ভক্তি-প্রকারই যথাযথ নিরূপণ করিয়াছেন। পুনরায় সেই ভক্তিরই অতি সহজ উপায়ে বালকগণকে (মূর্খগনকে)ও গ্রহণ করাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নৈত্যিক চরিত্র অবলম্বনে সিদ্ধান্ত-সূত্রাকারে এই **দশশ্লোকী** প্রণয়ন করিয়াছেন *। তন্মধ্যে প্রথম শ্লোকে প্রথমতঃ ব্রজমণ্ডলের সমগ্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ (নিষ্পন্ন) সিদ্ধান্তরহস্যের নিত্য নিরূপণ, দ্বিতীয় শ্লোকে পূর্বশ্লোকের অবশিষ্ট সিদ্ধান্ত নির্ণয় করতঃ অষ্টকালীন নিত্য-লীলার সংক্ষেপে উক্তি—পরবর্ত্তী অষ্ট শ্লোকে ঐ লীলারই ক্রমশঃ পৃথক্ পৃথক্ বর্ণনা ॥ ৭ ॥

* শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের টীকাকার কিন্তু এই দশশ্লোকী শ্রীপাদ শ্রীরূপকৃত স্মরণমঙ্গল-স্তোত্র বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন।



অথ সিদ্ধান্ত-নিরূপণপুরঃসরমধিকার্য্যভিধেয়-সম্বন্ধ-প্রয়োজনাখ্যমনুবন্ধ-চতুষ্টয়ং নিরূপয়ন্নভিধেয়স্য নমস্কার-লক্ষণং মঙ্গলমাচরতি—তত্র রাগমার্গানুগামিনোঽধিকারিণঃ, নৈত্যিকং চরিতমভিধেয়ং, তদ্গ্রন্থেন সহ বাচ্যবাচকভাবঃ সম্বন্ধঃ, মানসী সেবা প্রয়োজনং, প্রেমসেবাপ্রাপ্তি স্তু প্রয়োজনস্য প্রয়োজনমিতি। তচ্চ মঙ্গলাচরণপদ্যং যথা—

**শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধো শ্চরণকমলয়োঃ কেশশেষাদ্যগম্যা**
**যা সাধ্যা প্রেমসেবা ব্রজচরিত-পরৈর্গাঢ়লৌল্যৈকলভ্যা।**
**সা স্যাৎ প্রাপ্তা যয়া তাং প্রথয়িতুমধুনা মানসীমস্য সেবাং**
**ভাব্যাং রাগাধ্ব-পান্থৈর্ব্রজমনুচরিতং নৈত্যিকং তস্য নৌমি ॥ ১ ॥**

---

একণে শ্রীগোস্বামিপাদ সিদ্ধান্তনিরূপণপূর্বক অধিকারী-অভিধেয়-সম্বন্ধ-প্রয়োজননামক অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ের নির্ণয়-প্রসঙ্গে অভিধেয়ের নমস্কার-ব্যঞ্জক মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। এই গ্রন্থের অনুশীলনাধিকারী—রাগানুগামার্গীয় সাধকগণ, নৈত্যিক চরিতই অভিধেয়, গ্রন্থের সহিত উহার বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ, মানসীসেবা—প্রয়োজন এবং প্রেমসেবাপ্রাপ্তিই প্রয়োজনেরও প্রয়োজন (শাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্তির মহামুখ্য নিদান)। সেই মঙ্গলাচরণপদ্যটি—

**"ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও অনন্তদেব যাহা অবগত নহেন, অথচ যাহা ব্রজচরিতে আসক্ত বা অনুরাগী জনগণেরই একমাত্র প্রগাঢ়-লোলভামূল্যেই লভ্য—যাহা রাগানুগামার্গীয় সাধকগণের চিন্তনীয়—শ্রীমতী রাধার প্রাণবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের সেই প্রেমসেবাপ্রাপ্তির আশয়ে তাঁহারই মানসীসেবা বিস্তার (প্রকাশ) করিবার উদ্দেশ্যে তৎকর্ত্তৃক নিত্য অনুষ্ঠিত ব্রজ-লীলাকে আমি নমস্কার করি।"**

অস্যার্থঃ—শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধোশ্চরণকমলয়োর্যা প্রেমসেবা সা যয়া মানস্যা সেবয়া প্রাপ্যা স্যাত্তামস্য শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধোর্মানসী-সেবাং প্রথয়িতুং বিস্তারয়িতুং তস্য শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধোর্ব্রজমনুব্রজং লক্ষ্যীকৃত্য যৎ নৈত্যিকং চরিতং দৈনন্দিনী লীলা তন্নৌমীত্যন্বয়ঃ। কিম্ভূতা ? প্রেমসেবা সাধ্যা অশেষসাধনকৈদেক-ফলরূপা ; ফলরূপত্বঞ্চ তস্যাঃ পরমপুরুষার্থত্বাদেব। তথাহি—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যাশ্চত্বারঃ পুরুষার্থাঃ সুপ্রসিদ্ধাঃ, তেভ্যোঽপি ভগবৎসেবৈব পরমপুরুষার্থঃ, সেবাসুখানুভাবিনাং তদনাদর-শ্রবণাৎ। তথাহি তৃতীয়স্কন্ধে ( ৪।১৫ ) শ্রীমদুদ্ধব-বচনং—

কো ঘীশ তে পাদসরোজভাজাং
সুদুর্লভোঽর্থেষু চতুর্ষ্বপীহ।
তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্
ভবৎপদাম্ভোজ-নিষেবণোৎসুকঃ ॥ ইতি।

---

[ এক্ষণে শ্লোকের প্রতিপদের **বিশ্লেষণ** ও **আস্বাদন** দিতেছেন—] সেই প্রেমসেবা কিরূপ ? উত্তর—**সাধ্যা** অর্থাৎ নিখিল সাধন-পরম্পরার মূলীভূত মুখ্যফলস্বরূপা—প্রেমসেবা পরমপুরুষার্থ বলিয়াই উহাকে ফলস্বরূপ বলা হইল। কেননা, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ নামক চতুর্বিধ পুরুষার্থ ত সুপ্রসিদ্ধই আছে ; ইহাদিগ হইতেও ভগবৎ-সেবাই পরমপুরুষার্থ, যেহেতু সেবাসুখানুভবী জনগণ প্রোক্ত চতুর্বর্গের অনাদর করেন বলিয়া শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে ( ৩।৪।১৫ )—শ্রীউদ্ধব বলিতেছেন—'হে ঈশ ! যে সকল ব্যক্তি তোমার চরণারবিন্দ সেবা করে, তাহাদের পক্ষে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই পুরুষার্থ-



হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে চ—

ন ধর্ম্মং কামমর্থং বা মোক্ষং বা বরদেশ্বর !
প্রার্থয়ে তব পাদাব্জে দাস্যমেবাভিকাময়ে ॥

কিঞ্চ দুঃখহানিঃ সুখাবাপ্তিশ্চ পুরুষার্থ ইত্যেকে, সুখাবাপ্তি-মাত্রমিত্যপরে ; তদুভয়ং তু সেবাসাধনেঽপি দৃশ্যতে ; তত্রাদ্যং যথা শ্রীভাগবতে (৩।৭।১৪)—অশেষ-সংক্লেশ-শমং বিধত্তে গুণানুবাদশ্রবণং মুরারেরিতি। দ্বিতীয়ং চ যথা তত্রৈব ( ৮।৩।২০ )—

একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং গায়ন্ত আনন্দ-সমুদ্রমগ্নাঃ ॥ ইতি।

অতএবোক্তং পঞ্চমস্কন্ধে ( ১৪।৪৪ )—মধুদ্বিট্‌সেবানুরক্ত-মনসামভবোঽপি ফল্গুরিতি। তদেবং সামান্যতো ভগবৎসেবায়াঃ

---

চতুষ্টয়ের মধ্যে কোনটিই সুদুর্লভ নহে ; হে নাথ ! আমি কিন্তু স্বতঃ প্রাপ্ত সেই পুরুষার্থ সকলকে আদৌ বরণ ( গ্রহণ ) করিব না, যেহেতু আমি তোমার পদারবিন্দ-সেবনেই সমুৎসুক হইয়াছি।' হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রেও উক্ত হইয়াছে—'হে বরদরাজ ! ধর্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ আমি কিছুরই প্রার্থনা করি না ; কিন্তু তোমার চরণকমলে দাস্যই কেবল সর্বথা কামনা করি।' অপরন্তু কাহারও মতে দুঃখনাশ ও সুখপ্রাপ্তিই পুরুষার্থ, অপরের মতে সুখপ্রাপ্তিই পুরুষার্থ ; এই উভয়ই কিন্তু সেবাসাধনে দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে দুঃখনাশ যথা ( ভাগ ৩।৭।১৪ )—'মুরারির গুণানুবাদে ও গুণকথা-শ্রবণে নিখিল ( আধ্যাত্মিকাদি ) সংক্লেশের বিনাশ-সাধন হয়।' সুখপ্রাপ্তি যথা ( ভাগ ৮।৩।২০ ) যাঁহারা ভগবৎপ্রপন্ন হইয়াছেন, সেই একান্তী কৃষ্ণভক্তগণ কৃষ্ণের অত্যদ্ভুত মঙ্গলনিদান চরিতাবলী গান করিতে করিতে আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া কোনও পুরুষার্থেরই বাঞ্ছা করেন না।'

পরমপুরুষার্থত্বে সিদ্ধেঽপি নিখিলভগবদাবির্ভাবেষু শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বেন সর্বাবতারিত্বেন নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যত্বেন চ শ্রেষ্ঠতামালোচ্য ভগবতশ্চরণকমলয়োঃ প্রেমসেবা সাধ্যেতি নোক্তম্। (৮) তত্রা-নন্যাপেক্ষি ভগবত্ত্বং স্বয়ং ভগবত্ত্বম্। তদ্ যথা শ্রীভাগবতে (১।৩।২৮) —'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি। সর্বাবতারিত্বং যথা ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।১)—'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্বকারণ-কারণম্॥' তথা (৫।৫৪)—'যস্যৈক-নিঃশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ। বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং

---

এইজন্যই (ভাগ) পঞ্চমস্কন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, মধুসূদনের সেবানুরক্ত-মনা মহাজনদিগের মোক্ষও অতি তুচ্ছ বলিয়া ধারণা হয়।' এইরূপে সামান্যতঃ আলোচনায় ভগবৎসেবার পরমপুরুষার্থদত্ব প্রতিপন্ন হইলেও নিখিল ভগবদবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত্ব, সর্বাবতারিত্ব এবং নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যবত্ত্ববশতঃ সর্বশ্রেষ্ঠত্ব পর্য্যালোচনায় ভগবানের চরণকমলে প্রেমসেবা সাধ্য—এই কথা বলা হয় নাই ॥ ৮ ॥

'স্বয়ং ভগবত্ত্ব' বলিতে যাহার ভগবত্তায় অন্য কিছুরই অপেক্ষা থাকেনা, তাহাকেই বুঝায়। শ্রীভাগবতেই উক্ত আছে—(১।৩।২৮), 'পূর্বোক্ত অবতারগণ পুরুষোত্তম (পরমেশ্বরের) অংশ বা কলা (বিভূতি) কিন্তু সর্বশক্তিত্বহেতু শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার সর্বাবতারিত্ব যথা—(ব্রহ্মসংহিতায়) 'সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, তিনি স্বয়ং অনাদি ও সকলের আদি, এবং সর্বকারণের কারণ।' 'যে মহাবিষ্ণুর একটিমাত্র নিঃশ্বাসকালকে অবলম্বন করিয়া তদীয় রোমকূপজাত ব্রহ্মাণ্ডনাথ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি জীবনধারণ অর্থাৎ অধিকারি-স্বরূপে জগতে প্রকটভাবে



ভজামি॥' তথা (৫।৪৫) 'রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্ লীলা-বতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু। কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥' ইতি। নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যত্বং যথা তৃতীয়স্কন্ধে (২।২১) 'স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্য-লক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ। বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীট-কোটীড়িতপাদপীঠঃ॥' ইতি। তত্রাপি গোকুলে তস্য পূর্ণতম-প্রকাশাৎ সর্বাসাধারণগুণ-চতুষ্টয়বত্ত্বাচ্চ শ্রীকৃষ্ণস্য চরণকমলয়োঃ প্রেমসেবা সাধ্যেতি নোক্তম্। তত্র গোকুলে তস্য পূর্ণতমতা যথা হ্যাকরে [ভ, র, সি, দক্ষিণ ১।১১৮-১২০]—'নিত্যগুণো বনমালী যদপি শিখামণিরখিলনেতৃণাম্। ভক্তাপেক্ষিকমস্য ত্রিবিধত্বং লিখ্যতে

---

অবস্থান করেন—সেই মহাবিষ্ণু যে গোবিন্দের এককলা (১/১৬), সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকেই ভজন করি। যিনি রামাদি-মূর্ত্তিতে অংশ-রূপে নিয়ত বর্ত্তমান থাকিয়া (সেই সেই মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া) ভুবন-সমূহে নানাবিধ অবতার প্রকট করেন—কিন্তু কৃষ্ণমূর্ত্তিতেই সাক্ষাৎ পরম-পুরুষও স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।' তাঁহার নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যবত্তা যথা (ভা ৩।২।২১)—'সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ত্রিলোকের, পুরুষত্রয়ের বা গুণত্রয়ের অধীশ্বর এবং পরমা-নন্দস্বরূপ সম্পত্তি (অংশ, ভক্ত, শক্তি, লীলা, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য) দ্বারা সমস্ত ভোগপ্রাপ্ত হইয়াছেন—সুতরাং তাঁহার সমান বা তদধিক কেহই হইতে পারে না। চিরন্তন লোকপাল-সকলও তাঁহার অগ্রে আসিয়া কর বা পূজোপহার সমর্পণ-কালে স্ব-স্ব কিরীটসংঘট্টধ্বনি-দ্বারাই যেন তদীয় পাদপীঠের স্তব করেন।' তন্মধ্যেও আবার গোকুলে তাঁহার পূর্ণতম প্রকাশ এবং সর্বথা অসাধারণ গুণ-চতুষ্টয় থাকিলেও সেই শ্রীকৃষ্ণের

তদপি ॥ হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা। শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈ র্নাট্যে যঃ পরিপঠ্যতে। প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ। অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ। কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদ্‌গোকুলান্তরে। পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা-মথুরাদিষু ॥' ইতি। গোকুলে পূর্ণতমতাভিব্যক্তিশ্চ নিখিলগুণানাং তত্র প্রকাশনেনৈব। গুণাঃ ত্রিবিধাঃ—অসাধারণাঃ, সাধারণাঃ, সাধারণাসাধারণাশ্চেতি। ততঃ সাধারণাসাধারণানাং পূর্ণতমসংজ্ঞা বোদ্ধব্যা, প্রকাশনঞ্চ অসাধারণানাং স্বরূপতঃ তেষামংশাভাবাৎ, অন্যেষান্তু অংশতঃ, সাধারণানাং পূর্ণত্বেন, সাধারণাসাধারণানাং পূর্ণতমত্বেনৈবেত্যর্থঃ। তত্র পূর্ণত্বাদিত্রিতয়বিশিষ্টকৃষ্ণমাত্রবৃত্তয়ঃ পূর্ণতমাঃ,

চরণ-কমলে প্রেমসেবা সাধ্য—এই কথা বলা হয় নাই। গোকুলে পূর্ণতমতা-সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতে যথা—"নিখিলনায়ক-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ নিত্যগুণশালী হইলেও ইঁহার ভক্তভক্তি-অনুরূপে অধিকাধিক প্রকাশ-বশতঃ তিন প্রকার গুণ লিখিতেছি। হরি পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণ বলিয়া নাট্যশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ-মধ্যাদি-শব্দে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। অখিলগুণ-প্রকাশক হরি পূর্ণতম, তদপেক্ষা অল্পগুণ-প্রকাশক পূর্ণতর, তাহা অপেক্ষাও অল্পগুণপ্রকাশক পূর্ণ। গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমতা, মথুরায় পূর্ণতরতা এবং দ্বারকায় পূর্ণতা ব্যক্ত হইয়াছে।" গোকুলে পূর্ণতম অভিব্যক্তির কারণ হইতেছে—সেস্থলে নিখিল-গুণরাজির প্রকাশন। গুণ ত্রিবিধ—অসাধারণ, সাধারণ ও সাধারণাসাধারণ। সুতরাং সাধারণাসাধারণ গুণাবলিরই পূর্ণতম-সংজ্ঞা বুঝিতে হইবে। অসাধারণ গুণগণের অংশাভাববশতঃ স্বরূপতঃই প্রকাশ হয়, অন্তগুণাবলি কিন্তু অংশতঃ প্রকাশিত হয় অর্থাৎ সাধারণ গুণাবলী শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণরূপেই প্রকাশ পায় এবং



তে চ মধুরৈশ্বর্য্যং মধুরনামবত্ত্বং মধুরকৃপাবত্ত্বঞ্চেতি ত্রয়ঃ। তত্র চ পুতনাশকট-তৃণাবর্ত্ত-যমলার্জ্জুন-বৎসাঘ-বক-শঙ্খচূড়-ব্যোমারিষ্ট-কেশি-বধাদিনা, মাত্রে বিশ্বরূপ-প্রদর্শনেন তয়া দামবন্ধনে বিভুত্ব-প্রকাশনেন কালিয়দমন-দাবাগ্নিমোক্ষণ-গোবর্দ্ধনোদ্ধারণাদিভি র্বাল-ক্রীড়ায়াং ব্রহ্মরুদ্রাদিষপ্যদৃক্‌পাতাদিনা চ মাধুর্য্যাপরিত্যাগেন যদৈশ্বর্য্যাদিকং প্রকাশ্যতে, তৎ খলু মধুরৈশ্বর্য্যাদিকমিত্যুচ্যতে। তেন্ মাধুর্য্যাপরিত্যাগশ্চ তেনৈব বপুষা তেষামলৌকিকানাং কর্ম্মণাং করণাৎ। তদুক্তমাকরে [ লঘুভাগবতামৃতে ১।২৮৫ ]—'চতুর্ধা মাধুরী তস্য ব্রজ এব বিরাজতে। ঐশ্বর্য্যক্রীড়য়ো র্বেণো স্তথা শ্রীবিগ্রহস্য চ ॥' তত্র ঐশ্বর্য্যস্য—'কৃতাপ্যশ্রুতপূর্ব্বেণ মধুরৈশ্বর্য্য-

সাধারণাসাধারণ গুণরাজি পূর্ণতমরূপে প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে আবার পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম কৃষ্ণে এই সাধারণাসাধারণ গুণগুলি যথাযথভাবে অবস্থান করে—ঐ পূর্ণতম গুণ আবার মধুর ঐশ্বর্য্য, মধুর নামবত্ত্ব ও মধুর কৃপাবত্ত্ব হিসাবে ত্রিবিধ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পূতনা, শকট, তৃণাবর্ত্ত, যমলার্জ্জুন, বৎস, অঘ, বক, শঙ্খচূড়, ব্যোম, অরিষ্ট ও কেশিদৈত্যের বধাদিতে, মা যশোদাকে বিশ্বরূপ-প্রদর্শনে, মাতা কর্ত্তৃক দামবন্ধনাবসরে বিভুত্ব-প্রকাশনে, কালিয়দমন, দাবাগ্নিমোক্ষণ, গোবর্দ্ধনধারণাদিতে এবং বাল্যক্রীড়ায় ব্রহ্মরুদ্রাদির প্রতি অদৃষ্টিপাত প্রভৃতিতে মাধুর্য্য পরিত্যাগ না করিয়াও যে ঐশ্বর্য্যাদি প্রকাশিত হয়—তাহাকেই 'মধুরৈশ্বর্য্য' বলা হয়। ঐ ঐ লীলায় মাধুর্য্যের অপরিত্যাগ বলিতে সেই ( নরবৎ ) দেহেই ঐ সকল অলৌকিক কর্ম্ম-সম্পাদনই বুঝায়। লঘুভাগবতামৃতে উক্ত হইয়াছে—'নরাকৃতি-পরব্রহ্ম-শ্রীহরির ঐশ্বর্য্য, ক্রীড়া, বেণু ও শ্রীবিগ্রহ প্রভৃতির—চারি প্রকার মাধুরী গোকুলেই বিরাজমান আছে। তন্মধ্যে ঐশ্বর্য্যমাধুরী

রাশিনা। সেব্যমানো হরিস্তত্র বিহারং কুরুতে ব্রজে। যত্র পদ্মজ-রুদ্রাদ্যৈ স্তূয়মানোঽপি সাধ্বসাৎ। দৃগন্তপতিমপ্যেষু কুরুতে ন তু কেশবঃ॥' যথা ব্রহ্মাণ্ডে নারদবাক্যে—

'যে দৈত্যা দুঃশকা হন্তুং চক্রেণাপি রথাঙ্গিনা। তে ত্বয়া নিহতাঃ কৃষ্ণ! নব্যয়া বাললীলয়া॥ সার্দ্ধং মিত্রৈ র্হরে! ক্রীড়ন্ ভ্রূভঙ্গং কুরুষে যদি। সশঙ্কা ব্রহ্মরুদ্রাদ্যাঃ কম্পন্তে খস্থিতা স্তদা॥' ইত্যন্তেন গ্রন্থেন। ব্রজ এবেত্যেবকারেণ মথুরা-দ্বারকে ব্যাবর্ত্তয়তি। তয়ো র্ব্যাবৃত্তিশ্চ পূর্ণতম-মধুরৈশ্বর্য্যস্য তত্রাসত্ত্বাৎ, অন্যেষাং ত্রয়াণাং সর্বথা রহস্যত্বাচ্চ। মধুরৈশ্বর্য্যমাত্রন্তু তত্রাপ্যস্ত্যেব, অতএবাস্য নাসাধারণত্বং, অন্যথা ত্বসাধারণানাং, চতুষ্টয়ত্ব-প্রতিজ্ঞা-হানিরপি প্রসজ্যেত। (৯)

—"পূর্বে কোনও স্থানে যাহা শ্রবণ করা হয় নাই, এতাদৃশ মধুর ঐশ্বর্য্য-রাশি-কর্ত্তৃক সেব্যমান শ্রীহরি সেই ব্রজে বিহার করিতেছেন—যে ব্রজে ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ-কর্ত্তৃক সম্ভ্রমসহকারে স্তূয়মান হইলেও তিনি তাঁহাদিগের প্রতি কৃপাকটাক্ষও করেন না।" ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীনারদ বলিয়াছেন—"হে কৃষ্ণ! তুমি দ্বারকানাথ-স্বরূপে চক্রদ্বারাও যে সকল দৈত্য নিহত করিতে পার নাই, এক্ষণে কিন্তু তুমি নববাল্যলীলাপ্রকাশে তাহাদিগকেই নিধন করিয়াছ!! তুমি যদি সখাগণের সহিত খেলিতে খেলিতে একটিবার ভ্রূভঙ্গী কর, তবে আকাশস্থ ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতাগণ ভয়ে কম্পিত হন।" এই শ্লোকে 'ব্রজে এব' এই পদের 'এব'কার-দ্বারা মথুরা ও দ্বারকার পরিহার করা হইয়াছে, যেহেতু এই দুই ধামে পূর্ণতম মধুর ঐশ্বর্য্যের বিকাশ নাই এবং অন্য তিনটী ( ক্রীড়া, বেণু ও শ্রীবিগ্রহ-



মধুরনামত্বে যথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—'সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্। একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈব তৎ প্রযচ্ছতি॥' ইতি। এতদ্বচনং গোকুললীলাদিত্রিবিধ-লীলাপরাণাং সর্বেষাং শ্রীকৃষ্ণনাম্নাং মাহাত্ম্যপরং, তাদৃশতদীয়াষ্টোত্তরশত-নাম্নাং প্রকরণেঽপ্যভিধানাৎ কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়াত্মকমাহাত্ম্যপরং, যথা বিষ্ণুধর্মোত্তরে—'সত্যং ব্রবীমি তে শম্ভো! গোপনীয়মিদং মম। মৃতসঞ্জীবনী নাম কৃষ্ণাখ্যমবধারয়॥' ইতি। স্কান্দে প্রভাসখণ্ডে—'মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লীসৎফলং

মাধুরী ) সর্বথাই রহস্যমূলক। এই দুই ধামে ( দ্বারকা, মথুরায় ) মধুর ঐশ্বর্য্যমাত্র ত আছেই, কাজেই এই গুণটি ( মধুর ঐশ্বর্য্যমাত্র ) অসাধারণ নহে। যদি দ্বারকা-মথুরায়ও পূর্ণতম মধুর ঐশ্বর্য্য বিকাশিত হইত, তবে পূর্বোক্ত অসাধারণ গুণাবলির চতুর্বিধত্ব নির্দেশক প্রতিজ্ঞারও হানি হইত॥ ৯॥

**মধুর নাম** সম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উক্ত আছে—'পুণ্যময় ( বিষ্ণু ) সহস্রনাম তিনবার আবৃত্তি করিলে যে ফল হয়, কেবলমাত্র একবার শ্রীকৃষ্ণ-নাম-গ্রহণের সেই ফলই হইয়া থাকে।' এই বচনটি গোকুলাদি ত্রিবিধ লীলাযুক্ত সকল শ্রীকৃষ্ণ-নামেরই মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক, যেহেতু ব্রহ্মাণ্ডপুরাণীয় শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনামের প্রকরণে সকল লীলাসূচক নাম উক্ত হইয়াছে। কাজেই ঐ বচনটি 'কৃষ্ণ' এই অক্ষরদ্বয়াত্মক ( যে কোনও লীলাপর ) নামেরই মহিমাবোধক বলিয়া বিষ্ণুধর্মোত্তরেও উক্ত হইয়াছে—"হে শম্ভো! আমি সত্যই তোমাকে গোপনীয় এই বাক্য বলিতেছি যে, কৃষ্ণনাম মৃতসঞ্জীবনী—ইহা নিশ্চয় জানিবে।" স্কন্দপুরাণে—"হে ভৃগুবর ( শৌনক! ) কৃষ্ণনাম মধুর হইতেও সুমধুর, সকল মঙ্গলেরও

চিৎস্বরূপম্। সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর! নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম।' ইতি। মধুরেভ্যঃ শ্রীরামনামাদিভ্যোঽপি মধুরং, মঙ্গলরূপাণাং তেষামপি পরমমঙ্গলরূপমিত্যর্থঃ। অতএব বেদলতায়াঃ প্রকৃষ্টং ফলং, পরিনিষেধে, পরিগীতমগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা সকৃদপি অনুচ্চারিতমপি উচ্চারণায় কৃতপ্রযত্নস্য কণ্ঠস্থিতমপীত্যর্থঃ। তত্তু তাদৃশস্যেনাপ্যুচ্চারিতমেব; অতএব নরমাত্রং মূকমপীত্যর্থঃ। তত্তু ন তথা 'অমূকলোকসুলভঃ' [ নামকৌমুদী ৩।১ ] ইত্যুক্তেঃ। অতএব চিতাং তেষাং স্বরূপং স্বস্য বাচ্যাংশিনো বাচকত্বাদিতি, কৃষ্ণশব্দস্য চ 'তমালশ্যামলত্বিষি যশোদাস্তনন্ধয়ে রূঢ়িঃ' ইতি ( নামকৌমুদী ৩ ) তত্রৈব তস্য মুখ্যা প্রবৃত্তি-

---

সুমঙ্গল, সকলবেদকল্পলতিকার উৎকৃষ্ট ফল ও চিৎ ( ব্রহ্ম ) স্বরূপ; উহা শ্রদ্ধায় বা অবহেলায় একটিবার মাত্র গৃহীত হইলেই মনুষ্যমাত্রকেই ত্রাণ করে।" [এই শ্লোকের বিশ্লেষণ করিতেছেন—] মধুর শ্রীরামনামাদি হইতেও মধুর, মঙ্গলস্বরূপ উহাদের ( রামাদিনামের ) ও পরমমঙ্গলস্বরূপ। অতএব বেদরূপ লতার প্রকৃষ্ট ফল। 'পরি' উপসর্গ নিষেধ-বাচক, শ্রদ্ধাপূর্বক বা অবহেলাপূর্বক পরিগীত ( অসম্যক্ প্রকারেও উচ্চারিত হইলেই—একবার মাত্রও উচ্চারিত হইলেই—অনুচ্চারিত অর্থাৎ উচ্চারণ করিতে চেষ্টাশীল জনের কণ্ঠমধ্যস্থিত ( অব্যক্ত, অসম্পূর্ণ ) হইলেও ঐ কৃষ্ণনাম উদ্ধার করেন। কণ্ঠ হইতে নিষ্কাশিত না হইলেও ঐ নাম উচ্চারিত হইয়াছে বলিতে হইবে। এইজন্যই মূলে 'নরমাত্র' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে—নরমাত্র বলিতে মূক ( বোবা ) ব্যক্তিকেও গ্রহণ করা হইল। কিন্তু কৃষ্ণনাম ব্যতীত অনুচ্চারিত হইলে ( বিষ্ণু, রামাদি ) নাম ফলপ্রদ হন না—



রিতি শ্রীলক্ষ্মীধরচরণাঃ। পূর্ণে পূর্ণতরে চ তত্তদ্রূপা প্রবৃত্তিরস্ত্যেবেতি মুখ্যপদোপন্যাসঃ। অসাধারণগুণানান্তু ন পূর্ণতমত্বং, স্বরূপমাধুর্য্যাদিনামসাধারণত্বেন প্রতিযোগিনাং পূর্ণ-পূর্ণতরাণাং তেষামভাবাৎ। তত্তদভাবশ্চ বাল্যপৌগণ্ড-গোপকুমারত্বাদিবিশেষণাভাবকৃত-বিশেষ্যাভাবাৎ; বেণুমাধুর্য্যাদীনান্তু স্বরূপত এবাভাবাচ্চ। সাধারণগুণানাঞ্চ পূর্ণপূর্ণতরেষ্বপি বৃত্তের্ন পূর্ণতমত্বম্। পূর্ণতমত্বং হি পূর্ণপূর্ণতরাপেক্ষয়া, ন ত্বপূর্ণাপেক্ষয়াপি। তদিতর-

---

যেহেতু ভগবন্নামকৌমুদীতে শ্রীলক্ষ্মীধর বলিয়াছেন যে, জিহ্বারহিত ( বোবা ) ব্যক্তি ব্যতীত আচণ্ডাল সকলকেই বিষ্ণু-রামাদি নাম ফলপ্রদ হইয়া থাকেন। অতএব চিৎস্বরূপ অর্থাৎ চিন্ময় সেই রামাদিনামের স্বরূপ, যেহেতু ঐ কৃষ্ণনাম বাচ্য অংশী স্বয়ং ভগবানের বাচক; আবার কৃষ্ণশব্দ মুখ্যবৃত্তিতে তমাল-শ্যামল যশোদানন্দনেই রূঢ় ( প্রকৃতিপ্রত্যয়ার্থ-নিরপেক্ষ শাব্দবোধ-জনক )—ইহাই শ্রীলক্ষ্মীধর স্বামিপাদ বলিয়াছেন। পূর্ণ ও পূর্ণতর কৃষ্ণেও ঠিক ঐরূপ তাৎপর্য্য আছে বলিয়াই মুখ্যপদ-বিন্যাস হইয়াছে। [ প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি-দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া কৃষ্ণ-শব্দ বহু প্রকার অর্থদ্যোতক হইলেও কিন্তু অভিধাবৃত্তিতে স্বয়ং ভগবান্ শ্যামসুন্দরেরই বাচক। ] অসাধারণ গুণচতুষ্টয়ের পূর্ণতমত্ব-সংজ্ঞা হয় না, যেহেতু স্বরূপ-মাধুর্য্যাদি অনন্যসাধারণ বলিয়া পূর্ণতম স্বরূপের প্রতিযোগী পূর্ণ ও পূর্ণতর স্বরূপে ঐ অসাধারণ গুণরাজির প্রকাশ নাই; পূর্ণ ও পূর্ণতর স্বরূপে বাল্য, পৌগণ্ড এবং গোপকুমারত্ব প্রভৃতির সম্যক্ অভাব আছে বলিয়া ঐ ঐ কালোচিত অবস্থাবিশেষের লীলাবিনোদাদিও বিকাশ পায় না। বেণুমাধুরী ইত্যাদি ত ঐ ঐ স্বরূপে স্বরূপতঃই নাই। সাধারণ ( ৬০ ) গুণাবলী ( সুরম্যাঙ্গত্ব ইত্যাদি ) পূর্ণ ও পূর্ণতর স্বরূপেও বিরাজমান

বৃত্তয়শ্চ তেঽপূর্ণা এবং তদুক্তং [ ভ, র, সি, দক্ষিণবিভাগ ]—'জীবেষেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া কচিৎ' (২৬) ইতি, 'অংশেন গিরিশাদিষু' (২৯) ইতি, 'অমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ' (৩২) ইতি চ। ততশ্চাপূর্ণাপেক্ষয়া তেষাং পূর্ণ তৈব শ্রীকৃষ্ণে, তদপ্যুক্তং—'পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে' (২৭) ইতি। তদত্রায়ং নিষ্কর্ষঃ—অসাধারণ-গুণানাং প্রতিযোগাসদ্ভাবাৎ সাধারণ-গুণানাঞ্চ প্রতিযোগী-তরেষপি সত্ত্বান্ন পূর্ণত্বং পূর্ণতরত্বং পূর্ণতমত্বং তদ্ভিন্নানাস্তু মধুরৈশ্বর্য্য-মধুররূপা-মধুরনাম্নাং পূর্ণাদিত্রয়মাত্রবৃত্তিত্বাৎ যথাযথং পূর্ণত্বং পূর্ণতরত্বং পূর্ণতমত্বমপীতি। অত্র পূর্ণত্বস্তু স্বরূপত এব পূর্ণতরাদ্যপেক্ষয়া

---

আছে বলিয়া উহাদিগের পূর্ণতমতা স্বীকৃত হয় না। পূর্ণতমতা-সংজ্ঞাটি অবশ্যই পূর্ণ ও পূর্ণতর সংজ্ঞাকে অপেক্ষা করে—অপূর্ণ বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া কেহ পূর্ণতমতা সংজ্ঞা দান করে না। শ্রীকৃষ্ণব্যতিরিক্ত অন্যস্থলে ঐ গুণাবলী অপূর্ণরূপেই থাকে, ভক্তিরসামৃতে উক্ত হইয়াছে—"কোনও কোনও ভগবদনুগৃহীত জীবসমূহে সুরম্যাঙ্গত্বাদি ৫০ গুণ বিন্দুবিন্দুরূপে কখনও বিকসিত হইয়া থাকে; সদাস্বরূপসংপ্রাপ্তি প্রভৃতি পঞ্চ গুণাবলী শ্রীশিব-ব্রহ্মাদিতে অংশতঃ বিরাজমান থাকে। অবিচিন্ত্য মহাশক্তি প্রভৃতি পঞ্চ গুণ শ্রীকৃষ্ণের নরলীলার অনতিক্রমে আবির্ভূত হয় বলিয়া উহারা তৎসম্বন্ধে অদ্ভুতই হইয়া থাকে।" সুতরাং ঐ গুণরাজি কোথাও বিন্দুরূপে, কোথাও বা আভাসরূপে প্রকাশ হয় বলিয়া ঐ ঐ স্বরূপের অপূর্ণতাকে অপেক্ষা করিয়া বলা হয় যে, শ্রীকৃষ্ণেই উহাদের পূর্ণতা। রসামৃতে বলিয়াছেন—ঐ ৫০ গুণ পরিপূর্ণভাবে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণেই প্রকট হইয়া থাকেন। এক্ষণে নিষ্কর্ষ এই—অসাধারণ গুণসমূহের প্রতিযোগী নাই বলিয়া এবং প্রতিযোগী অন্যত্র জীবাদিতেও সাধারণ



বেতি নাপূর্ণাপেক্ষয়েত্যলং বিস্তরেণ। দ্বারকা-মথুরাদিষিতি 'দ্বন্দ্বাৎ পরং শ্রূয়মাণং প্রত্যেকমভিসম্বধ্যতে' ইতি ন্যায়েনাদি-শব্দস্য প্রত্যেকং যোগঃ। ততশ্চ দ্বারকাদিষিতি—আদি-শব্দাদ্ধস্তিনা-পুরেন্দ্রপ্রস্থয়োর্গ্রহণং, মথুরাদিষিত্যত্র চ ব্রহ্মহ্রদাক্রূরয়োর্গ্রহণং। দ্বারকাদিষু পূর্ণতা, মথুরাদিষু পূর্ণতরতেতি যথাক্রমং যোজ্যং। মথুরাদিষু নরলীলা-প্রাধান্যা মাধুর্য্যাপরিত্যাগেনাক্রূরায়ৈশ্বর্য্যদর্শন-কুবলয়াপীড়-চানূরাদিকংস-জরাসন্ধ-শৈল্যবধঃ, সকৃদুচ্চারণমাত্রেণ

---

গুণাবলির বর্ত্তমানতা আছে বলিয়া ইহাদের পূর্ণতা, পূর্ণতরতা বা পূর্ণতমতা নাই। এতদ্ ব্যতীত মধুর ঐশ্বর্য্য, মধুর রূপ ও মধুর নাম—পূর্ণাদি স্বরূপত্রয়েই বর্ত্তমান আছে বলিয়া উহাদের যথাযথভাবে পূর্ণতাদি সংজ্ঞাও হয়। এস্থলে পূর্ণতা বলিতে স্বরূপতঃ পূর্ণতাই বাচ্য অথবা পূর্ণতর বা পূর্ণতমতাকে লক্ষ্য করিয়াই বুঝিতে হইবে, কিন্তু অপূর্ণকে লক্ষ্য করিয়া পূর্ণ বলা হয় নাই।

"গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমতা, দ্বারকা ও মথুরাদিতে ইহার পূর্ণতা ও পূর্ণতরতা প্রকটিত হইয়াছে"—মূলের এই শ্লোকস্থ 'দ্বারকা মথুরাদি' পদের 'আদি' শব্দটি দ্বারকাশব্দেও প্রযুক্ত হইবে, কেননা ন্যায় আছে যে "দ্বন্দ্ব-সমাসের পরবর্ত্তী শব্দ সমাসস্থ সকল পদেই অন্বয় করিতে হয়।" সুতরাং দ্বারকাদিতে পূর্ণতা এবং মথুরাদিতে পূর্ণতরতা সিদ্ধ হইল। দ্বারকাদি বলিতে হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপ্রস্থের এবং মথুরাদি বলিতে ব্রহ্মহ্রদ ও অক্রূরতীর্থ গ্রহণ হইল *। মথুরাদিতে নরলীলার প্রাধান্যহেতু মাধুর্য্য পরিত্যাগ না করিয়াই অক্রূরের ঐশ্বর্য্য দর্শন, কুবলয়াপীড়, চানূরাদি,

* শ্রীল মুকুন্দদাস গোস্বামি-কৃত 'অর্থরত্নাল্পদীপিকা' নামক রসামৃতসিন্ধুর টীকায় দ্বারকাদি = হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ ও স্তুতিপুর এবং মথুরাদি = অবন্তীপুর, কুরুরাদি দেশ।

সাঙ্গবেদাদিগ্রহণ - গুরুপুত্রানয়ন-যাদবদ্বারকাপ্রাপণ-কালযবনঘাত
নাদিলীলানাং করণাৎ পূর্ণতর-প্রকাশতা। দ্বারকাদিষু তু বাহুল্যে
নাবিষ্কৃতৈশ্বর্য্যত্বাৎ প্রায়ঃ প্রাদুষ্কৃত-চতুর্ভুজত্বাচ্চৈত্ত্বদন্তবক্রাদি
মোক্ষণ-পরীক্ষিদ্রক্ষণ-নারদায় যোগমায়া-বৈভবদর্শনাদিলীলাকরণে
হপি পূর্ণ-প্রকাশত্বৈবেতি ভাবঃ। এবং সত্যাকরোক্তং মথুরা
বৃন্দাবনয়োরেকজাতীয়ধামত্বং দ্বারকাপেক্ষয়া মথুরায়া উৎকর্ষত্বঞ্চ
সঙ্গচ্ছেত। তদ্ যথা—(লঘুভাগ ১।২৭৭) ধামাস্য দ্বিবিধং
প্রোক্তং মাথুরং দ্বারবতী তথা। মাথুরঞ্চ দ্বিধা প্রাহু গোকুলং
পুরমেব চেতি। তথা—'এবং সপ্তপুরীণাস্তু সর্বোৎকৃষ্টন্তু মাথুরমিতি
পাদ্মবাক্যঃ (২৭৮) তত্রোদাহৃতমিতি ॥ ১০ ॥

কংস, জরাসন্ধ ও শৈল্য প্রভৃতির বধ, একমাত্র উচ্চারণেই ষড়ঙ্গবেদাদির
অধ্যয়ন, মৃতগুরুপুত্রের আনয়ন, যাদবগণের দ্বারকা-প্রাপণ এবং কালযবন-
নিপাত ইত্যাদি লীলাবিষ্কারে পূর্ণতর প্রকাশতাই বলিতে হইবে।
কিন্তু দ্বারকাদিতে বহুশঃ ঐশ্বর্য্য আবিষ্কৃত এবং প্রায়শঃ চতুর্ভুজমূর্তি
প্রকটিত হইয়াছে। দন্তবক্রাদির মোক্ষণ, পরীক্ষিৎ-রক্ষণ, নারদের প্রতি
যোগমায়া-বৈভবদর্শন-লীলাপ্রকটনেও পূর্ণ প্রকাশতাই বুঝিতে হইবে।
এইরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করিলেই শ্রীলঘুভাগবতামৃতোক্ত মথুরা ও বৃন্দাবনের
একজাতীয়তা এবং দ্বারকা অপেক্ষা মথুরার উৎকর্ষতা সঙ্গত হয়।
উক্ত বচনটি এই—'শ্রীকৃষ্ণলোক দ্বিবিধ—মাথুর ও দ্বারকা। মাথুরও
আবার দুই প্রকার—গোকুল ও মথুরাপুরী।' এবং 'অযোধ্যা, মথুরা,
মায়া (হরিদ্বার), কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী ও দ্বারকা—এই সপ্তপুরী
মোক্ষদানকারিণী—ইহাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ধাম হইলেন—মাথুরমণ্ডল'
এই পদ্মপুরাণীয় বাক্যও তাহাতে উদাহরণ-স্বরূপে ধৃত হইয়াছে। ১০।



অথাসাধারণ-গুণচতুষ্টয়-বিবেকার্থং সাধারণগুণা লিখ্যন্তে, তে
চোক্তা আকরে—[ভ, র, সি, দক্ষিণ, বিভাব—১৯-৩২]

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকাল-সুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচি র্বশী॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ॥
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগত-পালকঃ।
সুখী ভক্ত-সুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্বশুভঙ্করঃ॥

এক্ষণে অসাধারণগুণচতুষ্টয়ের বিবেক (ভেদ-নিরূপণ) করিবার জন্য
প্রথমতঃ ভক্তিরসামৃতোক্ত সাধারণ গুণাবলির উল্লেখ করিতেছেন—
এই নায়ক কৃষ্ণ ১। সুরম্যাঙ্গ, সর্বসুলক্ষণযুক্ত, ৩। সুন্দর,
মহাতেজস্বী, ৫। বলবান্, ৬। কিশোরবয়স্ক, ৭। বিবিধ
অদ্ভুত-ভাষাভিজ্ঞ, ৮। সত্যবাক্, ৯। প্রিয়ভাষণ, ১০। বাক্পটু,
১১। সুপণ্ডিত, ১২। বুদ্ধিমান্, ১৩। প্রতিভাশালী, ১৪। বিদগ্ধ,
১৫। চতুর, ১৬। দক্ষ, ১৭। কৃতজ্ঞ, ১৮। সুদৃঢ়ব্রত, ১৯। দেশকাল-
সুপাত্রজ্ঞ, ২০। শাস্ত্রদৃষ্টি, ২১। শুচি, ২২। বশী, ২৩। স্থির,
২৪। দান্ত, ২৫। ক্ষমাবান্, ২৬। গম্ভীর, ২৭। ধৃতিমান্,
২৮। রাগদ্বেষশূন্য, ২৯। বদান্য, ৩০। ধার্মিক, ৩১। শূর, ৩২। করুণ,

প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণ-মনোহারী সর্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্॥

বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণা স্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশদ্ দুর্বিগাহা হরেরমী॥

জীবেষেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে॥

অথ পঞ্চ গুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু।
সদা স্বরূপ-সংপ্রাপ্তঃ সর্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ॥

সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ শ্চিদানন্দঘনাকৃতিঃ।
স্ববশাখিলসিদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ববসিদ্ধিনিষেবিতঃ॥

---

৩৩। মান্নমানদ, ৩৪। দক্ষিণ, ৩৫। বিনয়ী, ৩৬। লজ্জা[...]
৩৭। শরণাগতপালক, ৩৮। সুখী, ৩৯। ভক্ত-সুহৃৎ, ৪[...]
প্রেমবশ্য, ৪১। সর্বশুভঙ্কর, ৪২। প্রতাপী, ৪৩। কীর্ত্তিমা[...]
৪৪। লোকানুরক্ত, ৪৫। সাধুসমাশ্রয়, ৪৬। নারীগণ-মনোহা[...]
৪৭। সর্বারাধ্য, ৪৮। সমৃদ্ধিমান্, ৪৯। বরীয়ান্, ৫০। ঈশ্ব[...]
সমুদ্রবৎ দুর্বিগাহ এই পঞ্চাশটি গুণ বিন্দু-বিন্দুরূপে ভগবদনুগৃহী[...]
জীবনিচয়ে থাকিলেও কিন্তু পরিপূর্ণরূপে সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে[...]
বর্তমান আছে।

অপর পাঁচটি গুণ আংশিকরূপে সদাশিবে এবং কোনও দ্বিপরা[...]
ব্রহ্মাতে বর্তমান থাকে—১। সদাস্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, ২। সর্বজ্ঞ, [...]
নিত্যনূতন, ৪। সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ, ৫। সর্বসিদ্ধিনিষেবি[...]



অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ।
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ॥

অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ।
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ॥

ইত্যেতে ষষ্টি গুণা ইন্দ্রাদিজীব-শ্রীরুদ্র-শ্রীনারায়ণাদিভি র্যথাক্রমং সাধারণাঃ। শ্রীকৃষ্ণস্য তেষাং লক্ষণানি ভেদা উদাহরণানি দ্রষ্টব্যান্যাকরে [ভ. র, সি, দক্ষিণ, বিভাব ১।১১-১১৭] ॥ ১১ ॥

তত্র 'স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়' (ভা—৩।২।২১) ইত্যস্যোত্তরার্দ্ধমীশ্বরত্বস্যোদাহরণং, পূর্বার্দ্ধস্য নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যস্যেত্যুভয়য়োরোদাহৃতমা-

---

অপর পাঁচটি গুণ নারায়ণ ও মহাপুরুষাদিতে বর্তমান—১। অবিচিন্ত্য-মহাশক্তি, ২। কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ, ৩। অবতারাবলিবীজ, ৪। হতশত্রুর গতিদায়ক, ৫। আত্মারাম-গণাকর্ষী। এই পাঁচটি গুণ নারায়ণাদিতে থাকিলেও কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে অদ্ভুতরূপেই বিরাজমান আছে। এই ৬০ গুণ যথাক্রমে ইন্দ্রাদি জীব, শ্রীরুদ্র, শ্রীনারায়ণ প্রভৃতির সহিত সাধারণ বলিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে ইহাদের লক্ষণ, বিভেদ ও উদাহরণ ইত্যাদি রসামৃতে দ্রষ্টব্য ॥ ১১ ॥

রসামৃতে ঈশ্বরত্ব (৫০) গুণের উদাহরণ-স্বরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের (৩।২।২১) শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। স্বয়ন্ত্বসাম্য ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই—"শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তাঁহার সমান বা প্রধান কেহ নাই, তিনি ত্র্যধীশ অর্থাৎ ব্রহ্মাদি গুণাধিষ্ঠাতৃ দেবত্রয়ের, মহৎস্রষ্টা মহাবিষ্ণু প্রভৃতি পুরুষত্রয়ের অথবা গোলোকাদি ধামত্রয়ের অধীশ্বর, তিনি স্বয়ং বিরাজমান অনন্যাপেক্ষ স্বরূপ বলিয়া স্বারাজ্য লক্ষ্মী কর্ত্তৃক নিষেবিত, সুতরাং

করে ( রসামৃতে দক্ষিণ ১।৬৬ )। 'পরাভবং ফেনিল-বক্ত্র
বন্ধঞ্চ ভীতিঞ্চ মৃতিঞ্চ কৃত্বা। পবর্গদাতাপি শিখণ্ডমৌলে!
শাত্রবাণামপবর্গদোঽসী'ত্যাদিকন্তু (৭৩) হতারিগতিদায়কত্বস্যাদ্ভু
এবোদাহরণং ; ততশ্চ 'মুক্তিদাতা হতারীণাং হতারিগতিদা
ইতি বিশেষ-লক্ষণমেব, সামান্যলক্ষণন্তু হতারীণাং প্রকৃষ্টফলদ
স্বঃ স হতারিগতিদায়ক ইতি। প্রকৃষ্টং ফলং চ দ্বিবিধং অ
দয়োঽপবর্গশ্চেতি, উভয়ত্র গতিশব্দ-প্রয়োগদর্শনাৎ ; ত
স্তেষামুভয়দাতৃত্বমেব হতারিগতিদায়কত্বং, শ্রীকৃষ্ণস্তু তূপব

---

নিখিল ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। নিখিল লোকপালবর্গ পূজোপ
সহ তাঁহার পাদপীঠে মস্তক রাখিয়া তাঁহার বন্দনা করেন।" এ
শ্লোকের উত্তরার্দ্ধ ( নিখিল লোকপাল কর্ত্তৃক নিষেবিতত্ব ) তাঁর
ঈশ্বরত্বের উদাহরণ এবং পূর্ব্বার্দ্ধ নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যের উদাহরণ, কাজে
রসামৃতে ( ১।৬৬ ) ঈশ্বরত্ব ও নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যবত্ত্ব উভয়েরই উদাহরণ-স্বর
ঐ শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। আর "হে শিখিপুচ্ছচূড়! তুমি শত্রুগণ
প্রতি পরাভব (প) ফেনিল (ফেনাযুক্ত) বদন (ফ), বন্ধন (ব), ভয় (ভ
মৃত্যু (ম) বিধান করিয়া পবর্গপ্রদান করিলেও তুমি তাহাদিগকে অপবর্গ
দান করিয়া থাক।" এই শ্লোকটি হতারিগতিদায়কত্বের অদ্ভুত
উদাহরণ। কাজেই মূলে যে বলা হইয়াছে—'যিনি শত্রুগণকে নি
করিয়া মুক্তিদান করেন, তাঁহাকে হতারিগতিদায়ক বলে।' এই বাক
বিশেষ লক্ষণ। আর সামান্য লক্ষণ হইতেছে, 'যিনি নিহত শত্রুদিগ
প্রকৃষ্টফল দান করেন, তিনিই হতারিগতিদায়ক।' প্রকৃষ্টফল দ্বিবিধ
অভ্যুদয় ও অপবর্গ, যেহেতু এই উভয় অর্থেই 'গতি' শব্দের প্রয়ো
হয়। অন্যান্য অবতারগণ উভয়ই দান করেন বলিয়া তাঁহারা হতা



দাতৃত্বং, তদেবাদ্ভুত-ত্বমিতি। অন্যথা ( লঘু ) ভাগবতামৃতং
( ১।১৫২ ) বিরুধ্যেত ; তথাহি—অয়ং হি ভগবান্ কীর্ত্তিতঃ
সংস্মৃতশ্চ দ্বেষানুবন্ধেনাপ্যখিলসুরাসুরাদি-দুর্লভং ফলং প্রযচ্ছতী-
ত্যত্র বিষ্ণুপুরাণীয়পদ্যে ভাগবতামৃতীয়াঃ কারিকাঃ ( ১।১৫৭ )—
"ইত্যুক্ত্বাপ্যত্র বক্ষ্যাদের্মোক্ষমপ্যর্ভলীলয়া। অমোক্ষং কালনেম্যা-
দেরনাত্রাপীশচেষ্টয়া। মুনিঃ স্মৃত্বা পুনঃ প্রাখ্যদয়ং হি ভগবানিতি।
হি প্রসিদ্ধমযং কৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়মেব যৎ। প্রীণতাং দ্বিষতাং

---

গতিদায়ক, শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু অপবর্গ দান করিয়া হতারিগতিদায়ক। অপবর্গ-
দানও আবার অদ্ভুত প্রকারের—যেহেতু তিনি স্বরূপের জাগরণরূপ
অপবর্গ (মুক্তি) দান করেন। যদি শ্রীকৃষ্ণও অদ্ভুত অপবর্গদাতা না
হয়েন, তবে লঘুভাগবতামৃতের কথা বিরুদ্ধ হইবে। প্রসঙ্গটি এইরূপ
—"শিশুপাল বিদ্বেষবুদ্ধিতে ভগবন্নামগ্রহণ ও রূপচিন্তন দ্বারা ক্ষীণাপরাধ
হইলে অন্তসময়ে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ভগবৎসামীপ্য ও
সাযুজ্য লাভ করিলেন। কাজেই এই শ্রীকৃষ্ণাখ্য স্বয়ং ভগবানের
এমনই অচিন্ত্য মহিমা যে তাঁহাকে যে কোনও ব্যক্তি শত্রুভাবেও স্মরণ
বা কীর্ত্তন করিলে তিনি সেই ব্যক্তিকে নিখিল সুরাসুরের দুর্লভ
পরমফল প্রদান করেন, ভক্তিভাবে স্মরণ কীর্ত্তনের যে কি ফল—তাহা
বলাই যায় না।' এই বিষ্ণুপুরাণীয় পদ্য উদ্ধার করিয়া লঘুভাগবতামৃতে
কয়েকটি কারিকা ( ১৫৭-১৬১ ) করিয়াছেন, তাহা এই—"স্বয়ংরূপ
শ্রীকৃষ্ণে মোক্ষদাতৃত্বশক্তির সর্ব্বদা অভিব্যক্তি হওয়ায়, বিদ্বেষাবেশেও
তাঁহার হস্তে নিধনপ্রাপ্ত শিশুপাল মোক্ষ লাভ করিলেন,—এই প্রকার
সূচনা করিয়াও এই শ্রীকৃষ্ণে বাল্যলীলাবেশে পূতনাদির মোক্ষ এবং
অন্যাবতারে ঐশ্বরিক চেষ্টাতেও কালনেমি প্রভৃতির মোক্ষাভাব স্মরণ

চাতশ্চেতাংস্তাকর্ষতি দ্রুতং ॥ তস্মাৎ কীর্ত্তিত ইত্যাদি মাহাত্ম্য
চিত্রমত্র নেতি" তত্রৈবাগ্রে ( ১।১৬১ )। কিঞ্চাসুরাণাং দ্বিষতা
কৃষ্ণমপ্রাপ্য নান্যতঃ। কুতোঽপি মুক্তিরিত্যাখ্যদেবকার-দ্বয়েন সঃ
ইত্যবতার্য্য "তানহং দ্বিষতঃ" ইতি গীতাপদ্যং ( ১৬।১৯-২০
ব্যাখ্যাতং। এতেন হতারিগতিদায়কত্বস্য শ্রীকৃষ্ণেঽদ্ভুতত্বং ভক্তি
দায়কত্বঞ্চ, 'অহো বকী যং স্তনকালকূটম্' ইতি ( ভা ৩।২।২৩
বচনাৎ ইতিবাদিনঃ পরাস্তাঃ ॥ ১২ ॥

অথ তস্য অসাধারণা শ্চত্বারো গুণাঃ—( দাক্ষিণ ১।৩৫ )

লীলা প্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যং বেণুরূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্ ॥

---

করিয়া পুনরায় পরাশর মুনি 'অয়ং হি ভগবান্'—এই উপদেশ করিয়াছেন
গন্থস্থ 'হি' শব্দে প্রসিদ্ধতা বুঝায়, যেহেতু এই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান
বলিয়া প্রসিদ্ধই আছেন, অতএব তিনি ঝটিতি ভক্ত ও বিদ্বেষকারিজনের
চিত্ত আকর্ষণ করেন। অতএব দ্বেষকালেও শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বানাদি
প্রসঙ্গে কীর্ত্তন করিলে তিনি যে উত্তম গতি দান করিবেন—ইহাতে
আশ্চর্য্যকর কিছুই নহে।" তৎপরেও আবার (১৬১) কারিকায়
বলিয়াছেন—'ভগবদ্ বিদ্বেষ্টা' অসুরগণ কৃষ্ণভিন্ন অন্য কোনও ( নৃসিংহ
রামাদি ) স্বরূপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না—এই কথা গীতায়
( ১৬।১৯-২০ ) অর্জ্জুনকে ভগবান্ 'আসুরীষ্বেব' এবং 'মামপ্রাপ্যৈব'—এই
দুই 'এব'কার দ্বারা উপদেশ করিয়াছেন। গীতার শ্লোকদ্বয়—আমি
আমার প্রতি বিদ্বেষী, ক্রূর, ও অশুভ সেই নরাধমদিগকে এই সংসারে
আসুরী যোনিতেই নিরন্তর নিক্ষেপ করি। আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া
সেই মূঢ় ব্যক্তিগণ প্রতিজন্মে আমাকে না পাইয়াই ক্রমে ক্রমে অধম



তত্র **লীলা** যথা পাদ্মে—'চরিতং কৃষ্ণদেবস্য সর্বমেবাদ্ভুতং ভবেৎ। গোপলীলা চ তত্রাপি সর্বতোঽতিমনোহরা ॥' বৃহদ্বামনে চ—'সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলা স্তাস্তা মনোহরাঃ। নহি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ ॥' **প্রেম্না প্রিয়াধিক্যং** যথা শ্রীদশমে ( ৩১।১৫ )—'অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্। কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্ষ-

---

গতি প্রাপ্ত করে। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে হতারিগতিদায়কত্ব গুণটি অন্য ভগবৎস্বরূপে থাকিলেও কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে উহা অদ্ভুতত্ব এবং ভক্তিদায়কত্বরূপেই প্রকটিত হইয়াছে। যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে—'অহো! কৃষ্ণের কৃপালুতা! দুষ্ট পুতনা তাঁহার প্রাণবিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে স্বকীয় স্তনদ্বয়ে বিষ মাখাইয়া কৃষ্ণকে পান করাইলেও সে ধাত্রী সদৃশী গতি ( গোলোক ) লাভ করিল !!' সুতরাং ইহাতে বিরুদ্ধ মত খণ্ডন হইল ॥ ১২ ॥

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণচতুষ্টয় নিরূপিত হইতেছে—(১) লীলা-মাধুরী, (২) প্রেমমাধুরী ( প্রিয়জন কর্ত্তৃক বিরাজমানতা ), (৩) বেণু-মাধুর্য্য ও (৪) রূপমাধুর্য্য। (১) **লীলা**—শ্রীকৃষ্ণের সকল চরিত্রই অদ্ভুত, তাহাদের মধ্যেও আবার গোপলীলা সর্ব্বাতিশায়ী মনোহর। ইহা পদ্মপুরাণীয় বচন। বৃহদ্বামনে—যদিও আমার বহু বহু লীলা মনোরমই আছে—তথাপি রাসলীলার স্মরণে আমার মনে যে কি ভাব হয়, তাহা আমি জানি না। (২) **প্রেমমাধুরী**—( ভাগ ১০।৩১।১৫ ) হে প্রিয়তম! দিবসে যখন তুমি গোচারণে বনে বনে পর্য্যটন কর, তখন তোমাকে না দেখিয়া প্রাণিদিগের ক্ষণার্দ্ধকালও যুগবৎ সুদীর্ঘ বলিয়া প্রতিভাত হয়, আবার যখন তোমার দর্শন হয়, তখন তোমার বক্র কুন্তল ও সুন্দর বদন

কৃদৃশাম্ ॥' **বেণুমাধুর্য্যং** যথা তত্রৈব ( ১০।৩৫।১৫ )—'সবন
স্তদুপধার্য্য সুরেশাঃ শক্রশর্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ। কবয় আন
কন্ধরচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ ॥' **রূপমাধুর্য্যং** যথা তত্রৈ
(১০।২৯।৪০)—'কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তমূর্চ্ছিতেন সম্মোহিতা
চরিতান্ন চলেত্রিলোক্যাং। ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপ
যদ্ গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥' ইতি ॥ ১৩ ॥

ব্রজেঽপি স্বাভাবিকপ্রকাশাদ্দাসাভিমানিনাং সম্বন্ধে তস্
প্রকাশাতিশয়ং পর্য্যালোচ্য গোবিন্দস্য চরণ-কমলয়োঃ প্রেমসে

---

অবলোকন করিতে গিয়া নিমেষের ব্যবধানও অসহ্য-বোধে তাঁহা
চক্ষুর পলকসৃষ্টিকারী বিধাতাকে জড় ( অবিবেচক ) বলিয়া গণনা করে
(৩) **বেণুমাধুরী** ( ১০।৩৫।১৫ ) হে সতি যশোদে ! তোমার পুত্র শ্রীকৃ
স্বরজাতি প্রভৃতির উন্নয়নে বেণুবাদন করিতে থাকিলে স্বয়ং কবি
সঙ্গীতজ্ঞ হইয়াও ইন্দ্র, রুদ্র ও ব্রহ্মাদি দেবগণ মন্দ্র, মধ্য ও তার-স্বো
সেই স্বরালাপ-শ্রবণে পুলকিত হৃদয়ে অবনত-মস্তকে উহার স্বরূপ-নির্ণ
অসমর্থতা বিধায় বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। (৪) **রূপমাধুরী** ( ১০।২৯।৪
হে কৃষ্ণ ! এই ত্রিভুবনে এমন কোন্ নারী আছে, যে তোমার কলপ
( মধুর ও অস্ফুটধ্বনি ) সম্বলিত দীর্ঘ মূর্চ্ছিত- ( স্বরালাপ ) যুক্ত বে
গানে বিমোহিত হইয়া এবং ত্রৈলোক্য-সৌভাগ্য-সূচক এই রূপ দ
করিয়া পাতিব্রত্যে তিলাঞ্জলি না দেয় ? যেহেতু সেই গীত ও
শ্রবণ দর্শনে গো, মৃগ, পক্ষী ও বৃক্ষগণ পর্য্যন্ত পুলকাঞ্চিত হ
থাকে ॥ ১৩ ॥

আবার ব্রজেও তাঁহার স্বাভাবিক প্রকাশ হইতেও দাস্যরসাভিমা
ভক্তদের সম্বন্ধে প্রকাশাতিশয্য পর্য্যালোচনা করিয়া গোবিন্দের চরণকম



সাধ্যেতি নোক্তং।' তচ্চ তাদৃক্‌প্রকাশবিশেষানুভবিনো ব্রহ্মণঃ প্রার্থনাতোঽবগম্যতে। তদ্ যথা—শ্রীদশমে ( ১৪।৩০ ) 'তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্। যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ॥'ইতি। অত্র হি বৎসপালান্বেষণসময়ে দৃষ্টস্যৈকাকিন কৃষ্ণস্য স্বাভাবিক-প্রকাশাৎ স্তুতি-সময়ে পরিচরতাং দাসানাং সংসর্গে প্রকাশাধিক্যং দৃষ্ট্বা ভবজ্জনানাং মধ্যে একোঽপি যঃ কশ্চিদপি ভূত্বা তব পাদপল্লবং নিষেব ইত্যুক্তং, অন্যথা তব পাদপল্লবং নিষেব ইত্যেবম্মাত্রমুক্তং স্যাৎ। অনুভবসিদ্ধঞ্চৈতৎ—যথা কশ্চিদ্ রাজা রাজপুত্রো বা যদা কদাচিল্লোকতত্ত্ব-জিজ্ঞাসার্থমেকাকী পর্য্যটতি ; যদা চ স্বস্থান-

---

প্রেমসেবাই সাধ্য—এই কথাও মূলশ্লোকে বলা হয় নাই। দাসগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশাতিশয়-সম্বন্ধে ঐ প্রকাশ-অনুভবকারী ব্রহ্মার প্রার্থনা-বাক্যই জানাইতেছে — ( ভাগ ১০।১৪।৩০ ) 'যেহেতু তোমার চরণকমলের প্রসাদ ব্যতীত কেহই তোমার তত্ত্ব জানিতে পারে না, সুতরাং হে নাথ ! এই ব্রহ্মজন্মে কিম্বা অন্য কোনও পশু-পক্ষি-জন্মে আমার সেই মহাভাগ্য উদিত হউক, যাহাতে তোমার ভক্তগণ-মধ্যে যে-কোনও এক ( নিকৃষ্ট ) দেহে তোমার পাদপল্লব সেবা করিতে পারিব।' এই স্থলে বৎসপালান্বেষণ-কালে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক দৃষ্ট একাকী কৃষ্ণের স্বাভাবিক প্রকাশ হইতেও স্তুতিকালে পরিচর্য্যারত দাসগণ-সঙ্গে বিরাজমান কৃষ্ণের প্রকাশাতিরেক দর্শন করিয়াছেন বলিয়াই ব্রহ্মা প্রার্থনা করিলেন যে, তোমার দাসগণ-মধ্যে যে কোনও একজন হইয়াও যেন তোমার চরণ-সেবা পাই। অন্যথা ( দাসগণ-সঙ্গে প্রকাশাধিক্য না দেখিলে ) তোমার পাদপদ্ম সেবা করিব—কেবলমাত্র এই প্রার্থনাই করিতেন।

স্থিতো দাসাদিভিঃ পরিচর্য্যমাণো ভবতি, তদা স এবাস্য ইবাবভাতি। নন্বু 'তাবৎ সর্বে বৎসপালাঃ পশ্যতোঽজস্য তৎক্ষণাৎ। ব্যদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ পীতকৌশেয়বাসসঃ॥' (১০।১৩।৪৬) ইত্যাদ্যৈশ্চায়মপি পঞ্চমো গুণঃ কথং সাধারণঃ স্যাদিতি চেন্ন, তস্য শ্রীনারায়ণাদি-সাধারণগুণস্যাবিচিন্ত্যমহাশক্ত্যাখ্যস্য দিব্যাস্বর্গাদিকর্ত্তৃত্বলক্ষণভেদ-বিশেষত্বাৎ। তথাহি 'তাবৎ সর্বে বৎসপালাঃ' ইত্যাদিকং সংগৃহ্য তত্রৈবোদাহৃতমাকরে [ ভ, র, সি, দক্ষিণ ১।৭১ ]—"আসীচ্ছায়া-দ্বিতীয়ঃ প্রথমমথ বিভু র্বৎসডিম্ভানশেষান্। স্বাংশাংশেনাশু কৃত্বা

---

ইহা ত' অনুভব-সিদ্ধও বটে—যেমন কোনও রাজা বা রাজপুত্র লোকতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিবার উদ্দেশ্যে কখনও একাকী পর্য্যটন করেন, আবার যখন তিনি নিজ রাজপ্রাসাদে উপবিষ্ট হইয়া ভৃত্যগণ-কর্ত্তৃক সেবিত হইতে থাকেন, তখন পূর্ব্বাবস্থ রাজা বা রাজকুমার হইতে অন্যবৎ প্রতিভাত হয়েন।

**আশঙ্কা**—'ব্রহ্মা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যখন ভাবিতেছিলেন, তখনই কৃষ্ণস্বরূপভূত বৎসগণ ও বালকসকল দর্শনকারী ব্রহ্মাকে অনাদর করিয়া মেঘশ্যামল ও পীতবসনধারী স্বরূপে ব্রহ্মার দৃষ্টিপথে প্রতিফলিত হইলেন।' ইত্যাদি বাক্যে [ বহু মূর্ত্তিতে যুগপৎ বর্ত্তমানত্ব-রূপ ] এই গুণটী পঞ্চম অসাধারণরূপে কেন গৃহীত না হইয়া সাধারণ বলিয়া গণ্য হইবে? **উত্তর**—এই কথা বলিতে পার না, যেহেতু 'অবিচিন্ত্যমহাশক্তি' নামক যে গুণটি শ্রীনারায়ণাদির সহিত সাধারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহারই অবান্তর ভেদবিশেষরূপে এই দিব্যাস্বর্গাদি কর্ত্তৃতার লক্ষণ বলা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত 'তাবৎ সর্বে বৎসপালাঃ এই শ্লোকটির সার সংগ্রহ করিয়াই রসামৃতে উদাহরণ-বাক্য দিতেছেন—



পরমপুরুষতাযোগ্যরূপানমূংশ্চ। ভূবঃ কপ্তৈস্তুঃ সতত্বৈঃ সগণ-বিধিগণৈরপ্যজাণ্ডৈরখণ্ডৈঃ প্রত্যেকং সেব্যমানানকৃত লঘুতরং যঃ প্রপদ্যে তমীশম্॥" ইতি॥ ১৪॥

এবং সত্যপি দাসাপেক্ষয়া সখীনাং প্রেমাধিক্যাৎ তৎসম্পর্কেণ চ তস্য প্রকাশাধিক্যাদ্ ব্রজভৃত্যসেব্যস্য চরণকমলয়োঃ প্রেমসেবা সাধ্যেতি নোক্তং। তদ্ যথা শ্রীদশম (১২।১১) এব—'ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন। মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥' ইতি—অত্র 'দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন' ইত্যনেন দাসানাং সম্ভ্রমাত্মিকা প্রীতিরুক্তা।

---

'নরলীলাপ্রবৃত্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ একাকী ছিলেন, তৎপরে শীঘ্রই নিজের অংশাংশে নিখিল বৎস ও বালকাদির রচনা করিলেন এবং পুনরায় ঐ বৎসবালক সকলকে পরমপুরুষোচিত চতুর্ভুজ করিলেন, পুনর্ব্বার স্বয়ংকৃত তত্ত্বাদি সপরিকর ব্রহ্মাদি দেবগণ ও অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডগণকর্ত্তৃক তাঁহাদের প্রত্যেককে সুচারুভাবে সেবিত করিলেন। সেই ঈশ্বর কৃষ্ণেরই শরণ গ্রহণ করিলাম॥ ১৪॥

স্বাভাবিক প্রকাশাপেক্ষা দাসগণ-সেবিত শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশাতিশয্য সিদ্ধ হইলেও আবার দাসগণ হইতেও সখাগণের প্রেমাধিক্য-হেতু এবং তাহাদের সংসর্গে শ্রীকৃষ্ণেরও প্রকাশাধিক্য-বশতঃ ব্রজভৃত্যসেব্য কৃষ্ণের চরণকমলে প্রেমসেবা সাধ্য—এই উক্তি হয় নাই। (ভাগ ১০।১২।১১) এতদ্বিষয়ে প্রমাণ—'শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবিধ ক্রীড়াপরায়ণ, অতএব মহামহা-সুকৃতিশালী গোপবালকগণ—জ্ঞানিদের নিকট ব্রহ্মসুখানুভব-স্বরূপ, দাস্যরসিক ভক্তের নিকট পরদেবতাস্বরূপ ও মায়াশ্রিত কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের নিকট নরবালকরূপে প্রতিভাত—শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার

ব্রজসম্বন্ধিদাসানাং পারমেশ্বরজ্ঞানাভাবেঽপি ব্রজেশ্বর-নন্দনন্দনত্বপ্রভুতাজ্ঞানমস্ত্যেব। 'সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ' ইত্যনেন 'উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ' (১০।১৮।২৪) ইত্যাদিনা চ সখীনামযন্ত্রণাত্মিকা প্রীতিরুক্তা। তচ্চাযন্ত্রণা প্রীতেবৈশিষ্ট্যং বিনা ন ঘটতে, বর্ণিতশ্চ প্রেমবিশেষস্তেষাং শ্রীশুকেন যথা—'কৃষ্ণং মহাবকগ্রস্তং দৃষ্ট্বা রামাদয়োঽর্ভকাঃ। বভূবুরিন্দ্রিয়াণীব বিনা প্রাণং বিচেতসঃ॥' (১০।১১।৪৯) ইত্যাদৌ। তৎ-সম্পর্কেণ তৎপ্রকাশাধিক্যং যথা তত্রৈব (১০।১৩।১১)—

---

করিতে লাগিলেন।' এই শ্লোকের 'দাস্যাশ্রিত ভক্তগণের পরদেবতা' বলিতে দাসগণের সম্ভ্রমাত্মিকা (গৌরবময়ী) প্রীতি উক্ত হইয়াছে। ব্রজের দাসগণের পরমেশ্বরত্ব জ্ঞান না থাকিলেও কিন্তু ব্রজেশ্বর নন্দ মহারাজের নন্দন (পুত্র) বলিয়া শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহাদের প্রভুতাজ্ঞান আছেই। 'সেই সুকৃতিশালী গোপবালকগণ তাঁহার সহিত বিহার করিয়াছেন', 'ভগবান্ কৃষ্ণ খেলায় পরাজিত হইয়া শ্রীদামকে স্কন্ধে বহন করিয়াছেন।' ইত্যাদি বচন-বলে বুঝা যায় যে সখাদের প্রীতিতে সঙ্কোচবুদ্ধি নাই। এই সম্ভ্রমবুদ্ধিরাহিত্য প্রীতির বিশেষত্ব বিনা সংঘটিত হয় না; শ্রীশুকদেবও তাঁহাদের প্রেমবিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা (১০।১১।৪৯)—রামাদি গোপালগণ শ্রীকৃষ্ণকে মহাবকাসুর কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ উহার বিনাশে সমর্থ হইলেও এবং শ্রীকৃষ্ণের কোনও অনিষ্টপাত হইবে না জানিয়াও অতুল সখ্যাবেশে ব্যাকুলতা-প্রযুক্ত সর্ব-জ্ঞান-ক্রিয়াশক্তি হারাইয়া প্রাণাভাবে ইন্দ্রিয়গণের নিশ্চেষ্টতার ন্যায় অচেতন হইলেন। গোপালগণের সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশাধিক্য—যথা (১০।১৩।১১)



'বিভ্রদ্বেণুং জঠরপটয়োঃ শৃঙ্গবেত্রে চ কক্ষে
বামে পাণৌ মসৃণকবলং তৎফলান্যঙ্গুলীষু।
তিষ্ঠন্মধ্যে স্বপরিসুহৃদো হাসয়ন্নর্মভিঃ স্বৈঃ
স্বর্গে লোকে মিষতি বুভুজে যজ্ঞভুগ্‌বালকেলিঃ॥'

তথা—'শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-
ধাতুপ্রবালনটবেষমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসম্॥'

---

সর্বযজ্ঞভোক্তা (অথবা যিনি কোনও যজ্ঞই স্বীকার করেন না)—শ্রীকৃষ্ণ লৌকিক বালকের ন্যায় বাল্যলীলাবেশে বালকগণের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট হইয়া ভোজন করিবার সময়ে উদর ও পরিধেয় বসনের মধ্যস্থলে বেণু, বামকক্ষে শৃঙ্গ (শিঙ্গা) ও বৎসতাড়নবেত্র, বামহস্তে দধিমিশ্রিত অন্নের বৃহৎকবল, এবং বামহস্তের অঙ্গুলির সন্ধিসমূহে তৎকালোচিত ফল (আচারাদি) ধারণ করিয়া নিজের চতুর্দিকে মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট বয়স্যদিগকে বিবিধ পরিহাসবাক্যে হাসাইতেছেন। তখন দেবতাগণ বিস্মিত হইয়া ঐ লীলা দর্শন করিতে লাগিলেন। (১০।২৩।২২) গোপগণে পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশমাধুরী—"তাঁহার বিগ্রহ শ্যামবর্ণ, পরিধানে পীতবস্ত্র, বনমালা, ময়ূরপুচ্ছ, গৈরিকাদি ধাতু ও প্রবাল (পল্লব) সমূহের ধারণে নটবৎ বেশ; তিনি পার্শ্ববর্ত্তী কোনও বয়স্যের স্কন্ধে বাম হস্ত স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্তে লীলাকমল ঘুরাইতেছেন—তাঁহার কর্ণদ্বয়ে উৎপল, কপোলদ্বয়ে অলকাবলী এবং মুখকমলে মৃদুমন্দ হাস্য।"

(১০।২৩।২২) ইতি আত্মারামেণাপি মুনিনা সাশ্চর্য্যং বর্ণিতত্ত্বা
পূর্ব্বোক্তপ্রকাশাদস্য মনোহরত্বং গম্যতে ॥ ১৫ ॥

সখিভ্যোঽপি গুরূণাং প্রেমাতিরেকাৎ তৎসম্বন্ধেন তৃ
পূর্ব্বোক্তপ্রকাশাধিক্যমালোচ্য ব্রজবয়স্যগোষ্ঠী-বিভূষণস্য চর
কমলয়োঃ প্রেমসেবা সাধ্যেতি নোক্তং। তদ্ যথা তত্রৈ
(১০।৯।১৮) 'স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ। দৃষ্ট্বা পরিশ্রম
কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে ॥' অত্র হি বন্ধন-ক্রিয়য়া ব্রজেশ্বর্য্যা অনু
কম্পিকাত্বং শ্রীকৃষ্ণস্য চানুকম্প্যত্বং জ্ঞাপ্যতে। তচ্চ মমতাতিশয়
বিনা ন ঘটেতেতি। পূর্ব্বত্র তু 'সার্দ্ধং বিজহ্রু'রিত্যাদাবুভয়োঃ সম

---

এই সব শ্লোক আত্মারাম শ্রীশুকমুনি-কর্ত্তৃকও আশ্চর্য্যভাবে বর্ণি
হওয়ায় বলিতে হইবে যে পূর্ব্বোক্ত দাস্যরসাশ্রিত ভক্তসান্নিধ্যে
প্রকাশ হইতেও এই সখ্যরসাশ্রিত ভক্তগণের সমীপের প্রকাশে
সমধিক মনোহরণ হইতেছে ॥ ১৫ ॥

আবার সখাগণ হইতেও মাতা পিতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রেমাতিশা
বশতঃ তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত সখ্যরসময় প্রকাশ-পর্য্যা
লোচনায় ব্রজবয়স্যগোষ্ঠী-বিভূষণ কৃষ্ণের চরণকমলে প্রেমসেবা সাধ্য—
এই উক্তিও মূলে নাই। গুরুগণের প্রেমাতিশয়-বিষয়ে প্রমাণ যথা—
( ১০।৯।১৮ ) 'জননীর কলেবর স্বেদযুক্ত, কেশবন্ধন স্খলিতমাল্য এবং
তাঁহাকে মহা পরিশ্রান্ত দেখিয়া কৃপাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বন্ধন গ্রহণ
করিলেন।' এই দামবন্ধন-লীলায় ব্রজেশ্বরীকে অনুকম্পিকা ( কৃপা-
কারিণী ) এবং শ্রীকৃষ্ণকে অনুকম্প্য- ( দয়াপাত্র ) রূপে জানাইতেছে।
এই অনুগ্রাহ্য-অনুগ্রাহকভাবটি মমতাতিশয় ব্যতিরেকে সম্ভবপর নহে।



ত্যৈবোপলম্ভাত। অতো মমতাধিক্যাৎ প্রেমাধিক্যং স্পষ্টমেব।
অতএব শ্রীশুকেনাপি তস্যা মাহাত্ম্যং সচমৎকারমেব বর্ণিতং যথা
(১০।৯।২০)—'নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥' রাজ্ঞাপি তথৈব
পৃষ্টং (১০।৮।৪৬-৪৭) 'নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ং।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ ॥' পিতরৌ নান্ব-
বিন্দেতাং কৃষ্ণোদারার্ভকেহিতং। গায়ন্ত্যদ্যাপি কবয়ো যল্লোক-
শমলাপহম্ ॥' ইতি ; তৎসম্বন্ধেন তস্য প্রকাশবিশেষো যথা তত্রৈব
(১০।৯।১১) 'কৃতাগসন্তং প্ররুদন্তমক্ষিণী কষন্ত মঞ্জন্মষিণী স্বপাণিনা।

---

পূর্ব্বত্র সখ্যরসের পরস্পরক্রীড়াদিতে উভয়ের সমতাই উপপন্ন হইতেছে ;
কিন্তু এইস্থলে মমতাধিক্য-বশতঃ প্রেমাধিক্যও স্পষ্টই সিদ্ধ হইল।
শ্রীশুকদেবও এইজন্য মা যশোদার মাহাত্ম্য-চমৎকৃত হইয়াই বর্ণনা
করিয়াছেন। (১০।৯।২০) 'কাহাকেও মুক্তি, কাহাকেও বা বৈকুণ্ঠাদি-
লোক-প্রাপণরূপ বিমুক্তি-দানকারী শ্রীকৃষ্ণ হইতে গোপী যশোদা যে
প্রসাদ লাভ করিয়াছেন, তাহা পুত্র ব্রহ্মা, আত্মস্বরূপ শিব এবং নিত্য-
বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীও লাভ করেন নাই।' রাজা পরীক্ষিতও চমৎকৃত
হইয়াই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—(১০।৮।৪৬) "গোপরাজ নন্দ মহাপুণ্যজনক
এমন কি মঙ্গল কার্য্য করিয়াছেন, যাহাতে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে
প্রাপ্তি করিলেন ? আর মহাভাগ্যবতী যশোদাই বা কি পুণ্যানুষ্ঠান
করিয়াছেন, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ পুত্ররূপে তাঁহার স্তন্যপান করিয়াছেন ?"
( ৪৭ ) শ্রোতৃবর্গের ও বক্তৃগণের নিখিল কল্মষনাশন শ্রীকৃষ্ণের যে উদার
বাল্যলীলা অদ্যাপিও কবি-(জ্ঞানি) গণ গান করেন, যাহা পিতা ( বসুদেব )
ও মাতা (দেবকী)ও অনুভব করিতে পারেন নাই —সেই বাল্যলীলা তাঁহারা

উদ্বীক্ষমাণং ভয়বিহ্বলেক্ষণং হস্তে গৃহীত্বা ভীষয়ন্ত্যবাগুরং অবাগুরং অভৎ সয়ৎ। অস্তৈব প্রকাশস্তানুবাদো যথা কুন্তীস্তবে (১।৮।৩১) 'গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসি দাম তাবদ্ যা তে দশাশ্রু কলিলাঞ্জনসম্ভ্রমাক্ষম্। বক্ত্রং নিনীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য সা মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্বিভেতি॥" ইতি—অত্র 'ভয় বিহ্বলাক্ষম্' ইত্যনেন 'ভয়ভাবনয়া' ইত্যনেন চ ভয়স্য বাস্তবত্বমুক্তং তেনাত্যন্তলীলাবেশাৎ পূর্বস্মাৎ প্রকাশাদস্য প্রকাশাতিমনোহরত্ব

কি পুণ্যপুঞ্জবলে সদাকাল আস্বাদন করিয়াছেন?" বাৎসল্য রসাশ্রিত ভক্তসংস্পর্শে তাঁহার প্রকাশ-বিশেষ, যথা (১০।৯।১১)—'কৃতাপরাধ শ্রীকৃষ্ণ ক্রন্দন করিতে করিতে নিজহস্ত-দ্বারা নেত্রদ্বয় মর্দন করিলে তাহাতে নেত্রকজ্জল ইতস্ততঃ প্রসৃত হইল; যশোদা পুত্রকে ভয়বিহ্বল নেত্র ও ঊর্দ্ধদৃষ্টিসম্পন্ন দেখিয়া হস্তধারণপূর্বক ভয়োৎপাদন করিয়া তিরস্কার করিলেন।' এই প্রকাশেরই অনুবাদ-স্বরূপে কুন্তীদেবী বলিয়াছেন—(১।৮।৩১) "হে কৃষ্ণ! তুমি দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়া অপরাধ করিলে গোপী যশোদা তোমাকে বন্ধন করিতে রজ্জু গ্রহণ করিয়াছিলেন—সে সময় তোমার যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া আমি বিমোহিত হইতেছি। মাতাকে দেখিয়া তোমার লোচন ভয়ব্যাকুল এবং তত্রস্থ অঞ্জনও অশ্রুধারায় মিশিয়া গিয়াছিল; অহো! যে ভয় তোমা হইতেই ভয় পায়, তুমি কিনা সেই ভয়ের ভাবনায় অধোবদন হইয়া অবস্থান করিয়াছ!!" পূর্ব শ্লোকে 'ভয়-বিহ্বলাক্ষ' এবং এই শ্লোকে 'ভয়-ভাবনা' এই দুই পদদ্বারা ভয়ের বাস্তবতাই প্রমাণীকৃত হইল, তাহাতেই আবার অত্যন্ত লীলাবেশবশতঃ পূর্ব সখ্যরসাশ্রিত প্রকাশ হইতেও অত্রত্য (বাৎসল্যরসের) প্রকাশ অতি মনোহর বলি



ম্যতে। নম্বু 'ততো বৎসানদৃষ্ট্বেত্য পুলিনেঽপি চ বৎসপান্। উভাবপি বনে কৃষ্ণো বিচিকায় সমন্ততঃ॥' (১০।১৩।১৬) ইত্যাদৌ পূর্বত্রাপি লীলাবেশো দৃশ্যতে; সত্যং, লীলাবেশ স্তত্র নাস্তীতি কো মূর্খো ব্রূতে, অপি তু 'ভয়ভাবনয়া' ইতিবৎ তত্র মানসাবেশস্যা-শ্রবণাদাবেশতারতম্যং ক্রমঃ॥ ১৬॥

ইতোঽপি মধুররসে তস্য লীলাবেশাতিরেকো দৃশ্যতে। যথা বিষ্ণুপুরাণে—'গোপী-কপোল-সংশ্লেষমভিপত্য হরে ভুজৌ। পুল-কোদ্গম-শস্যায় স্বেদাম্বুঘনতাং যযৌ॥' ইতি। অত্র হি সাত্ত্বিকভাব-বর্ণনাদত্যন্তাবেশো গম্যতে। এতাদৃশাদপি গুরুবর্গাদ্ গোপীনাং

...নাইতেছে। **আশঙ্কা**—(১০।১৩।১৬) 'তারপরে শ্রীকৃষ্ণ পর্বতাদি স্থানে বৎসগণকে দেখিতে না পাইয়া এবং পুনর্বার পুলিনে আসিয়া গোপালদিগকেও না দেখিয়া সমগ্র বনমধ্যে বৎস ও বালকাদিগের অন্বেষণ করিয়াছিলেন।' এই উক্তিতে পূর্বত্র (সখ্যরসে)ও লীলাবেশ বেশ দেখা যাইতেছে; [তবে কেন বাৎসল্যেই কেবল লীলাবেশের কথা উঠিল? ] **উত্তর**— সত্যই বটে, সখ্যরসে লীলাবেশ নাই—এই কথা কোন্ মূর্খ বলে? কিন্তু 'ভয়ভাবনাদিতে' যে প্রকার মানস আবেশ দেখা গিয়াছে, তদ্রূপ আবেশ পূর্বস্থলে শুনা যায় না; কাজেই উভয় স্থলে আবেশ-তারতম্য স্বীকৃত হইল। ১৬॥

বাৎসল্যরস হইতেও মধুর রসে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবেশাতিরেক দেখা যায়। প্রমাণ (বিষ্ণুপুরাণে)—'গোপীর গণ্ডদেশ স্পর্শ করিয়া শ্রীহরির ভুজদ্বয় পুলকোদ্গমরূপ শস্যবৃদ্ধির জন্য স্বেদজলরূপ মেঘত্ব প্রাপ্ত হইল অর্থাৎ পুলকাশ্রু-ভূষিত হইল। এই শ্লোকে সাত্ত্বিক-ভাব-বর্ণনা হওয়ায় অত্যন্ত আবেশই বুঝা যায়। এই প্রকার (অনুগ্রাহ্য-অনুগ্রাহক

প্রেমাতিশয়মালক্ষ্য তৎসম্বন্ধেন তস্য চ প্রকাশাতিশয়ং পর্য্যা
যশোদানন্দনস্য চরণকমলয়োঃ প্রেমসেবা সাধ্যেতি নোক্তং।
তাসাং প্রেমাতিশয়ঃ স্বমুখেনৈব বর্ণিতঃ শ্রীভগবতা যথা শ্রী
( ৩২।২২ )—'ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বি
ষাপি বঃ। যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ
যাতু সাধুনা॥' ইত্যাদৌ বহুত্র; তৎসম্বন্ধেন শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশ
শক্তো যথা তত্রৈব (১০।৩২।১৪)—'চকাস গোপী-পরিষদ্গতোঽর্চ্চি
ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপু দধৎ।' ইতি 'তত্রাতিশুশুভে তা

---

ভাবময় ) গুরুবর্গ হইতেও গোপীদের প্রেমাতিশয় বিবেচনা ক
এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে ইহারও প্রকাশাতিশয় পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক য
নন্দনের চরণকমলে প্রেমসেবা সাধ্য—এই কথা বলা হয় নাই। গোপী
প্রেমাতিশয়-বর্ণনা শ্রীভগবান্ নিজমুখেই করিয়াছেন, যথা ( ১০।৩২
'হে গোপীগণ! আমার সহিত তোমাদের যে প্রেমময় সংযো
যাহার জন্য তোমরা দুর্জ্জর ( দুশ্ছেদ্য ) গৃহশৃঙ্খল ( ঐহিক, পার
যাবতীয় লোকধর্ম্মমর্য্যাদা ) উল্লঙ্ঘন করিয়া আমাকে ভজনা করিয়া
তাহার প্রতিদানের জন্য আমি দেব-পরিমিত আয়ুষ্কাল লাভ করি
বিন্দুমাত্র শোধ দিতে পারিব না, অতএব তোমাদের সাধুকৃত্য-
তাহার বিনিময় হউক অর্থাৎ আমি তোমাদের প্রেমের ঋণী রহি
ইত্যাদি বহুস্থলেই গোপীদের প্রেমমহিমা মুক্তকণ্ঠে সঙ্গীত হইয়া
গোপী-সম্বন্ধে তাঁহারও প্রকাশাতিশয় যথা—( ১০।৩২।১৪ ) ত্রৈলো
লক্ষ্মীর ( প্রাকৃত-অপ্রাকৃত নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় শোভাসম্প
একমাত্র আশ্রয়ভূত বপু ধারণ করিয়া গোপীসভায় আসনে উপ
পূর্ব্বক ব্রজাঙ্গনাগণে পরিবৃত হইয়াও তাঁহাদের কর্ত্তৃক সম্মানিত



গবান্ দেবকীসুতঃ' (১০।৩৩।৬) ইতি চ তাস্বপি শ্রীরাধিকায়াঃ
প্রমাতিরেকং তৎসম্বন্ধেন চ তস্য শোভাতিরেকমনুভূয় গোপীকান্ত-
রণকমলয়োঃ প্রেমসেবা সাধ্যেতি নাভ্যধায়ি। তত্র তস্যাঃ
প্রমাতিরেকং যথা বাসনাভাষ্যধৃতাগ্নেয়বচনে—'গোপ্যঃ পপ্রচ্ছু-
ষসি কৃষ্ণানুচরমুদ্ধবং। হরিলীলা-বিহারাংশ্চ তত্রৈকাং রাধিকাং
বনা। রাধা তদ্ভাব-সংলীনা বাসনায়া বিরামিতা॥' ইতি তস্যা হৃদি
স্ফূর্ত্তা। যা প্রশ্নাদি-বাসনা তস্যাঃ সকাশাদ্ বিরামিতা বিরতেত্যর্থঃ।
মূর্চ্ছাং প্রাপ্তত্বাৎ প্রশ্নাদাবসমর্থা জাতেত্যর্থঃ। তৎসম্বন্ধেন তস্য
প্রকাশাতিশয়ো যথা ঋক্‌পরিশিষ্টীয়শ্রুতৌ—'রাধয়া মাধবো দেবো
মাধবেনৈব রাধিকা' ইতি। এবকারস্য প্রত্যেকং সম্বন্ধঃ, ততশ্চ

---

তিনি শোভা বিস্তার করিয়াছেন।' ( ১০।৩৩।৬ ) 'ব্রজসুন্দরীগণে
পরিবেষ্টিত দেবকী ( যশোদা )-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ সেই রাসস্থলীতে সাতিশয়
শোভা পাইতে লাগিলেন।' আবার গোপীগণের মধ্যেও শ্রীরাধিকার
প্রেমাতিশয্য এবং তাঁহার সংস্পর্শে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাতিশায়ি-শোভাতিরেক
অনুভব করিয়া শ্রীগোস্বামিপাদ গোপীকান্তের চরণকমলের প্রেমসেবাই
সাধ্য এই কথাও বলেন নাই। শ্রীরাধার প্রেমাতিশয্য-বিষয়ে বাসনা-
ভাষ্যে ধৃত অগ্নিপুরাণের বচনই প্রমাণ—"একমাত্র রাধা ব্যতীত অন্যান্য
গোপীগণ কৃষ্ণদূত উদ্ধবকে হরিলীলা-বিহারাদির প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা করিলেন;
রাধা কিন্তু তদ্ভাবে সংলীনা হইয়া প্রশ্নাদি-বাসনা হইতে বিরত হইয়াছিলেন
অর্থাৎ মূর্চ্ছিত হওয়ায় প্রশ্নাদি করেন নাই।" শ্রীরাধাসঙ্গে তাঁহার
প্রকাশাতিরেক ঋক্‌পরিশিষ্টে উক্ত আছে—'রাধার সহিত মাধব এবং
মাধবের সাহচর্য্যে রাধা শোভিত হন।' মূল শ্লোকস্থ 'এবকার' 'রাধয়া'

'রাধয়ৈব ভ্রাজতে' ইত্যন্যযোগব্যবচ্ছেদ আয়াতমস্ত প্রভ
নিরতিশয়ত্বং ॥ ১৭ ॥

দাস্যরত্যাদিষু যথোত্তর-শ্রেষ্ঠত্বে যুক্তয়শ্চ যথা—দাস্য
ভাবরূপা বীজনতাম্বূলার্পণাদ্যা দাস্যক্রিয়াঃ সখ্যরত্যনুভ
সখিষু লভ্যন্তে। যুদ্ধে নির্জ্জিতীকরণং বস্ত্রে ধৃত্বাকর্ষণং হস্ত
প্রসঙ্গাদি সখিক্রিয়াস্তু দাস্যেষু নোপলভ্যন্তে। অতো দাস
ক্রিয়াণাং সখ্যরতৌ সম্ভাবাৎ সখ্যরতিক্রিয়াণাং চ দাস্যরত্যাম
তদপেক্ষয়া সখ্যরতিঃ শ্রেষ্ঠা। এবং দাস্যসখ্যরত্যোঃ ক্রিয়া বা
রত্যাবুপলভ্যন্তে, তৎসুখেঽপ্যনিষ্টশঙ্কন-হিতাহিতোপদেষ্টৃত্বভো
পানেত্যাদ্যা বাৎসল্যরতিক্রিয়া ন তয়োঃ; অতস্তদপেক্ষয়া বাৎ

---

এই পদের সহিত সম্বন্ধ করিতে হইবে, তাহা হইলে 'রাধার দ্বা
তিনি সাতিশয় শোভা পান—এই অর্থবলে এবকারে অন্যযোগ-ব্য
অর্থাৎ অন্যান্য গোপী হইতেও শ্রীরাধাসঙ্গেই নিরতিশয় শোভা
হইয়া থাকে—ইহাই সংসূচিত হইল। ১৭ ॥

দাস্যরতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ যে শ্রেষ্ঠতা প্রতি
হইল, তাহার সম্বন্ধে যুক্তি এই—দাস্যরতির অনুভাবরূপ চামরাদি
তাম্বূলার্পণ ইত্যাদি দাস্যরসোচিত ক্রিয়া সখ্যরতির অনুভা
সখাগণেও দেখা যায়। কিন্তু যুদ্ধে নির্জ্জয় করা, বসন ধরিয়া আ
হস্তাহস্তি এবং বাকোবাক্যাদি সখ্যরসোচিত ক্রিয়াকলাপ দাস্যে
হয় না। সুতরাং সখ্যরতিতে দাস্যরতির ক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত হওয়া
সখ্যরতির ক্রিয়া দাস্যরতিতে না থাকায় দাস্য অপেক্ষা সখ্যরতি
এইভাবে দাস্য-সখ্যের ক্রিয়া বৎসলরসে পাওয়া যায়, কিন্তু কৃষ্ণ



রতি শ্রেষ্ঠা। কিঞ্চ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃকরতেরপ্রতীতৌ দাস্যরতেরপুষ্টতা
ভবতি, সখ্যরতেস্তু তিরোভাব এব, বাৎসল্যরতিস্তু স্বল্পমপি গ্লানিং
ন ভজতে। অতোঽপি বাৎসল্যরতিঃ শ্রেষ্ঠা। তথৈব দাস্য-সখ্য-
বাৎসল্যরতীনাং ক্রিয়া মধুররতাবুপলভ্যন্তে, কটাক্ষ-ভ্রূক্ষেপাদ্যা
মধুররতিক্রিয়াস্তু ন তাসু। অত স্তাভ্যো মধুররতিঃ শ্রেষ্ঠা।
তত্রাপি তত্তৎক্রিয়াণাং রাধিকায়াং পরাকাষ্ঠাপন্নত্বাত্তস্যা রতিঃ
শ্রেষ্ঠা; তস্যাং তত্তৎক্রিয়াণাং পরাকাষ্ঠাপন্নত্বঞ্চ—'দেবী কৃষ্ণময়ী
প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী

---

অনিষ্টাশঙ্কা, হিতাহিত উপদেশ দান, ভোজন-পান ইত্যাদি বাৎসল্যরতি-
ক্রিয়া দাস্যসখ্যে নাই, অতএব দাস্যসখ্য হইতে বাৎসল্যই শ্রেষ্ঠ।
অপরদিকে, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক রতিবিষয়ে যদি অপ্রতীতি ( অজ্ঞান বা অনাদর )
থাকে, তবে দাস্যরতি পুষ্ট হয় না, সখ্যরতি ত' অন্তর্ধানই করে, কিন্তু
বাৎসল্যরতি বিন্দুমাত্রও গ্লানি সহ্য করে না অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারের
প্রতি নিরপেক্ষ হইয়াই বাৎসল্যরতির প্রবৃত্তি হয়; এইজন্যও বাৎসল্য-
রতি শ্রেষ্ঠ। আবার দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যরতির ক্রিয়া মধুর রতিতে
অন্তর্ভুক্ত থাকে, কিন্তু কটাক্ষ বা ভ্রূআকর্ষণ প্রভৃতি মধুর রতির ক্রিয়া
উহাদিগেতে নাই' অতএব উহাদিগ হইতে মধুররতি শ্রেষ্ঠা। তন্মধ্যেও
পুনরায় ঐ ঐ ক্রিয়াকলাপ রাধিকাতে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া
শ্রীরাধারতিই সর্বশ্রেষ্ঠা। এতদ্বিষয়ে প্রমাণ যথা— [ বৃহদ্গৌতমীয়ে ]
শ্রীরাধাদেবী ( দ্যোতমানা বা কৃষ্ণক্রীড়ানিকেতন ), কৃষ্ণময়ী ( সর্বত্র
কৃষ্ণস্ফূর্তিশীলা বা কৃষ্ণস্বরূপা ), রাধিকা ( কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্তিকারিণী ), সর্ব-
লক্ষ্মীময়ী ( সর্বলক্ষ্মীগণের আকর, কৃষ্ণের ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী,

পরেতি' বৃহদ্গোতমীয়-বচনে 'পরা সম্মোহিনী'ত্যনেন লজ্জা
তথা সর্বকান্তিরিত্যনেন সর্বলাবণ্যমুগ্ধাঙ্গী। সর্বাবয়বসুন্দরীতি
তস্যা ধ্যানান্তর্গত-তত্রান্তবচনেন চ 'যত্রাকৃতি স্তত্রগুণা' ই
স্যাৎ ॥ ১৮ ॥

নন্ু 'বেদঃ পুরাণং কাব্যঞ্চ প্রভুর্মিত্রং প্রিয়েব চ। বোধয়
মুমেবার্থং ত্রিবৃদ্ ভাগবতং পরমিতি' বোপদেবেন ( হরিলীলা
কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে' ইত্যত্র মম্মটভট্টেনাপি [ কাব্যপ্রকাশ ১।২
মিত্রাণামপি হিতাহিতোপদেষ্টৃত্বং দৃষ্টান্তিতমিতি চেন্ন, ত

সর্বসৌন্দর্য্যশালিনী ), সর্বকান্তি ( সর্ববাঞ্ছাময়ী ), সর্বমোহিনী ( কৃষ্ণমো
মোহিনী ) এবং পরা ( সর্বশ্রেষ্ঠা )। এই শ্লোকের 'পরা সম্মোহি
এই পদ হইতে শ্রীরাধাপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রতিপাদিত হইল। 'সর্বকা
শব্দে সর্বলাবণ্যমুগ্ধাঙ্গী ( সর্বলাবণ্যকর্তৃক মনোহর-অঙ্গশালিনী ) বুঝা
"লাবণ্যসারসর্বাঙ্গ-সর্বাবয়বসুন্দরীম্"ত্যাদি ধ্যানের এই বচনা
তাঁহারই রতি-পরাকাষ্ঠা সূচিত হইয়াছে, যেহেতু 'আকৃতি ( রূপ
শরীর )-অনুযায়ী গুণসমাবেশ হয়' এই নীতি-অনুসারে শ্রীরাধা সর্বাব
সুন্দরী হওয়ায় তাঁহাতেই নিখিল কল্যাণময় গুণরাজির সমাবেশ হইয়া
বুঝিতে হইবে ॥ ১৮ ॥

**আশঙ্কা**—'বেদ, পুরাণ ও কাব্য ক্রমশঃ প্রভু, **মিত্র** ও প্রিয়া (ভার্যা
বং তিন প্রকারে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগবত একাই ত্রিবিধরূপে ঐ অর্থ
( হিতাহিত প্রয়োজন ) নিরূপণই করে।' বোপদেবের ( হরিলীলার
শ্লোক ) এই উক্তিতে এবং কাব্যপ্রকাশে কাব্যফলনির্ণয়-প্রসঙ্গে—'
অর্থ-লাভ, ব্যবহার-জ্ঞান, মঙ্গল-লাভ, সদ্য পরমানন্দ-প্রাপ্তি এবং কান্ত



তত্রাভ্যর্হিতপুরাণদৃষ্টান্তেন মিত্রপদস্য পিতৃমাতৃজ্যেষ্ঠভ্রাত্রাদিবন্ধুপরত্বাবগমাৎ। কিঞ্চ—পূর্বরতিভ্য উত্তরোত্তররতিষু স্বরূপত এবাস্বাদবিশেষোঽনুভবসিদ্ধঃ। যদুক্তমাকরে [ ভ, র, সি, দক্ষিণ, স্থায়ী ২২]—'যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি। রতি র্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিদিতি।' অত্রাপি রাধিকায়া বাম্যস্বভাবত্বাত্তস্যা রতেরাস্বাদবিশেষোঽনুভবসিদ্ধ এব। তস্যা বাম্যত্বং চ ব্রতরত্নাকরধৃত-ভবিষ্যোত্তরবচনাৎ যথা—'তস্মিন্ দিনে চ ভগবান্ রাত্রৌ রাধাগৃহং যযৌ। সা চ ক্রুধা তমুদরে কাঞ্চীদাম্না ববন্ধ হ ॥

তুল্য উপদেশপ্রাপ্তি ইত্যাদি একমাত্র কাব্যালোচনায় পাওয়া যায়" মম্মটভট্টের এই বচনানুসারে মিত্রগণেরও হিতাহিতোপদেশদান-প্রসঙ্গ আছে বলিয়া উদাহৃত হইয়াছে। [ তবে কেন গুরুগণে এবং মধুররসের ভক্তগণেই কেবল হিতাহিতোপদেশদান-ক্ষমতা আছে বলা হইল ? ]

**উত্তর**—এই উক্তি সমীচীন নহে, যেহেতু সেই সেই স্থলে পূজিত পুরাণ-দৃষ্টান্ত দ্বারা মিত্রপদে পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি বন্ধু অর্থই সূচনা করিতেছে। আর এক কথা—পূর্ব-পূর্ব রতি হইতে পর-পর রতিতে স্বরূপতঃই আস্বাদবিশেষ পাওয়া যায়—ইহা অনুভবসিদ্ধ সত্য। রসামৃতেও উক্ত হইয়াছে—'পঞ্চবিধ রতির উত্তরোত্তর স্বাদাধিক্য থাকিলেও ভক্তবিশেষের বাসনাভেদে কোনও কোনও রতি স্বাদু বলিয়া বিবেচিত হয়।' এস্থলেও রাধিকার বাম্যস্বভাব বলিয়া তাঁহার রতিতে আস্বাদবিশেষ অনুভবসিদ্ধই। তাঁহার বাম্যস্বভাবের কথা ব্রতরত্নাকরে উদ্ধৃত ভবিষ্যপুরাণ উত্তরখণ্ড হইতে জানা যায়। 'একদা কার্ত্তিকমাসে পূর্ণিমায় নন্দালয়ে মহোৎসব হইতেছিল। সেইদিন রাত্রিযোগে ভগবান্ রাধার গৃহে গিয়াছিলেন। রাধা কুপিতা হইয়া তাঁহাকে নীবী দ্বারা উদরদেশে বন্ধন

কৃষ্ণস্তু সর্বমাবেদ্য নিজগেহমহোৎসবম্। প্রিয়াং প্রসাদয়ামাস
সা তমমোচয়দিতি।' তদেবং শ্রুতিযুক্ত্যনুভবৈরেব রাধিক
ভাবস্য সর্বোত্তমত্বং; তৎসম্বন্ধেন শ্রীকৃষ্ণস্য নিরতিশয়ত্বং সি
ইদমত্র তত্ত্বং—শ্রীকৃষ্ণস্য সৌন্দর্য্যাদিবত্তৎপ্রিয়জনপ্রেমাপি নিরব
অতো যথা যথা সম্বন্ধস্য সন্নিকর্ষতা, তদঙ্গসঙ্গাত্তনুশীলনং তথা
মমতা-প্রকর্ষেণ প্রেম্ণঃ প্রকর্ষতা; যথা যথা চ প্রেম্ণঃ প্রকর
তথৈব বাহ্যেঽপি তৎসৌন্দর্য্যাদি-প্রকাশস্য প্রকর্ষতেতি। তদু
নারদপঞ্চরাত্রে—"মণি র্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভি র্যুতঃ*
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥" ইতি॥ ১৯॥

---

করিলেন। কৃষ্ণ নিজের গৃহ-মহোৎসবের সকল বৃত্তান্ত নিবেদন ক
প্রেয়সীকে প্রসন্ন করিলেন এবং শ্রীরাধাও তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়াছে
এই ভাবে বিচার করিয়া দেখা গেল যে, শ্রুতিযুক্তি ও অনুভব
শ্রীরাধিকার ভাবই সর্বোত্তম এবং তাঁহারই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশাতিরে
সিদ্ধ হইল। তত্ত্বকথা এই—শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য প্রভৃতি যেমন অস
তদ্রূপ তাঁহার প্রিয়জনের প্রেমাও অসমোর্দ্ধ (বিবর্দ্ধিষ্ণু)। সুত
যেরূপ যেরূপ সম্বন্ধের সন্নিকর্ষতা এবং তাঁহার অঙ্গ-সঙ্গাদির অনুশীলন
ঠিক তদ্রূপই মমতাতিশয্যে প্রেমারও প্রকর্ষতা হইয়া থাকে। আর
যেমন যেমন প্রেমের উৎকর্ষ, তেমন তেমনই বাহিরেও শ্রীকৃষ্ণসৌন্দর্য্যা
প্রকাশাধিক্য হইয়া থাকে। শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রেও উক্ত হইয়াছে
'একই বৈদূর্য্যমণি যেমন আধারভেদে নীলপীতাদি নানাবর্ণে রঞ্জিত হই
ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ ভগবান্ অচ্যুতও ধ্যানভে
রূপভেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।' ১৯।

* 'নীলপীতবিভাগেন ব্যবস্থিতঃ' ইতি পাঠান্তরং।



নন্বু "সর্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহা তস্য পরাত্মনঃ। হানোপাদান-রহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ কচিৎ। পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্বশঃ। সর্বে সর্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্বদোষবিবর্জিতাঃ॥" ইতি মহাবরাহ-বাক্যাৎ সর্বেষামবতারাণাং তুল্যতাবগতেঃ কথমুক্তমংশাংশিত্বাদি-তারতম্যং সঙ্গচ্ছেত? কিঞ্চাবতারাবতারিণামৈক্যং নানাত্বং বা? আদ্যে তারতম্যং বিরুদ্ধং, দ্বিতীয়ে নানেশ্বরত্বাপত্তিঃ। তচ্চ সর্বশাস্ত্র-বিরুদ্ধং পরস্পরাশ্রয়ত্ব-(সম্মত্য) বিশিষ্টৈককার্য্যানুৎপত্তেঃ। কথং বা 'মণির্যথে'ত্যাদিনা মণিদৃষ্টান্তেনোক্তমেকস্যৈব পৃথক্ প্রকাশিতা সম্ভবতীতি চেদস্য সমাধানমুক্তমাকরে [ লঘুভাগবতামৃতে ১।১৬৪-১৬৭ ] যথা—

---

**আশঙ্কা**—মহাবরাহপুরাণে উক্ত হইয়াছে "শ্রীহরির সর্ববিধ অবতারই নিত্য এবং পুনঃ পুনঃ প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়াও জন্মবিনাশশূন্য, তাঁহাদের দেহ কখনই প্রকৃতিজাত নহেন—তাঁহারা সকলই ঘনীভূত পরমানন্দ এবং জ্ঞানস্বরূপ (জ্ঞানাশ্রয়), সর্বদোষবর্জিত অথচ স্বরূপানুবন্ধি সর্বগুণ-পরিপূর্ণ।" এই বাক্যানুসারে সকল অবতারেরই সাম্য বোধ হইলে কিরূপে পূর্বকথিত অংশাংশিবিভাগে অপকর্ষোৎকর্ষের প্রসঙ্গ সঙ্গত হয়? অপরন্তু অবতারগণ ও অবতারির ঐক্য কিম্বা নানাত্ব? যদি তাঁহাদের ঐক্য থাকে, তবে উৎকর্ষাপকর্ষ-প্রসঙ্গই বিরুদ্ধ। যদি তাঁহাদের নানাত্বই (পৃথকত্বই) হয়, তবে নানা-ঈশ্বরবাদের অবসর হইল। তাহা কিন্তু—সর্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ, যেহেতু পরস্পরের আশ্রয়ে অসম্মতিতে বিশিষ্ট একটি কার্য্য (জগৎ প্রভৃতি) উৎপন্ন হইতে পারে না। বৈদূর্য্যমণির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া যে একই বস্তুর স্থান (আধার)-ভেদে পৃথক্ প্রকাশের বিষয় বলা হইল—তাহাই বা কিরূপে সম্ভবপর হয়? লঘুভাগবতামৃতে

'অত্রোচ্যতে পরেশত্বাৎ পূর্ণা যদ্যপি তেঽখিলাঃ ।
তথাপ্যখিলশক্তীনাং প্রাকট্যং তত্র নো ভবেৎ ॥
অংশত্বং নাম শক্তীনাং সদাল্পাংশ-প্রকাশিতা ।
পূর্ণত্বঞ্চ স্বেচ্ছয়ৈব নানাশক্তি-প্রকাশিতা ॥
শক্তিরৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যকৃপাতেজোমুখা গুণাঃ ।
শক্তে র্ব্যক্তিস্তথাব্যক্তি স্তারতম্যস্য কারণম্ ॥
শক্তিঃ সমাপি পূর্ব্যাদিদাহে দীপাগ্নিপুঞ্জয়োঃ ।
শীতাদ্যার্ত্তি-ক্ষয়েণাগ্নিপুঞ্জাদেব সুখং ভবেৎ ॥
এবমেব গুণাদীনামাবিষ্কারানুসারতঃ ।
ভবধ্বংসেন সৌখ্যং স্যাৎ ভক্তাদীনাং যথাযথম্ ॥'

---

ইহার **সমাধান** করিতেছেন—যদ্যপি পরমেশ্বরত্বহেতু সকল অবতা
পূর্ণ, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য স্বরূপে নিখিলশক্তির বিকাশ না
যে ভগবৎ-স্বরূপে সর্বদা অল্পশক্তির প্রকাশ হয়, তাহাকে **অংশ**
যে স্বরূপে স্বেচ্ছাক্রমেই বিবিধ শক্তির প্রাদুর্ভাব হয়, তাহাকেই **পূর্ণ**
'শক্তি' শব্দে ঐশ্বর্য্য ( সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব ), মাধুর্য্য ( সর্বাবস্থায় মনোরমত্ব ),
( পরদুঃখনাশে অহৈতুকী ইচ্ছা ), তেজঃ ( কাল, মায়া ও কর্মাদি
পরাজয় করিবার সামর্থ্য ) ইত্যাদি গুণই বাচ্য। এই শক্তির অভিব্য
ও অনভিব্যক্তিই অংশাংশিভাবের তারতম্যকারণ। পুরীনগরাদি
দীপ ও অগ্নিপুঞ্জের সমান শক্তি থাকিলেও যেমন অগ্নিপুঞ্জ হই
শীতাদিজনিত দুঃখনাশে সুখলাভ হয়, কিন্তু দীপ হইতে হয় না;
শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশগণে ও স্বয়ংরূপে ভক্তাদির অবিদ্যাহরণে ও
সংহারাদিতে সমান শক্তি থাকিলেও কিন্তু সর্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ হই



কিঞ্চ—"একত্বঞ্চ পৃথক্ত্বঞ্চ তথাংশত্বমুতাংশিতা ।
তস্মিন্নেকত্র নাযুক্তমচিন্ত্যানন্ত-শক্তিতঃ ॥"
তত্রৈকত্বেঽপি পৃথক্ প্রকাশিতা যথা শ্রীদশমে ( ৬৯।২ )—
"চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্ ।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥" ইতি ।
পৃথক্ত্বেঽপ্যেকরূপতাপত্তিঃ যথা পাদ্মে—'স দেবো বহুধা ভূত্বা নির্গুণঃ পুরুষোত্তমঃ । একীভূয় পুনঃ শেতে নির্দোষো হরিরাদিকৃৎ ॥ একস্যৈবাংশাংশিত্বং যথা তত্রৈব ( ১০।৪০।৭ ) 'যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকমিতি ।' বিরুদ্ধশক্তিত্বং যথা কৌর্মে—'অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব স্থূলোঽণুশ্চৈব সর্বতঃ । অবর্ণঃ সর্বতঃ

---

সংসার-নিবৃত্তিপূর্বক পরমানন্দ-লাভ ঘটে। তাৎপর্য্য এই যে, ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদি-প্রকটনের তারতম্যানুসারেই অবতারগণের ন্যূনাধিক্য স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু তত্ত্বতঃ সকল স্বরূপই পূর্ণ। অধিকন্তু—একই পরতত্ত্বে অচিন্ত্য অনন্ত ( বিরুদ্ধ ) শক্তির সমাবেশ থাকায় যুগপৎ একত্ব ও পৃথক্ত্ব এবং অংশত্ব ও অংশিত্ব প্রভৃতি অসম্ভব নহে। তন্মধ্যে **একত্বে ও পৃথক্ প্রকাশিতা** বিষয়ে ( ভাগ ১০।৬৯।২ )—ইহা বিস্ময়করই বটে যে, শ্রীকৃষ্ণ একাকী একই দেহে যুগপৎ ষোড়শসহস্র গৃহে পৃথগ্‌ভাবে ষোড়শসহস্র রমণীর পাণিগ্রহণ করিলেন ॥ **পৃথক্ত্বেও একরূপতা** যথা পদ্ম-পুরাণে—সেই নির্গুণ ও নির্দোষ দেব পুরুষোত্তম শ্রীহরি বহুরূপে দৃশ্যমান হইয়াও অচিন্ত্যশক্তিবশতঃ সর্বদা একরূপেই বিরাজ করেন। একই শ্রীহরির অংশাংশিত্ব যথা (১০।৪০।৭)—তুমি বহুমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইলেও তত্ত্বতঃ একই মূর্ত্তি, অতএব সাধকগণ তোমাতে আবিষ্টচিত্ত হইয়া তোমাকেই অর্চনা করেন। **বিরুদ্ধশক্তিত্ব** যথা কূর্মপুরাণে—

প্রোক্তঃ শ্যামো রক্তান্তলোচনঃ। ঐশ্বর্য্যযোগাদ্ ভগবান্ বিরুদ্ধ
র্থোঽভিধীয়তে। তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কথঞ্চনেতি
এবং কার্য্যত্ব-কর্মিত্ব-জন্মিত্বাজত্ব-সর্বসংহারকত্ব-ভীতত্ব-গুহাশ্রমনিষ্ঠ
ত্বাত্মারামত্ব-বিভুত্ব-পরিচ্ছিন্নত্বাতত্ত্বজ্ঞ-সর্বজ্ঞত্বাদীনামপি পরস্পর
বিরুদ্ধধর্মানাং তত্রং সমাবেশো দৃশ্যতে। তত্র কর্মিত্বাদি—যথা তৃতী
স্কন্ধে ( ৪।১৬ ) 'কর্মাণ্যনীহস্য ভবোঽভবস্য তে দুর্গাশ্রয়োঽথারি
ভয়াৎ পলায়নং। কালাত্মনো যৎ প্রমদাযুতাশ্রয়ঃ সাত্মন্ রতে
খিদ্যতি ধী বিদামিহ" ইতি। বিভুত্বাদি যথা শ্রীদশমে ( ৯।১৩ )–
'ন চান্ত র্ন বহি র্যস্য ন পূর্বং নাপি চাপরম্। পূর্বাপরং বহিশ্চান্ত

তিনি সর্বথা অস্থূল হইয়াও স্থূল, ব্যাপক হইয়াও অণু, অবর্ণ হইয়া
শ্যামবর্ণ ও রক্তান্তলোচন। অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে ভগবানে এইরূ
বিরুদ্ধ গুণের যুগপৎ সমাবেশ অযৌক্তিক নহে, এবং সর্বশক্তিম
তাহাতে অনিত্যত্বাদি কোনও দোষের আশঙ্কাও হইতে পারে ন
এইরূপে তাঁহাতে কার্য্যত্ব ও কর্মিত্ব, জন্মিত্ব ও অজত্ব, সর্বসংহারকত্ব
ভীতত্ব, গুহাশ্রমনিষ্ঠত্ব অথচ আত্মারামত্ব, বিভুত্বসত্ত্বেও পরিচ্ছিন্ন
অতত্ত্বজ্ঞেও সর্বজ্ঞতা ইত্যাদি পরস্পর বিরুদ্ধ যাবতীয় ধর্মের সমাবে
দেখা যায়। উদ্ধব-জি তৃতীয় স্কন্ধে (৪।১৬) কর্মিত্বাদি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—
"নিষ্ক্রিয়ের কর্ম, অজের জন্ম, কালরূপী তোমারও শত্রুভয়ে দুর্গাশ্রয় এব
মথুরা হইতে পলায়ন, আত্মারাম হইয়াও ষোড়শ-সহস্র প্রমদার সহি
বিহারাদি বিরুদ্ধকর্ম দর্শনে তত্ত্ববিদ্‌গণেরও বুদ্ধিভ্রম হইয়া থাকে
বিভুত্বাদি যথা—( ১০।৯।১৪ ) "যাঁহার অন্তর নাই, বাহির নাই
পূর্ব নাই, অপরও নাই, অথচ যিনি জগতের পূর্ব ও অপর, বাহির



র্জগতো যো জগচ্চ যঃ। তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথেতি॥" অজ্ঞত্ব-সর্বজ্ঞত্বে
যথা তত্রৈব ( ১০।১৩।১৬ ) 'ততো বৎসানদৃষ্ট্বৈত্য পুলিনেঽপি চ
বৎসপান্। উভাবপি বনে কৃষ্ণো বিচিকায় সমন্ততঃ। ক্বাপ্য-
দৃষ্টান্তর্বিপিনে বৎসান্ পালাংশ্চ বিশ্ববিৎ। সর্বং বিধিকৃতং কৃষ্ণঃ
সহসাবজগামহে'তি। অত্রেদং রহস্যং—'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব
শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ' ইত্যাদি [ শ্বেতাশ্বতর ৬।৪ ]
শ্রুতি-প্রামাণ্যাৎ স্বরূপভূতবিচিত্রৈক-শক্তিমত্ত্বং ভগবতঃ প্রতীয়তে।
ততশ্চাঘটনঘটনা-পটীয়সী লীলানুকূলাৎ স্বরূপভূতা কাচিদচিন্ত্য-
শক্তিরভ্যুপেয়তে, যথা হি পরস্পরবিরুদ্ধ-ধর্মাণামাশ্রয়ো ভগবান্।

অন্তর এবং যিনি জগৎ—করুণাবশে যিনি মনুষ্যদেহে আবির্ভূত হইয়াছেন,
সেই অব্যক্ত ( প্রত্যক্ষাদি প্রমাণাগোচর ) ভগবান্‌কে পুত্র মনে করিয়া
গোপী যশোদা প্রাকৃত বালকের ন্যায় রজ্জুদ্বারা উদূখলে বন্ধন করিলেন॥"
অজ্ঞতা ও সর্বজ্ঞতা যথা—(১০।১৩।১৬) শ্রীকৃষ্ণ পর্বতাদিতে বৎসগণকে
না দেখিয়া পুনর্বার পুলিনে আসিয়া বৎসপালগণকেও না পাইয়া সমস্ত
বনমধ্যে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সর্বজ্ঞ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ বনমধ্যে
কোথাও বৎস ও বালকগণকে না দেখিয়া এই সমস্ত ব্রহ্মার কার্য্য বলিয়া
সহসা জানিতে পারিলেন। এইস্থলে সার কথা এই—'পরতত্ত্বের জ্ঞান-
বল-ক্রিয়াদি বিবিধ স্বাভাবিক শক্তির কথা শুনা যায়'—এই শ্বেতাশ্বতর
উপনিষৎ-প্রামাণ্যে শ্রীভগবানের স্বরূপভূত বিচিত্র এক (মুখ্য) শক্তিমত্তার
উপলব্ধি হইতেছে।

তারপর ভগবান্ যেরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মসমূহের আশ্রয়, তদ্রূপ
আবার অঘটনঘটনাপটীয়সী লীলানুকূল্যে স্বরূপভূতা কোনও অচিন্ত্য-

সা হি যদা যস্যাং লীলায়ামন্তরাবেশ স্তস্য তদা তস্যা লীল
অনুকূলমজ্ঞত্বাদিকং একৈককিঞ্চিদুদ্ভাবয়তি, অন্যৎ সর্বমাবৃণোতি
যদা তু নান্তরাবেশ স্তদা বিরোধাভাবাদ্ স্বয়ং চৈকদৈবোদ্ভাবয়ত্যে
তত্র 'ভয়াভাবনয়া স্থিতস্যে'ত্যত্র কেবলস্যাজ্ঞত্বস্যৈবোদ্ভাবনং
চান্ত র্ন বহি র্যস্যে'ত্যাদৌ যুগপদেব বিভুত্ব-পরিচ্ছিন্নত্বয়ো র্ধর্মে
'কর্মাণ্যনীহস্যে'ত্যত্রাপি দ্বয়োঃ, 'ভবোঽভবস্যে'ত্যত্র চ দ্বয়ো
কর্মকরণসময়ে, জন্মসময়ে চাচিন্ত্যশক্ত্যানীহত্বাজত্বয়োঃ সম্ভব
দুর্গাশ্রয়ক্রন্ত্যাদাবেকদৈব ভীতত্বাদি-চতুর্ণাং ; তথাহি বৈরিভ্যো
যাদবানাং দ্রোহো মাভূদিতি ভক্তসম্বন্ধেনোদ্গতা যা ভী

শক্তিরও স্বীকার করিতে হয়। যখন যে লীলায় শ্রীভগবানের মানসা
হয়, তখন সেই অচিন্ত্যশক্তি সেই লীলার অনুকূলে অজ্ঞত্বাদি ধর্মসকল
এক একটিকে উদ্ভাবন করেন, এবং অন্য ধর্ম সকলকে আবরণ করে
যখন কিন্তু ভগবানের মানসাবেশ থাকেনা—তখন বিরোধের অভা
যুগপৎ অজ্ঞত্ব ও সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি দুইটিরই উদ্ভাবন করিয়া থাকে
পূর্বোক্ত কুন্তীস্তবে ভয়-ভাবনায় অবস্থিত কৃষ্ণের কেবল অজ্ঞত্বজ্ঞে
উদ্ভাবন হইয়াছিল। দামবন্ধন-লীলায় তাঁহার অন্তর-বাহির না থাকিলে
মাতৃকর্তৃক উদূখলে বন্ধনের ব্যাপারে যুগপৎই বিভুত্ব ও পরিচ্ছি
ধর্মদ্বয়ের বিকাশ হইয়াছিল। উদ্ধবের উক্তিতে নিষ্ক্রিয়ের কর্ম, অ
জন্ম ইত্যাদিতেও বিরুদ্ধধর্ম-দ্বয়ের যুগপৎ প্রকাশ পাইয়াছে, কে
কার্য্যকালে ও জন্মসময়ে অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে তাঁহার নিষ্ক্রিয়ত্ব ও অজ
সম্ভাবনা আছে। দুর্গাশ্রয় ও পলায়ন প্রভৃতিতে এককালেই ভীতত্ব
চারিটি ধর্মের বিকাশ হইয়াছে। যেমন—শত্রুগণ হইতে যাদবগণে



ভীত্যা যদা দুর্গাশ্রয়ণং তদৈব যত্রাপি বৈরিণ আগমিষ্যন্তি তদা
সর্বান্ সংহরিষ্যামীতি ক্রোধাবেশাৎ স্বস্য কালরূপতানুসন্ধানম-
প্যস্তি। ভক্তবর্গ-বৈরিবর্গয়োরন্যত্র সমত্বাৎ আত্মারামত্বং, তদাপি
প্রমদাযুতাশ্রয়ণেন গৃহাশ্রমনিষ্ঠত্বমপ্যস্তোবেতি ॥ ২০ ॥

নন্বু নিষ্ক্রিয়ত্বাজত্বসর্ব্বজ্ঞত্বাদি বাস্তবং সৎক্রিয়ত্ব-জন্মিত্বাজ্ঞ-
ত্বাদিকমবাস্তবমনুকরণমাত্রমিতি কথং ন স্যাদিতি চেন্ন তথাত্বে
বিরোধাভাবেন খিদ্যতে, 'যীবিদামিহে'ত্যনেনোক্তবিধবুদ্ধিমোহা-
সম্ভবাৎ। তস্মাত্তৎ সর্বং বাস্তবমেব, তদেবং সিদ্ধমেকস্যৈবাচিন্ত্য-
শক্ত্যাবতারাবতারিত্বাদিকং তারতম্যাদি চেতি। এবং স্থিতে

কোনও দ্রোহ না হয়—এইভাবে ভক্তসম্বন্ধে উদ্গত ভয়ে যখন তিনি
দুর্গাশ্রয় করিলেন, তখনই আবার যদি এ স্থানেও শত্রুগণ আগমন করে,
তবে সকলকে বিনাশ করিব—এই ক্রোধাবেশে নিজের **কালরূপত্বের**
অনুসন্ধানও আছে। ভক্তগণ ও শত্রুগণ ব্যতীত অন্যত্র সমভাবাপন্ন
বলিয়া **আত্মারামত্ব** এবং তখনই ষোড়শ-সহস্র প্রমদার সাহচর্য্য স্বীকার
করায় **গৃহাশ্রমনিষ্ঠত্ব** রূপ ধর্মের বিকাশ হইতেছে ॥ ২০ ॥

**আশঙ্কা**—নিষ্ক্রিয়ত্ব, অজত্ব ও সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম বাস্তব হউক, এবং
কর্ম, জন্মিত্ব, অজ্ঞত্বাদি ধর্ম অবাস্তব অনুকরণ মাত্রই হউক না কেন?
**সমাধান**—না এরূপ বলা চলে না। এইভাবে ব্যাখ্যা করিলে বিরোধাভাব
হইল বটে, কিন্তু রসবিরুদ্ধ হইয়া ভাগবদ্ বাক্যই মিথ্যা হয়। ঐ সকল
কর্ম যদি বাস্তব না হইত, তাহা হইলে উদ্ধবের 'যীবিদামিহ' উক্তিতে
তত্ত্বজ্ঞানিসকলের বুদ্ধিভ্রংশ কখনই হইত না। সুতরাং ঐ সকল বিরোধ
বলিয়া মনে হইলেও কিন্তু সকলগুলি বাস্তব (সত্য)। এক্ষণে প্রমাণিত
হইল যে, একই তত্ত্ব অচিন্ত্যশক্তিবলে অবতারত্ব ও অবতারিত্বরূপে

বিরোধি-বচনানামপি সমাধানমুচ্যতে, তদ্যথা— কুত্রাপি শ্রীকৃষ্ণ নরভ্রাতৃনারায়ণাবতারত্বং, ক্বাপি বামনাবতারত্বং, ক্বাপি ক্ষীরো শায্যবতারত্বং চ শ্রূয়তে। তত্র নারায়ণ-বামনাবতারত্ব'মেতে চা কলাঃ পুংস' ইত্যনেনৈব নিরস্তং। ক্ষীরোদশায্যবতারত্ব বিষ্ণুধর্ম্ম-বচনান্নিরস্তং। তদ্ যথা —বজ্রেণ ক্ষীরোদশায়িনি পৃ 'অনিরুদ্ধং বিজানামি পিতরং তে জগৎপতি'মিত্যুত্তরিতং মার্ক যেন। অন্যথা তে প্রপিতামহং তং শ্রীকৃষ্ণং বিজানামীত্যেব

---

প্রকাশ পাইতে পারে এবং ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদি বিকাশের তারতম্যানু অংশাংশিরও ন্যূনাধিক্য স্বীকার করিতে হইবে।

এক্ষণে অন্যান্য বিরুদ্ধ বচনাবলিরও সমাধান করা যাইতে কোথাও শ্রীকৃষ্ণকে নরভ্রাতা নারায়ণের অবতার, কোথাও বাম অবতার, আবার কোথাও বা ক্ষীরোদশায়ির অবতাররূপে বর্ণনা যায়। তন্মধ্যে নারায়ণ ও বামনের অবতারত্বপ্রথা শ্রীমদ্ভাগবত [ 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ' ] অবতার-প্রকরণে পঠিত দ্বাবিংশ অব মধ্যে "কেহ কেহ পুরুষোত্তমের অংশ বা কলা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাবতার সর্বাং যত্তহেতু স্বয়ং (অন্যনিরপেক্ষ) ভগবান্।" এই বচন-বলে নি হইল। ক্ষীরোদশায়ির অবতারত্বও বিষ্ণুধর্ম বচনবলে নিরস্ত হইতেছে (অনিরুদ্ধপুত্র) বজ্র মার্কণ্ডেয় মুনিকে প্রশ্ন করিলেন—"ক্ষী বালকরূপী যাঁহাকে দর্শন করিয়াও সর্বজ্ঞ আপনি জানিতে সমর্থ হই না—তিনি কে?" মার্কণ্ডেয় উত্তর দিলেন—'সেই জগৎপতি বিষ্ণু তো পিতা অনিরুদ্ধ। অন্যথা (যদি শ্রীকৃষ্ণ অনিরুদ্ধের অবতার হই তাহা হইলে) মুনিবর বলিতেন—সেই প্রলয়াব্ধিস্থিত জগৎপতি তো প্রপিতামহ শ্রীকৃষ্ণ। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন, ত



বাক্তং স্যাদিতি। ইদমত্র রাদ্ধান্তরহস্যং যদা সর্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণঃ প্রপঞ্চে স্বয়মবতরতি, তদা স্বকীয়ান্ সর্বানংশান্ ক্ষীরোদশায়ি-প্রভৃতীন্ তেষাং স্বভাবলীলাশক্ত্যাদ্যংশান্ বা স্বস্মিন্নন্তর্গৃহীত্বাবতরতি, তত্ত্রিতয়ঞ্চ তদংশেন শক্তিশক্তিমতোরভেদোপচারেণ বা স এবায়মিতি ক্ষীরোদশায্যাদিশব্দৈ স্তং ব্যপদিশন্তি রহস্যজ্ঞানমুনয় ইতি। তথা চোক্তং তৃতীয়স্কন্ধে (২।১৫) 'পরাবরেশো মহদংশযুক্তো হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিরিতি।' অস্যার্থঃ—মহান্তঃ ক্ষীরোদশায়ি-প্রভৃতয়ো যেংশা স্তৈ র্যুক্তঃ মহতাং তেষাং যেংশাঃ

---

অনিরুদ্ধ এবং তৎপুত্রই বজ্র—এইরূপ বংশপরিচয়ে শ্রীকৃষ্ণ বজ্রের প্রপিতামহ, অতএব শ্রীকৃষ্ণের ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধাবতারত্ব খণ্ডিত হইল। এক্ষণে সিদ্ধান্ত-রহস্যের কথা বলিতেছি—যখন সর্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণ প্রপঞ্চে স্বয়ং অবতার করেন,—তখন তাঁহার স্বকীয় সকল অংশাবতার ক্ষীরোদশায়ী প্রভৃতিকে অথবা তাঁহাদের স্বভাব, লীলা ও শক্তি ইত্যাদির অংশসমূহকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া অবতীর্ণ হয়েন, তখন ঐ তিনটি (স্বভাব, লীলা ও শক্তি) শ্রীকৃষ্ণেরই অংশহেতু অথবা শক্তি-শক্তিমানের অভেদকল্পনায় ক্ষীরোদশায়ি প্রভৃতি দিগকে সেই শ্রীকৃষ্ণকেই রহস্যজ্ঞানসম্পন্ন মুনিগণ নির্দেশ করেন।

তৃতীয়স্কন্ধেও উক্ত হইয়াছে—'পরাবরেশ (প্রকৃতিপারে অবস্থিত নারায়ণাদি স্বরূপ এবং ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) মহদংশযুক্ত (মহৎস্রষ্টা পুরুষ এবং মৎস্য-কূর্ম-নরসিংহ-নরনারায়ণ-বামনাদি অংশগণে যুক্ত) হইয়া প্রাকৃতজন্মরাহিত্যসত্ত্বেও কাষ্ঠে নিত্যসিদ্ধ অগ্নির আবির্ভাবের ন্যায় স্বয়ং নিত্যসিদ্ধ ভগবান্ মহাভূতরূপে জন্ম গ্রহণ করেন।' এক্ষণে শ্রীপাদ এই শ্লোকে মহদংশযুক্তশব্দের স্বয়ং বিবৃতি করিতেছেন—ক্ষীরোদ-

স্বভাবলীলাশক্ত্যাদয় স্তৈ যুক্ত ইতি বা ; অয়মেব ন্যায়ো বসুদে
দীনাং কশ্যপাদি-ব্যপদেশে জ্ঞেয়ঃ। যথাগ্নিরিতি—যথাগ্নি স্তেজো
রূপেণ তত্র ন সন্নপি ঘর্ষণাদিকং কঞ্চিদ্ধেতুং প্রাপ্য মণিকা
দিভ্যো জায়তে ; এবমনাদিমেব জন্মাদিলীলাং দৈত্যপীড়িত-ভক্ত
কৃপয়া লীলার্থঞ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকটীকরোতীত্যগ্নিদৃষ্টান্তেনোক্তমি
কিঞ্চ—'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং', 'স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ', 'বসুদে
গৃহে সাক্ষাদ্ ভগবান্ পুরুষঃ পর' ইত্যাদিষু স্বয়ং সাক্ষাদাদি-শ
স্বস্য পরব্যোমনাথাদ্যবতারত্বং নিরস্তম্। তত্তত্তয়া ব্যপদেশ
ক্ষীরোদশায্যাদি-ব্যপদেশোক্তন্যায় এব জ্ঞেয়ঃ ॥ ২১ ॥

---

শায়ি-প্রভৃতি যে সকল স্বাংশাবতার আছেন অথবা সেই স্বাংশগণে
অংশ অর্থাৎ স্বভাব, লীলা ও শক্তি আছেন—তাহাদের সহিত মি
হইয়া আবির্ভূত হন। এইরূপ বসুদেব-দেবকী প্রভৃতিতে যে ক
অদিতি প্রভৃতির আরোপ হয়—তাহাও এই ন্যায় অবলম্বনেই মীমা
হইবে অর্থাৎ বসুদেব-দেবকীর দেহে কশ্যপাদিতির প্রবেশ হয়।
দৃষ্টান্তের সার্থকতা দেখাইতেছেন—মণিকাষ্ঠাদিতে তেজোরূপে
বর্ত্তমান না থাকিলেও যেরূপ ঘর্ষণাদি কোনও হেতু পাইয়া তাহা
বিকাশ লাভ করে, তদ্রূপ দৈত্যপীড়িত ভক্তগণের প্রতি কৃপায়
লীলাবিনোদের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অনাদিসিদ্ধ জন্মাদিলীলাই প্রকট ক
আবার—'কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্', 'স্বয়ং তিনি অসমোর্দ্ধ ও ত্র্যধীশ', 'ব
গৃহে পরমপুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছেন'— ইত্যাদি
'স্বয়ং ও সাক্ষাৎ' প্রভৃতি শব্দ-বিন্যাসে শ্রীকৃষ্ণের পরব্যোমনা
অবতারবাদও নিরাকৃত হইল। তাঁহাকে যে কেহ কেহ পরব্যো
প্রভৃতি শব্দে নির্দ্দেশ করেন—ক্ষীরোদশায়ী শব্দে যেমন সিদ্ধান্ত নি



কেশাবতার-ভ্রমস্তু সামান্যত স্তাবৎ। যচ্চ বিষ্ণুপুরাণে 'উজ্জহারাত্মনঃ কেশা'বিত্যাদি, তত্তু ন কেশমাত্রাবতারাভিপ্রায়ং, কিন্তু ভূভারাবতরণরূপং কার্য্যং কিয়দেতৎ, মৎকেশাবেব তৎ কর্ত্তুং শক্তাবিতি দ্যোতনার্থং। রামকৃষ্ণয়ো বর্ণসূচক-কেশোদ্ধরণমিতি গম্যতে, অন্যথা তত্রৈব পূর্ব্বাপর-বিরোধাপত্তেঃ ; 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মি'ত্যেতদ্ বিরোধাচ্চেতি বিবক্ষিঃ শ্রীস্বামিচরণৈরেব নিরাকৃতঃ, বিশেষত স্তাকরে। এবং বিরোধিবচনানামর্থ-গত্যন্তরমপ্যক্তম-স্ত্যাকরে, বাহুল্যভীত্যা নেহ তৎপ্রস্তুতমিতি সর্বং সুস্থম্ ॥ ২২ ॥

---

হইয়াছে ( অবতরী কৃষ্ণে স্বাংশসমূহের প্রবেশ হয় বলিয়া অংশী ও সময় সময় অংশগণের নামে বাচ্য হয় )—এস্থলেও তাহাই বুঝিতে হইবে ॥ ২১ ॥

**কেশাবতারভ্রমও** অতি সামান্য। বিষ্ণুপুরাণে যে 'উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ' ইত্যাদি বচন আছে, তাহা কিন্তু কেশেরই অবতার—এই অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হয় নাই। তাহার তাৎপর্য্য এই যে ভূভারহরণরূপ কার্য্য অতি সামান্য, আমার কেশদ্বয়ই তাহা অনায়াসে সম্পাদন করিতে পারে এবং রামকৃষ্ণের বর্ণসূচক ( শ্বেতকৃষ্ণ ) কেশের উদ্ধারই লক্ষ্য। তাহা না হইলে পূর্ব্বাপর বাক্যের সহিত বিরোধ এবং 'কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্' এই পরিভাষা-বাক্যের সহিত ত বিরোধ অনিবার্য্যই। ইহা পণ্ডিত শ্রীধরস্বামিপাদই নিরসন করিয়াছেন। বিশেষ জিজ্ঞাসায় সন্দর্ভ, ভাগবতটীকাদি অনুসন্ধেয়। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের অবতারিত্ব-সম্বন্ধে বিরুদ্ধ বচনসমূহের অর্থ ও গত্যন্তর আকরে ( সন্দর্ভাদিতে ) বর্ণিত হইয়াছে—বাহুল্যভয়ে এস্থলে তাহার উট্টঙ্কন হইল না ॥ ২২ ॥

অথ প্রকৃতমনুসরামঃ—যদত্র যুগলোপাসকত্বাচ্ছ্রীরাধাকৃষ্ণ
শ্চরণকমলানাং প্রেমসেবা সাধ্যেতি বক্তব্যে শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধো
বচনং তৎ খলু রসশাস্ত্রানুসরণেন সমস্নেহা-পক্ষমাশ্রিত্য
সর্বাত্মনা শ্রীরাধিকানুবর্তনং লক্ষয়তি। তেন চৈতাদৃশ
শ্রীকৃষ্ণস্য ভজনাত্তস্যা ভজনস্যাধিক্যং ব্যজ্যতে। তথাহি—
হি রসশাস্ত্র-মর্যাদা, সখ্য স্তাবৎ ত্রিবিধাঃ; নায়কে স্নেহাধি
নায়িকায়াং স্নেহাধিকাঃ, উভয়ত্র সমস্নেহাশ্চেতি। তত্র সম
উভয়ত্র তুল্যস্নেহা অপি নায়িকাসম্বন্ধিত্বাভিমানবত্যঃ।
সমস্নেহামধিকৃত্যোক্তমাকরে [ উজ্জ্বলে সখী-প্রকরণে
'তুল্যপ্রমাণকং প্রেম বহন্ত্যোঽপি দ্বয়ো রিমাঃ। রাধায়া ব

এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করিতেছি। 'যুগলকিশো
উপাসকগণের শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণকমলে প্রেমসেবা সাধ্য' এই
বক্তব্য হইলেও যে এইস্থলে 'শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধুর চরণকমলে' বলা হই
তাহা রসশাস্ত্রানুসারে সমস্নেহা সখীর পক্ষ আশ্রয় করিয়াই শ্রীগো
পাদ বলিয়াছেন এবং ইহাতে তাঁহার সর্বতোভাবে শ্রীরাধানুগত্যই
করিতেছে। তাহাতেও আবার এইরূপ ( নায়কশিরোমণি ) শ্রী
ভজন হইতেও শ্রীরাধার ভজনের আধিক্যই ব্যঞ্জিত হইতেছে। রস
এই নিয়ম লিপিবদ্ধ আছে—সখীগণ তিন প্রকার—(১) নায়কে স্নেহা
(২) নায়িকায় স্নেহাধিক ও (৩) নায়ক-নায়িকায় সমস্নেহা। তন্মধ্যে সম
সখীগণ উভয়ে তুল্যস্নেহ-শীলা হইলেও নায়িকা-সম্বন্ধেই অভিমা
হইয়া থাকেন। ইহাদের সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণিতে সখীপ্রকরণে
উক্ত হইয়াছে—শ্রীরাধাকৃষ্ণে সমান প্রেম বহন করিয়াও এই সম
সখীগণ 'আমরা শ্রীরাধারই'—এইরূপ মহা অভিমান পোষণ করেন।



ত্যুচ্চৈরভিমানমুপাশ্রিতা' ইতি। তথা চ সতি তস্যাং মমতাতিশয্যা, তদ্বন্ধুত্বেনৈব তাসাং শ্রীকৃষ্ণভজনং, ন কিল স্ববন্ধুত্বেনেতি; অতঃ স্বস্যাপি সমস্নেহাভিমানিত্বাদ্ রাধাবন্ধোরিত্যুক্তমিতি। নন্বেকত্র মমতাধিক্যে কথং স্নেহস্যোভয়ত্র সমত্বং সম্ভবেদিতি চেদুচ্যতে—তস্যাং মমতাতিশয্যা তস্যাঃ সুখার্থং, ততোঽপি তাসাং শ্রীকৃষ্ণেঽধিকা প্রীতির্ভবতি। এবং শ্রীকৃষ্ণস্যাপি তদৈব সুখং যদা স্বতোঽপি তস্যামধিকা প্রীতি স্তস্য সুখার্থং, তস্মাদপি তস্যামধিকা প্রীতিঃ। এবঞ্চ পরসুখার্থং পরস্পরস্মিন্নধিকা প্রীতি স্তাসাং ন বুদ্ধিপূর্বিকা, কিন্তু রস-স্বাভাব্যাদেব; তত্র জলক্রীড়া-দ্যুতক্রীড়া-বাক্কলহাদিষু

হইলে ইহাদের শ্রীরাধাতেই মমতার আতিশয্য, শ্রীরাধার বন্ধু বলিয়াই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণভজন, কিন্তু নিজের বন্ধু হিসাবে কদাপি নহে—ইহাই হইল প্রকৃত সিদ্ধান্ত। সুতরাং নিজেরও সমস্নেহাভিমান আছে বলিয়াই শ্রীপাদ মূলশ্লোকে 'শ্রীরাধা-প্রাণবন্ধু' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এক্ষণে আশঙ্কা—একস্থলে মমতাধিক্য হইলে উভয়স্থলে সমান স্নেহ রক্ষা করা কিরূপে সম্ভব হয়? উত্তর—সখীগণের শ্রীরাধাতে যে মমতাতিশয্য তাহা ত শ্রীরাধারই সুখের জন্য। এই জন্যও ( শ্রীরাধাসুখপোষণের জন্যও ) সখীগণ শ্রীকৃষ্ণে অধিক প্রীতি করিয়া থাকেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণেরও তখনই সুখ হয়, যখন তিনি দেখেন যে তাঁহারই সুখের জন্য সখীগণ শ্রীরাধাতে নিজ হইতেও সমধিক প্রীতি করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণসুখপোষণেও তাঁহারা শ্রীরাধাতে অধিক প্রীতি করেন। এইভাবে দেখা যাইতেছে যে অন্যের সুখনিমিত্ত পর্যবসিত হওয়ায় সখীগণের শ্রীরাধাকৃষ্ণবিষয়ে এক হইতে অন্যে যে অধিক প্রীতি—তাহা বুদ্ধিপূর্বক সংঘটমান নহে, কিন্তু রস-স্বভাবেই এইরূপ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে জলকেলি, পাশা-খেলা, বাকোবাক্য

সখ্যাঃ পক্ষপাতেন তস্য ভৎ র্সনাদিনা সখীগতস্নেহাধিক্যাংশ
প্রাকট্যং ভবতি, তস্য চ শ্রীকৃষ্ণস্য পরমসুখদত্বেন তদ্বিষয়ত্বমে
প্রতীতিমাত্রং তু সখীবিষয়ত্বেন ; এবং সখ্যা অত্যন্তমানসম
শ্রীকৃষ্ণদুঃখদর্শনেন সখ্যা ভৎ র্সনাদিনা শ্রীকৃষ্ণগতস্নেহাধিক্যাংশ
প্রাকট্যং ভবতি ; তস্য চ সখীবিষয়ত্বমেব, প্রতীতিমাত্রস্তু শ্রীকৃ
বিষয়ত্বেন। তস্য ভৎ র্সনাদিকস্য সখীসুখে পর্য্যবসানাৎ ; স
অনভীষ্ট-শ্রীকৃষ্ণদুঃখবিঘাতায় প্রবৃত্তত্বাচ্চ। তথা চ ললিতা
সমস্নেহাঃ প্রকৃত্যৈবোক্তমাকরে—( উজ্জ্বলে রাধা ৩৭ ) 'আ
সুষ্ঠু দ্বয়োরেব প্রেম্ণঃ পরমকাষ্ঠয়া। ক্বচিজ্জাতু ক্বচিজ্জ
তদাধিক্যমিবেক্ষ্যতে ॥' ইতি ; তদেবং সিদ্ধমেকত্র মমতাধিক্যে
প্যুভয়ত্র স্নেহসাম্যম্ ॥ ২৩ ॥

---

প্রভৃতিতে তাঁহারা সখী রাধার পক্ষাশ্রয়ে কৃষ্ণের ভৎ র্সনাদি যে করেন
তাহাতে সখীগত স্নেহাধিক্যাংশেরই বিকাশ সূচনা করে, তাহাও আ
শ্রীকৃষ্ণের পরম-সুখপ্রদ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণবিষয়কই বলিতে হয়, কিন্তু শ্রীরা
বিষয়ক বলিয়াই প্রতীতি হয় মাত্র। এইভাবে আবার শ্রীরাধার দু
মানাবসরে শ্রীকৃষ্ণের দুঃখদর্শন করিয়া ইঁহারা যে সখীকে ভৎ র্সনা ক
তাহাতে শ্রীকৃষ্ণগত স্নেহাধিক্যাংশেরই আবির্ভাব ব্যঞ্জনা করে, কিন্তু ত
( পরিণামে সখীসুখে পর্য্যবসিত হয় বলিয়া ) সখীবিষয়কই বটে, ি
শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক বলিয়া ভান হয় মাত্র। সখীগণ তখন শ্রীরাধাকে ভৎ র্স
যাহা কিছু করেন, তাহাও তাঁহারই সুখে পর্য্যবসিত হয় এবং তাঁহা
এই প্রবৃত্তিও সখীর অনভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণদুঃখ-নাশেরই জন্য। কা
ললিতা প্রভৃতি সমস্নেহা সখী-প্রসঙ্গে উজ্জ্বলে ( রাধা ৩৭ ) উক্ত হইয়াছে
"ললিতাদি অষ্টসখীগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের পরাকাষ্ঠা-প্রযুক্ত ক



তদেবং লাক্ষণিকোঽর্থঃ প্রদর্শিতঃ ; ইদানীং ব্যঙ্গ্যোঽর্থঃ প্রদর্শ্যতে। তথাহি—'আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং। তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চনমিতি' পাদ্মবচনাৎ, 'অপার্চয়িত্বা গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চয়ন্তি যে। ন তে বিষ্ণোঃ প্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ' ইতি হরিভক্তিসুধোদয়াৎ (১৩।৭৬) 'মম ভক্তা হি যে পার্থ! ন মে ভক্তাস্তু তে মতাঃ। মদ্ভক্তস্য তু যে ভক্তা স্তে মে ভক্ততমা মতাঃ' ইত্যাদি পুরাণাৎ, 'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকে'তি শ্রীভাগবতাচ্চ (১১।১৯।২১) যস্য

---

কখনও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অধিক প্রীতিমতী হন, কখন বা শ্রীরাধার প্রতি প্রীত্যাধিকা প্রকাশ করেন অর্থাৎ খণ্ডিতা অবস্থায় শ্রীরাধায় অনুরাগ, শ্রীকৃষ্ণে তদূন প্রীতি ; আবার দুর্জ্জয়মানকালে শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ ও শ্রীরাধায় তদূন প্রীতি প্রদর্শন করেন। তাহা হইলে এই স্থির হইল যে একস্থলে মমতাধিক্যসত্ত্বেও উভয়স্থলে স্নেহসাম্য হইতে পারে ॥ ২৩ ॥

এই পর্য্যন্ত **লক্ষণামূলক** অর্থ দেখান হইল, এক্ষণে **ব্যঙ্গার্থ** প্রদর্শিত হইতেছে। পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে বর্ণিত আছে—'সকল দেবদেবীর আরাধনা হইতেও বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ, হে দেবি! তাহা হইতেও আবার ভক্তগণের আরাধনা শ্রেষ্ঠতর।' হরিভক্তিসুধোদয়ে—'যাহারা গোবিন্দের অর্চনা করিয়াও ভক্তগণের অর্চনা করেনা, তাহারা বিষ্ণুর প্রসন্নতালাভে বঞ্চিত হয় ; যেহেতু তাহারা দাম্ভিক ( বিষ্ণুবঞ্চক )। আদিপুরাণে—'হে অর্জ্জুন! যাহারা কেবল আমারই ভজনা করে, অথচ আমার ভক্তে ভক্তিশূন্য, তাহারা আমার ভক্তপদবাচ্য নহে। কিন্তু যাহারা আমার ভক্তের ভক্ত—তাহারাই ভক্তশ্রেষ্ঠ। ভাগবতে—"আমার ভক্তপূজা আমার পূজা হইতেও সমধিক ( ফলপ্রদ )।" এই সকল

কস্যাপি ভগবদ্ভক্তস্যারাধনং তদ্ভজনাচ্ছ্রেষ্ঠমিতি সিধ্যতি, তেন ততোঽপ্যনাদিসিদ্ধানাং তন্নিত্যপরিকরাণাং ভজনস্য শ্রৈষ্ঠ্যমায়াতি অন্যভক্তে তেষামবশ্যপূজ্যত্বাৎ, অতএব পাদ্মে বাক্যে তর-প্রযুক্তঃ। শ্রীকৃষ্ণভজনাত্তদ্ভক্তমাত্রভজনং পরতরং, তন্নিত্যপরিকরাণাং ভজনস্তু পরতমমিত্যর্থঃ। ততশ্চাশেষ-তন্নিত্যপরিকরবর্গ-মূর্দ্ধন্যায়াঃ তস্যা আরাধনমতিশয়পরতমমিতি সিদ্ধম্। অশেষতন্নিত্যপরিকরমূর্দ্ধন্যাত্বঞ্চ তস্যা উক্তমেব প্রেম-প্রকর্ষতয়া। ২৪ ॥

ইদানীং বাচনিকমপি তদুচ্যতে। তথাহি—'ভক্ত এব হি তত্ত্বেন কৃষ্ণং জানাতি ন ত্বহম্। সর্বেষু হরিভক্তেষু প্রহ্লাদোঽতি

প্রমাণ-মূলে জানা যায় যে, যে কোনও ভগবদ্ভক্ত-পূজাই ভগবৎপূজা হইতে শ্রেষ্ঠ। তাহাতেও পুনরায় এই ভক্তগণ হইতে অনাদিসিদ্ধ নিত্য পরিকরগণের ভজনের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয়। যেহেতু অন্যভক্তগণ কর্তৃক ঐ নিত্য পরিকরগণের পূজা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে নির্দেশ রহিয়াছে। এই জন্যই পদ্মপুরাণের বচনে 'পরতর' শব্দে 'তর'-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-ভজন হইতে যে-কোনও ভক্তপূজাই যদি পরতর হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকরগণের ভজন ত পরতমই হইবে। তা'র পর আবার নিখিল-নিত্য-পরিকরগণশিরোমণি শ্রীরাধার আরাধনা অতিশয় পরতম—ইহাই সুনিষ্পন্ন হইল। শ্রীরাধাই যে নিখিল পরিকর শ্রেষ্ঠা—তাহা তাঁহার প্রেম-প্রকর্ষতাবশতঃই বলিয়া পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

এক্ষণে বাচনিক ( পুরাণবচনপ্রমাণ দ্বারাও ) অর্থ বলিতেছি। 'ভক্ত স্বরূপতঃ কৃষ্ণকে জানেন, আমি কিন্তু জানিনা। হরিভক্তগণমধ্যে প্রহ্লা



মহত্তমঃ।' ইতি স্কন্দপুরাণীয়-শ্রীরুদ্রবচনাৎ সর্বভক্তেভ্যঃ প্রহ্লাদঃ শ্রেষ্ঠঃ। ততোঽপি পাণ্ডবাঃ শ্রেষ্ঠাঃ, তথাহি সপ্তমস্কন্ধে ( ১৫।৭৫-৭৭ ) শ্রীনারদবাক্যং—'যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি। যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্ গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্॥ স বা অয়ং ব্রহ্ম মহদ্বিমৃগ্য-কৈবল্যনির্বাণসুখানুভূতিঃ। প্রিয়ঃ সুহৃদ্ বঃ খলু মাতুলেয় আত্মার্হণীয়ো বিধিকৃদ্ গুরুশ্চ॥ ন যস্য সাক্ষাদ্ ভবপদ্মজাদিভী রূপং ধিয়া বস্তুতয়ানুবর্ণিতম্। মৌনেন ভক্ত্যোপশমেন পূজিতঃ প্রসীদতামেষ স সাত্বতাং পতিরিতি॥' ব্যাখ্যাতঞ্চ স্বামিপাদৈঃ—

অতি মহত্তম'—স্কন্দপুরাণের এই রুদ্রবচনানুসারে সর্বভক্তগণ-মধ্যে প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ। প্রহ্লাদ হইতে পাণ্ডবগণ শ্রেষ্ঠ, যেহেতু সপ্তমস্কন্ধে শ্রীনারদ বলিয়াছেন—'হে রাজন্ যুধিষ্ঠির! প্রহ্লাদ ভাগ্যবান্, আমরাই মন্দভাগ্য—এই ভাবিয়া তোমরা বিষণ্ণ হইওনা। তোমরাই এই মনুষ্যলোকে মহাভাগ্য, যেহেতু ভুবন-পাবন মুনিগণ তোমাদের গৃহে সতত গতাগতি করেন—তাহারও কারণ—তোমাদের গৃহে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম নররূপে নিগূঢ়ভাবে বাস করিতেছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম—তিনিই মহাজন-কর্তৃক অন্বেষণীয় কৈবল্যমুক্তির সুখানুভবের আধারস্বরূপ। তিনি তোমাদের প্রিয়, সুহৃদ্, মাতুলপুত্র, আত্মা, পূজ্য, আজ্ঞাকারী ও গুরু। শিব-বিরিঞ্চি-প্রমুখ দেবতা নিজ-নিজ বুদ্ধিবলে তাঁহার স্বরূপ বিনিশ্চয় করিয়া বর্ণনা করিতে পারেন না। তিনি মৌনব্রত, ভক্তিযোগ ও উপশমাদি দ্বারা পূজিত হন—সেই সাত্বতপতি ভগবান্ প্রসন্ন হউন—এই প্রার্থনা। এই শ্লোকের তাৎপর্যার্থ শ্রীধর-স্বামিপাদ

অহো প্রহ্লাদস্য ভাগ্যং যেন দেবো দৃষ্টঃ, বয়ন্তু মন্দভাগ্যা ইতি
বিষীদন্তং রাজানং প্রত্যাহ—যূয়মিতি ত্রিভিঃ। অস্য পদ্যত্রয়স্য
তাৎপর্য্যার্থশ্চ স্বামিপাদৈরেব লিখিতঃ। ন তু প্রহ্লাদস্য গৃহে পর
ব্রহ্ম বসতি, ন চ তদ্দর্শনার্থং মুনয় স্তদ্গৃহানভিযন্তি, ন চ তস্য
মাতুলেয়াদিরূপেণ বর্ত্ততে, ন চ স্বয়মেব প্রসন্নঃ, অতো যূয়মেব
ততোঽপ্যস্মত্তোঽপি ভূরিভাগা ইতি ভাবঃ। ইতি পাণ্ডবেষ্বপ্যর্জুন
শ্রেষ্ঠঃ। তথা চ গীতাসু (১০।৩৭) ভগবদ্বচনং 'পাণ্ডবানাং
ধনঞ্জয়' ইতি। বিষ্ণুধর্মে চ—'য স্ত্বাং বেত্তি স মাং বেত্তি বেত্তি
মাস্তু স মামনু। আত্মন স্ত্বামভেদেন জানামি কুরুনন্দনে'তি।
সর্বদা সন্নিকৃষ্টত্বেন শ্রীকৃষ্ণেঽতিমমতাতিশয়াদর্জুনাদপি কেচন
যাদবাঃ শ্রেষ্ঠাঃ। তথাহি শ্রীদশমে (৮২।২৮)—"অহো ভোজপতে
যূয়ং জন্মভাজো নৃণামিহ। যৎ পশ্যথাসকৃৎ কৃষ্ণং দুর্দর্শমপি

---

বলিয়াছেন—প্রহ্লাদের গৃহে পরব্রহ্ম বাস করেন না, তদ্দর্শন-লোভে
মুনিগণও তথায় গমন করেন না, ভগবান্ প্রহ্লাদের মাতুলেয়াদি-সম্বন্ধে
আবদ্ধ নহেন; আর তিনি তাঁহার প্রতি স্বয়ংই প্রসন্ন হন নাই। সুতরাং
তোমরাই সেই প্রহ্লাদ হইতে, এমন কি আমাদিগ হইতেও মহাভাগ্যবান্।
পাণ্ডবগণমধ্যে অর্জুনই শ্রেষ্ঠ—গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন যে, তিনি
পাণ্ডবদিগের মধ্যে ধনঞ্জয়। বিষ্ণুধর্মেও উক্ত হইয়াছে—'হে অর্জুন—
যে তোমাকে জানে, সে আমাকেই জানিয়াছে; যে আমাকে জানে কিন্তু
তোমাকে জানে নাই, সে আমার মতে নিকৃষ্ট। আমি আমাকে তোমা
হইতে অভিন্ন বলিয়াই জানি।' আবার সদাকাল সান্নিধ্যে বাস করায়
এবং শ্রীকৃষ্ণে মমতাতিশয়প্রযুক্ত অর্জুন হইতেও কোনও কোনও যাদব



যোগিনাম্॥" তথা (১০।৯০।৪৬) 'শয্যাসনাটনালাপস্নানক্রীড়া-
শনাদিষু। ন বিদুঃ সন্তমাত্মানং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণচেতস' ইতি
যাদবেষ্বপ্যুদ্ধবঃ শ্রেষ্ঠঃ, তথা চৈকাদশে (১৪।১৫)—'ন তথা মে
প্রিয়তম আত্মযোনি র্ন শঙ্করঃ। ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ
যথা ভবান্॥' 'ত্বং তু ভাগবতেষ্বহমিতি' (১১।১৬।২৯)।
উদ্ধবাদপি ব্রজসুন্দর্য্যঃ শ্রেষ্ঠাঃ, তেন তাসাং পাদরেণুমিশ্রিত-
তৃণজন্ম-প্রার্থনাৎ; তদ্ যথা শ্রীদশমে (৪৭।৬১)। 'আসামহো
চরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং। যা
দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজু র্মুকুন্দ-পদবীং শ্রুতিভির্বি-

---

শ্রেষ্ঠ। ভাগবতে (১০।৮২) 'হে ভোজরাজ! মনুষ্যলোকে আপনারাই
সার্থক জন্মধারণ করিয়াছেন—যেহেতু আপনারা যোগিগণেরও দুর্দর্শ
শ্রীকৃষ্ণকে মুহুর্মুহু দর্শন করিয়া থাকেন।' (১০।৯০) শ্রীকৃষ্ণে আবিষ্ট-
মনাঃ যাদবগণ শয়ন, উপবেশন, পর্যটন, আলাপ, স্নান, ক্রীড়া ও ভোজনাদি
বিষয়ে নিজেদের দেহ-দৈহিক সব বিস্মৃত হইয়াছিলেন। যাদবগণমধ্যেও
আবার উদ্ধবই শ্রেষ্ঠ—(ভাগ ১১।১৪) হে উদ্ধব! তুমি আমার যেমন
প্রিয়তম, ব্রহ্মা, শঙ্কর, সঙ্কর্ষণ ও লক্ষ্মী এমন কি আমার শ্রীমূর্ত্তিও তাদৃশ
প্রিয়তম নহে। (১১।১৬) ভাগবতগণমধ্যে তুমিই আমি (আমার
বিভূতি)। এই উদ্ধব হইতেও ব্রজসুন্দরীগণই শ্রেষ্ঠ। কেননা উদ্ধব
গোপীদের পদরেণুমিশ্রিত তৃণজন্মই প্রার্থনা করিয়াছেন। তথাহি—(ভাগ
১০।৪৭)—এই গোপীগণ দুস্ত্যজ্য স্বজন ও পাতিব্রত্য প্রভৃতি পরিত্যাগ
করিয়াই শ্রুতিগণ কর্তৃক অন্বেষণীয় শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ভজনা করিয়াছেন!!
'অহো! বৃন্দাবনে ইঁহাদেরই চরণরেণু-সেবী গুল্মলতা ওষধিমধ্যে যেন

স্বগ্যামিতি।' তাস্বপি শ্রীরাধিকা শ্রেষ্ঠেতি পাদ্মে—'যথা রা
প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা। সর্বগোপীষু সৈবৈক
বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা' ইতি। আদিপুরাণে চ 'ত্রৈলোক্যে পৃথিবী
ধন্যা তত্র বৃন্দাবনং পুরী। তত্রাপি গোপিকা পার্থ! ত
রাধাভিধা মমেতি।' তদেবং সর্বভগবৎপ্রিয়পরিকর-মূর্দ্ধন্যাভ
তস্যা উপাসনং সর্বতঃ শ্রেষ্ঠমিতি যুক্তম্। বৃহদ্গৌতমীয়ে
পরমরহস্যত্বেন পরমফলত্বেন চ মন্ত্রধ্যানাদি-কথনপুরঃসরং তস্
উপাসনং প্রকটমেবোক্তমস্তি। তথাহি তত্র বলদেব-প্রশ্নঃ—
'যস্যা মাহাত্ম্যমতুলং কথিতং মে ত্বয়া প্রভো! তস্যা মন্ত্রং পূজনং
জ্ঞাতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।' শ্রীভগবানুবাচ—'রহস্যাতিরহস্যং য
কথ্যতে তব যত্নতঃ। যস্য স্মরণমাত্রেন স্বয়ং প্রেমময়ো ভবেৎ

---

যে কিছু জ্ঞানলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।' গোপীগণমধ্যেও আবা
শ্রীরাধাই যে শ্রেষ্ঠা তাহা পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—যেমন শ্রীরাধা বিষ্ণু
সাতিশয় প্রেয়সী, তদ্রূপ তাঁহার কুণ্ডও বিষ্ণুর প্রীত্যাস্পদ। সমস্তগোপিকা
গণের মধ্যে একা শ্রীরাধাই বিষ্ণুর অতিশয় বল্লভা। আদিপুরাণে—
ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা, তন্মধ্যে বৃন্দাবনপুরী ধন্য—তা'রপরেও আমা
রাধানাম্নী গোপীই ধন্যতমা। সুতরাং সর্বভগবৎপ্রিয়-পরিকরবর্গে
শিরোমণি-স্বরূপা তাঁহার উপাসনা যে সর্বথা শ্রেষ্ঠ—ইহাই যুক্তিযুক্ত। বৃহদ্
গৌতমীয়-তন্ত্রে পরমরহস্য ও পরমফলরূপে শ্রীরাধার মন্ত্রধ্যানাদি বর্ণ
পূর্বক তাঁহার উপাসনা প্রকটভাবেই উক্ত হইয়াছে। তথাহি বলদেব
প্রশ্ন—'হে প্রভো! আপনি যাঁহার অতুলনীয় মাহাত্ম্য আমার নিক
প্রকাশ করিলেন, তাঁহার মন্ত্র ও পূজাপ্রণালী আমি স্বরূপতঃ জানিতে ইচ্ছা
করি।' শ্রীভগবান্ বলিলেন—'তোমার প্রযত্নে মহারহস্যও ব্যক্ত করি



তস্যোদ্ধারমহং বক্ষ্যে গোপ্যাদ্গোপ্যং মহামতে!' ইতি প্রতিজ্ঞায় মন্ত্রমুদ্ধৃত্য ন্যাসধ্যান-পুরশ্চরণাদীনি সর্বাণি মন্ত্রোপাসনাঙ্গানি সফলানি কথিতানি সন্তীতি। তদিত্থং শ্রীকৃষ্ণভজনাদপি তস্যা অত্যন্তাধিক্যং দর্শিতম্। তস্যাশ্চ মুখ্যং ভজনং শ্রীকৃষ্ণভজন-মেবেত্যাহ—তস্যাঃ প্রাণবন্ধোরিতি। প্রাণানাং বন্ধুঃ প্রাণবন্ধুঃ তদ্রক্ষৌষধরূপ স্তেভ্যোঽপ্যতিপ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ, তস্যাঃ যদুক্তং শ্রীরূপগোস্বামিভিঃ (৪০ প্রেমেন্দুসুধা)—'নিজপ্রাণার্বুদপ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ-পাদনখাঞ্চলেতি।' অত তদীয়স্বাভিমান-পুরঃসরং ততোঽপ্যধিক-প্রেমণা তস্যাঃ প্রাণবন্ধুঃ শ্রীকৃষ্ণো ভজনীয় ইতি স্থিতং। দৃশ্যতে চ তদনুগতানাং বিশিষ্টানাং বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তনাদৌ

---

তেছি, ইহার স্মরণমাত্র স্বয়ং প্রেমময় হইতে হয়। হে মহামতে! আমি তাঁহার অতি গোপনীয় মন্ত্রোদ্ধার বলিতেছি।' তৎপরে প্রতিজ্ঞাত মন্ত্র উদ্ধার করিয়া অঙ্গন্যাস, করন্যাস, ধ্যান পুরশ্চরণাদি, যাবতীয় মন্ত্র ও ফলাদি সহ সকল অঙ্গের বিস্তারিত বর্ণনা করিলেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন হইতেও শ্রীরাধাভজনের সমধিক উপাদেয়তা প্রদর্শিত হইল। শ্রীরাধার মুখ্য ভজন শ্রীকৃষ্ণভজনই, তজ্জন্য বলিয়াছেন—শ্রীরাধার প্রাণবন্ধু ইত্যাদি। প্রাণের বন্ধু=প্রাণবন্ধু, প্রাণরক্ষার ঔষধস্বরূপ (জীবাতু) অর্থাৎ পঞ্চপ্রাণ হইতেও অতিশ্রেষ্ঠ। শ্রীপাদ শ্রীরূপগোস্বামী প্রেমেন্দু-সুধায় বলিয়াছেন—'নিজ প্রাণার্বুদ হইতেও কৃষ্ণপদের নখের একটা কোণও শ্রীরাধার পরমপ্রিয়।' অতএব স্বয়ং কৃষ্ণসেবা হইতেও অধিক প্রেমে রাধাদাস্যাভিমান পূর্বক রাধার প্রাণবন্ধু শ্রীকৃষ্ণই ভজনীয়—ইহাই স্থিরীকৃত হইল। দেখাও যায় যে, রাধানুগত বিশিষ্ট ভক্তগণের

প্রবৃত্তিঃ। তদেবং, সর্বাত্মনা শ্রীরাধিকানুবৃত্তি-পূর্ব্বকং তদ্বন্ধুত্বে
শ্রীকৃষ্ণভজনং সর্বোত্তমমিতি সিদ্ধম্। অতঃ সাধূক্তং শ্রীরাধাপ্রা
বন্ধো শ্চরণকমলয়োঃ প্রেমসেবা সাধ্যেতি ॥ ২৫ ॥

বিগ্রহস্ত্বেবং—শ্রীভির্ভগবৎপ্রেয়সীরূপাভি র্লক্ষ্মীভিঃ, কবি
সঙ্গীতাদি-রূপাভিঃ সরস্বতীভি র্মেধা-সৎপ্রতিভাদিরূপাভিঃ বুদ্ধি
ধর্মার্থকামসম্পদ্রূপাভি র্বিভূতিরূপাভিঃ শোভারূপাভি শ্চামর
ব্যজনাদি-শ্রীকৃষ্ণসেবোপকরণরূপাভি র্বেশরচনাভিশ্চ যুক্তা রা
শ্রীরাধা, তস্যাঃ প্রাণবন্ধুঃ শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধুঃ। তস্যৈ শ্রি
আহ ব্যাড়িঃ—"লক্ষ্মী-সরস্বতী-ধী-ত্রিবর্গসম্পদ্ বিভূতিশোভাসু
উপকরণ-বেশরচনাবিধাসু চ শ্রীরিতি প্রথিতেতি। তথা
বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে—"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা

---

বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণ নাম-গ্রহণে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অতএব স্থিরীকৃ
হইল যে, সর্বতোভাবে শ্রীরাধানুগতো শ্রীরাধাবন্ধু বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণভজ
করা সর্বোত্তম। অতএব সুষ্ঠু বলা হইয়াছে যে, শ্রীরাধার প্রাণবন্ধু
চরণকমলে প্রেম-সেবাই সাধ্য ॥ ২৫ ॥

'শ্রীরাধা-প্রাণবন্ধু' শব্দের বিগ্রহ-বাক্য এইরূপ—শ্রী ( ভগবৎপ্রেয়সী
রূপা লক্ষ্মীগণ, কবিত্বসঙ্গীতাদিস্বরূপা সরস্বতীগণ, মেধা-সৎপ্রতিভাদিরূপা
বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ ধর্ম, অর্থ, কাম ও সম্পদ্রূপা বিভূতিগণ, শোভাস্বরূপ
চামরব্যজনাদি শ্রীকৃষ্ণসেবার উপকরণরূপ ও বেশরচনাদি ) যুক্তা যিনি
তিনি শ্রীরাধা ; তাঁহার প্রাণবন্ধু। অভিধানে শ্রী-শব্দের বিবিধ অর্থ দেখা
যায়—লক্ষ্মী, সরস্বতী, ধী, ত্রিবর্গ, সম্পৎ, শোভা, উপকরণ, বেশরচনা
ইত্যাদি। বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রের 'দেবী কৃষ্ণময়ী' ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্যে



সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরেতি," তত্র সর্বলক্ষ্মীময়ী—
সর্বলক্ষ্মীস্বরূপেণ শ্রীকৃষ্ণস্য মূলভগবত্ত্বাত্তু কৃষ্ণায়েন তদংশানাং
তত্রান্তর্ভাববত্তস্যা অপি তৎপ্রেয়সীত্বেন মূললক্ষ্মীত্বাত্তদংশ-ভূতানাং
লক্ষ্মীনাং তস্যামন্তর্ভাবাল্লক্ষ্মীযোগ স্তস্যাঃ স্পষ্টঃ। দীব্যতি অক্ষৈ
বাকোবাক্যাদিনা চ ক্রীড়তি বিজিগীষতে চেতি দেবীত্যনেন
সরস্বতীশালিনীত্বং বুদ্ধিশালিনীত্বঞ্চ। পরদেবতেত্যনেন ত্রিবর্গসম্প-
দ্যুক্তাত্বং; কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণস্বরূপা ইত্যনেন বিভূতিযুক্তাত্বং, সর্ব-
কান্তিরিত্যনেন শোভাশালিনীত্বং। রাধ্যতি আরাধ্যতি কৃষ্ণমিতি
কর্ত্র র্থে ণ্বুলি রাধিকেত্যনেনোপকরণযোগঃ, পরা সম্মোহিনীত্যনেন
বেশরচনাশালিনীত্বমিতি। প্রেম্ণা সেবা প্রেমসেবা সাক্ষাৎ
সেবেত্যর্থঃ। তস্যা বন্ধুতা-প্রেমসেবয়োঃ স্বরূপঞ্চ যথা
শ্রীরূপগোস্বামিকৃতবৃহদ্ধ্যানে—

---

উক্ত শ্রী-শব্দের ভাব পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ যেমন মূল ভগবান্, অতএব
তাঁহার অংশসমূহও তাঁহাতেই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন—তদ্রূপ শ্রীরাধাও
তাঁহারই প্রধানা প্রেয়সী বলিয়া তিনিই মূল লক্ষ্মী এবং তাঁহাতেই তাঁহার
অংশভূতা যাবতীয় লক্ষ্মীগণের স্পষ্ট সমাবেশ আছে—অতএব তিনি সর্ব-
লক্ষ্মীময়ী। পাশাক্রীড়া করেন ও বাকোবাক্যে জয়েচ্ছু বলিয়া তিনি দেবী,
অতএব তাঁহাতে সরস্বতীশালিনীত্ব ও বুদ্ধিশালিনীত্ব বিদ্যমান। পরদেবতা
শব্দে ধর্ম, অর্থ, কাম ও সম্পদ্যুক্তা ; কৃষ্ণময়ী = কৃষ্ণস্বরূপা ; অতএব
বিভূতিযুক্তা ; সর্বকান্তি = শোভাশালিনীত্ব ; রাধিকা = আরাধিকা,
অতএব সর্ববিধ কৃষ্ণসেবার উপকরণসম্পন্নাত্ব ; পরা সম্মোহিনী = বেশ-
রচনাশালিনীত্ব বুঝাইতেছে। প্রেমের সহিত সেবা = প্রেমসেবা, সাক্ষাৎ-
সেবা। শ্রীরাধার বন্ধুত্ব ও প্রেমসেবা-সম্বন্ধে শ্রীরূপগোস্বামিকৃত বৃহদ্ধ্যান

কোণেনাক্ষ্ণঃ পৃথুরুচিমিথো হারিণা লিহ্যমানা-
বেকৈকেন প্রচুরপুলকেনোপগূঢ়ৌ ভুজেন ।
গৌরীশ্যামৌ বসনযুগলং শ্যামগৌরং বসানৌ
রাধাকৃষ্ণৌ স্মরবিলসিতোদ্দামতৃষ্ণৌ স্মরামি ॥ ক

ভৃঙ্গান্ সুহৃদ্বদনগন্ধভরেণ লোলান্
লীলাম্বুজেন মৃদুলেন নিবারয়ন্ত্যা ।
উদ্বীক্ষ্যমানমুখচন্দ্রমসৌ রসৌঘ-
বিস্তারিণা ললিতয়া নয়নাঞ্চলেন ॥ খ

চামরাভনবমঞ্জুমঞ্জরী-ভ্রাজমাণকরয়া বিশাখয়া ।
চিত্রয়া চ কিল দক্ষবাময়োর্-বীজ্যমানবপুষৌ বিলাসতঃ ॥ গ
নাগবল্লিদলবদ্ধবীটিকা-সম্পুটস্ফুরিতপাণিপল্লবয়া ।
চম্পকাদিলতয়া সকম্পয়া, দৃষ্ট-পৃষ্ঠ-তটরূপসম্পদৌ ॥ ঘ

দ্রষ্টব্য। যাঁহারা মনোহর নেত্রপ্রান্তদ্বারা পরস্পরের মহারূপসাগর লে (আস্বাদন) করিতেছেন—পরস্পর পুলকাঞ্চিত ভুজদ্বারা পরস্পর আলি হইতেছেন—যাঁহারা কৃষ্ণ ও পীত বসন পরিধান করিয়াছেন এ যাঁহারা কামবিলাসে মহাতৃষ্ণান্বিত—সেই গৌরীশ্যাম শ্রীরাধাকৃষ্ণকে স্ম করিতেছি। ক। প্রিয়তম-যুগলের বদনের মহাগন্ধে চঞ্চল অলিমাল যিনি মৃদুল লীলাকমলে নিবারণ করিতেছেন—সেই ললিতা রসরাশিবিস্ত নয়নপ্রান্তভাগ দ্বারা তাঁহাদের মুখচন্দ্রমা উদ্‌গ্রীব হইয়া নিরী করিতেছেন। খ। বিশাখা ও চিত্রা চামরতুল্য নব মঞ্জুল লতা হস্তে ধা করিয়া বাম ও দক্ষিণদিকে থাকিয়া বিলাসান্তে যুগলকে বিলাসভ বীজন করিতেছেন। গ। তাম্বুলবীটিকা-সম্পুট করকমলে ধারণ কর চম্পক-লতা কম্পিত কলেবরে তাঁহাদের পৃষ্ঠদেশের রূপসম্পত্তি দ



রম্যেন্দুলেখা-কলগীতমিশ্রিতৈর্-বংশীবিলাসানুগুণৈঃ গুণজ্ঞয়া ।
বীণানিনাদ-প্রসরৈঃ পুরস্থয়া, প্রারব্ধরঙ্গৌ কিল তুঙ্গবিদ্যয়া ॥ ঙ
তরঙ্গদঙ্গ্যা কিল রঙ্গদেব্যা, সব্যে সুদেব্যা চ-শনৈরসব্যে ।
সূক্ষ্মাভিমর্শেন বিমৃজ্যমান-স্বেদাশ্রুধারৌ শিচয়াঞ্চলেন ॥ চ ॥ ইতি ২৬ ॥

তদিত্থমভ্যহিতত্বাৎ প্রথমং গ্রন্থস্য ফলং নিরূপিতম্। সম্প্রত্যধিকারিণং নিরূপয়িষ্যন্ তস্য দৌর্লভ্য-কথনায় প্রেমসেবায়া দৌর্লভ্যং কথয়ন্ তাং বিশিনষ্টি-কেশশেষাদ্যগম্যেতি। কো ব্রহ্মা ঈশঃ শিবঃ শেষশ্চ আদি-শব্দাল্লক্ষ্মীপ্রভৃতয়ঃ তৈরগম্যা অপ্রাপ্যা। তথাহি ( ১০।১৬।৩৬ )—'যদ্ বাঞ্ছয়া শ্রী র্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা।' তথা ( ১০।৪৭।৬০ ) 'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ, স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।

করিতেছেন। ঘ। ইন্দুলেখার রমণীয় কল-গানের সহিত বংশীধ্বনির অনুরূপ বীণা-বাদ্যের ঝঙ্কারে সম্মুখবর্ত্তিনী গুণজ্ঞা তুঙ্গবিদ্যা তাঁহাদের কৌতুক বিবৃদ্ধি করিতেছেন। ঙ। বামপার্শ্বে কম্পিত-দেহা রঙ্গদেবী ও দক্ষিণ-পার্শ্বে সুদেবী অবস্থানপূর্ব্বক অতিধীরে মৃদু মৃদু স্পর্শনে বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা তাঁহাদের স্বেদাশ্রুধারা মার্জনা করিতেছেন। চ ॥ ২৬ ॥

এইভাবে এই গ্রন্থ সম্মাননীয় হইতেছেন বলিয়া প্রথমতঃ **গ্রন্থের ফল** নিরূপিত হইল। সম্প্রতি **অধিকারী** নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীপাদ অধিকারির দুর্ল্লভতা বলিবার উদ্দেশ্যে প্রেমসেবারই দুর্ল্লভত্ব বর্ণন করিতেছেন। কেশশেষাদ্যগম্যা—'ক'-শব্দে ব্রহ্মা, ঈশ = শিব, শেষ এবং লক্ষ্মী প্রভৃতিরও অপ্রাপ্য সেই প্রেমসেবা। লক্ষ্মীর দুষ্প্রাপ্যতা-সম্বন্ধে ( ভাগ ১০।১৬ ) বলিতেছেন—"তোমার চরণরেণু-স্পর্শলাভবাঞ্ছায় তোমার ললনা ( কান্তা ) লক্ষ্মী সর্ব্ব কামনা পরিত্যাগ করতঃ নিয়মাবদ্ধ

রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠা, লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্র
সুন্দরীণামি'ত্যাদি শ্রীভাগবতবচনাদ্ রাধাবন্ধোঃ প্রেমসেবা লক্ষ্ম
অপ্যাগম্যেতি। অতো যদা ব্রহ্মাদি-পূজ্যায়া স্তস্যা এবাগম
তদা কিমুত বক্তব্যং ব্রহ্মাদীনামগম্যেতি, কৈমুতিক-ন্যা
তেষামপি তদগম্যতা লভ্যতে। কিঞ্চ ( ৭।৯।২৬ )—'ক্ব
রজঃ প্রভব ঈশ তমোঽধিকেঽস্মিন্, জাতঃ সুরেতরকুলে ক্ব তব
কম্পা। ন ব্রহ্মণো ন চ ভবস্য ন বৈ রমায়া, যন্মেঽর্পিতঃ শির
পদ্মকরঃ প্রসাদ' ইতি শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যাৎ যদা শ্রীনৃসি
প্রসাদোঽপি তেষু দুর্লভ স্তদা তদবতারিণঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদস্যা

---

হইয়া সুদীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি তাহা প্র
হন নাই। ( ১০।৪৭।৬০ ) "রাসোৎসবে এই শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ড
গৃহীতকণ্ঠ ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রসাদ প্রাপ্তি করিয়াছেন—তাহা নিত্য
অনুরাগিণী লক্ষ্মীও পান নাই, কমলগন্ধা স্বর্গনারীগণ তাহা প্রাপ্তি কর
নাই, তখন অন্য নারীগণের কথা আর কি বলিব ?" এই সব
শ্রীভাগবত-বচন দ্বারা বুঝা যায় যে, শ্রীরাধা-প্রাণবন্ধুর প্রেমসেবা লক্ষ্মীর
দুর্লভ, অতএব ব্রহ্মাদির পূজ্যা লক্ষ্মীও যাহা পান না, তাহা ব্রহ্ম
সকলেরই যে মহাদুর্লভ—ইহাই সংসূচিত হইল। আবার ( ৭।৯ )
ঈশ! রজোগুণোৎপন্ন ও তমোবহুল অসুরকুলে উৎপন্ন আমিই
কোথায় ? আর আপনার অনুকম্পাই বা কোথায় ? ব্রহ্মা, শিব, এ
কি রমা প্রভৃতিরও শিরোদেশে যে করকমলার্পণরূপ প্রসাদ অর্পিত
না, কৃপাবশে তাহাই আপনি এই আমার মস্তকে অর্পণ করিলেন।
প্রহ্লাদের এই বাক্যানুসারে যখন নৃসিংহদেবের প্রসাদ-প্রাপ্তিও তাঁহাদে
দুর্লভ, তখন তাঁহাদের অবতারী শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ-প্রাপ্তি ত অ



দুর্লভ এব। অতএব প্রেমসেবা সুতরামগম্যেতি। অপি চ
গোপীত্ব-প্রাপ্তিং বিনা তদীয়প্রেমসেবা ন সংভবতি। ব্রহ্মাদীনাস্তু
গোপীচরণরজঃপ্রাপ্তিরপি দুর্লভেতি শ্রূয়তে। তথাহি বৃহদ্বামনে
ভৃগ্বাদীন্ প্রতি ব্রহ্মণো বাক্যং—'ষষ্টিবর্ষ-সহস্রাণি ময়া
তপ্তং তপঃ পুরা। নন্দগোপব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণূপলব্ধয়ে।
তথাপি ন ময়া লব্ধা স্তাসাং বৈ পাদরেণবঃ॥' ইতি। অন্যেষাং
তর্হি কথং বা লভ্যেত্যপেক্ষায়ামাহ—ব্রজচরিতপরৈ র্গাঢ়লৌল্যৈক-
লভ্যেতি। ব্রজশব্দেন মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতি ন্যায়েন তত্রস্থা ব্রজ-
সুন্দর্যো লক্ষ্যন্তে। তস্য চরিতমাচরণং তাসাং শ্রীকৃষ্ণানুসরণ-
মিতি যাবৎ। তৎপরৈ স্তৎপরায়ণৈঃ পরমাদরেণ তাসামাচরণ-
মাচরদ্ভি রাগানুগীয়ভক্তৈরিত্যর্থঃ। 'গোষ্ঠাধ্বনিবহা ব্রজা'

---

দুর্লভই, সুতরাং ইহাদের পক্ষে প্রেমসেবা লাভ অতি দুর্ঘট। আর
এক কথা—গোপীত্ব-প্রাপ্তি ব্যতিরেকে তদীয় প্রেমসেবাও সম্ভবপর
নহে। ব্রহ্মাদির ত গোপীচরণরজঃ-প্রাপ্তিও দুর্লভ বলিয়াই শুনা যায়।
বৃহদ্বামনে ভৃগুপ্রভৃতিকে ব্রহ্মা বলিতেছেন—'প্রাচীনকালে আমি নন্দগোপ-
ব্রজস্ত্রীগণের পদরেণু প্রাপ্তির আশায় ৬০ হাজার বৎসর তপশ্চর্য্যা
করিয়াছিলাম, কিন্তু তথাপি আমি ঐ রেণু প্রাপ্ত হই নাই। তবে
অন্যব্যক্তি কিরূপে সেই প্রেমসেবা পাইবে ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন
—ব্রজচরিতপরায়ণ ব্যক্তিগণ প্রগাঢ় লোলতামূল্যেই তাহা লাভ করিতে
পারে। এস্থলে 'ব্রজ' বলিতে তত্রত্য ব্রজসুন্দরীগণই লক্ষ্য। ব্রজ-
সুন্দরীদের আচরণ অর্থাৎ কৃষ্ণানুসরণ। তৎপরায়ণ অর্থাৎ পরমাদরে
তাঁহাদের আচরণানুযায়ী অনুষ্ঠানকারী রাগানুগীয়ভক্তবৃন্দ এক্ষণে

ইত্যমরঃ। তাসামাচরণকোক্তমাদিপুরাণে—'ভোগঃ স্বর্গঃ কুলাচা[র]
বিচারঃ সর্বকর্মসু। সর্বং বিহায় ভেজু র্মাং গোপ্য স্তাসু অ[..]
হৃহম্।' তথা—'নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ! নিগূঢ়প্রেমভাজনমিতি।' তৎপরতা
বিহিতাস্তি তত্রৈব—'গোপীভাবেন মামেবং যে ভক্তাঃ সমুপাসতে
তেষু তাস্বিব তুষ্টোঽস্মি সত্যং সত্যং বদাম্যহমিতি।' এবমধিকারি[..]
প্রদর্শ্য সাধনমাহ—গাঢ়লৌল্যেকেতি। গাঢ়মতিশয়ং যল্লৌল্য
তাসাং ভাব-মাধুর্য্যাদৌ লোভবিশেষ স্তেনৈকং কেবলং লভ্য
প্রাপ্যা, 'একে মুখ্যান্যকেবলা' ইত্যমরঃ। তদ্ যথা—নিত্য
বৃন্দাবনগতং শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যুপনিষদাং প্রার্থনায়াং—'কন্দর্পকোটি

---

ব্রজসুন্দরীদের আচরণ কি, তাহাই বলিতেছেন—( আদিপুরাণে
গোপীরা যেরূপ ঐহিক ভোগ, স্বর্গ, কুলাচার, সর্বকর্মবিচা[র]
ইত্যাদি সকল ত্যাগ করিয়া আমাকেই ভজন করিয়াছে—আমি
তাহাদিগকে তদ্রূপ আশ্রয় করিয়াছি। 'হে পার্থ! গোপীগণ নিজ নিজ
অঙ্গকেও মদীয় ভোগ-সাধন মনে করিয়া মার্জন-ভূষণাদি করিয়া থাকেন,
বল দেখি, তাঁহারা ভিন্ন মদীয় নিগূঢ় প্রেমপাত্র আর কি কেহ হইতে
পারে? গোপীভাব-তৎপরতার কথাও আদিপুরাণে বিহিত আছে—
যে সকল ভক্ত আমাকে গোপীভাবে ভজনা করে, আমি তাহাদিগের
প্রতি গোপীদের ন্যায় তুষ্ট হই—একথা আমি সত্য সত্যই বলিতেছি।
এইরূপে অধিকারি-নির্ণয় করিয়া **সাধন** বলিতেছেন—গাঢ়লোলতাতেই
কেবল ঐ প্রেমসেবা লভ্য হইতে পারে। গাঢ় ( অতিশয় ) যে লোল[তা]
( গোপীদের ভাবমাধুর্য্যে লোভবিশেষ ) তাহাতেই কেবল লভ্য (প্রাপ্য)।
এই বিষয়ে নিত্য বৃন্দাবনস্থিত শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপনিষদ্গণের প্রার্থনাই



লাবণ্যে ত্বয়ি দৃষ্টে মনাংসি নঃ। কামিনীভাবমাসাদ্য স্মরক্ষুব্ধান্য-
সংশয়ং। যথা ত্বল্লোকবাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ। ভজন্তি
রমণং মত্বা চিকীর্ষাজনি ন স্তথা॥' অত্র শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—'দুর্লভো
দুর্ঘটশ্চৈব যুষ্মাকং সুমনোরথঃ। ময়ানুমোদিতঃ সম্যক্ সোঽপি
ভবিতুমর্হতীতি॥' ২৭॥

'এক' শব্দেন স্বীয়-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-তটস্থবিরুদ্ধাখ্যানি
পঞ্চবিধসাধনানি ব্যাবর্ত্তন্তে। তত্র বিরুদ্ধানি জ্ঞানবৈরাগ্যকর্মা-
দীনি শুদ্ধভক্তিবিরোধীনি, তদ্ যথা শ্রীএকাদশে ( ২০।৩১ )—
'তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ। ন জ্ঞানং ন চ
বৈরাগ্যং প্রায়ো শ্রেয়ো ভবেদিহ॥' তথা ( ১১।১১।৩২ ) 'আজ্ঞায়ৈব

---

প্রমাণ—"হে কৃষ্ণ! কন্দর্পকোটিলাবণ্যবিজয়ী তোমার দর্শনে আমাদের
মন কামিনীভাবে বিভাবিত হইয়া নিশ্চয়ই কামে মোহিত হইয়াছে।
গোকুলবাসিনীগণ যেমন তোমাকে 'রমণ'-বুদ্ধিতে কামতত্ত্বে ভজনা
করেন, আমরাও তোমাকে সেইভাবে পাইতে উৎকট বাসনা পোষণ
করিতেছি।" তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—'হে শ্রুতিগণ! তোমাদের
মনোরথটি উত্তম বটে, কিন্তু ব্যাপারটি দুর্লভ ও দুর্ঘট। আমার অনুমোদনে
তাহাও সম্যক্ ফলদ হইবে॥ ২৭॥

[ 'লৌল্যেক' পদের 'এক' শব্দের ব্যাবৃত্তি দিতেছেন ] এক-শব্দে
**স্বীয়, স্বজাতীয়, বিজাতীয়, তটস্থ ও বিরুদ্ধ** নামক পঞ্চবিধ সাধনই
নিরাকৃত হইল। তন্মধ্যে **বিরুদ্ধ** সাধন—জ্ঞান, বৈরাগ্য, কর্ম প্রভৃতি
শুদ্ধভক্তিবিরোধী। ( ভাগ ১১।২০ ) অতএব ( ভক্তি অন্যনিরপেক্ষ এবং
অন্য সাধন ভক্তিসাপেক্ষ বলিয়া ) আমার ভক্তিনিষ্ঠ মদেকচিত্ত যোগির

গুণান্ দোষান্ ময়া দিষ্টানপি স্বকান্। ধর্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তম' ইতি। নমু 'জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তি যোগেন যোগিনঃ। ক্ষেমায় পাদমূলং মে প্রবিশন্ত্যকুতোভয়ম্' ইতি শ্রীভাগবতোক্তেঃ (৩।২৫।৪৩), 'বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্। বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণ'মিতি বিষ্ণুপুরাণাচ্চ জ্ঞানবৈরাগ্যাদীনাং ভক্ত্যঙ্গত্ব-প্রতীতেঃ কথং তেষাং ভক্তিবিরোধিত্বমিতি চেদুচ্যতে—'জ্ঞানবৈরাগ্যে'ত্যাদি-বচনানাং জ্ঞানমিশ্রাদিভক্তিপরত্বাৎ, অন্যথা প্রাগুক্ত-'মদ্ভক্তিযুক্তস্তে'ত্যাদীনাং 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।' (গীতা ১৮।৬৬) ইত্যাদীনাঞ্চ শুদ্ধ

বিনা জ্ঞানে ও বিনা বৈরাগ্যে প্রায়শঃই এই জগতে শ্রেয় (সাধন) না হয়। (১১।১১) ভগবান্ কর্তৃক ধর্মশাস্ত্রে যাহা যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে তাহার গুণ-দোষ বিচার পূর্বক তৎসমস্তও পরিত্যাগ করিয়া যে জন কেবল আমারই ভজন করে—সেই ব্যক্তিই সত্তম। **আশঙ্কা**—যোগিগণ ক্ষেম (পরমমঙ্গল)-লাভের জন্য জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা আমার অকুতোভয় পাদপদ্মের সমাশ্রয় করে।' ভাগবতের (৩।২৫।৪৩) এই বচনে এবং পরমপুরুষ বিষ্ণু বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত ব্যক্তিকর্তৃক আরাধিত হন বস্তুতঃ বর্ণাশ্রমাচার ব্যতীত বিষ্ণু-তুষ্টির অন্য উপায় নাই"—বিষ্ণুপুরাণের এই বাক্যেও জ্ঞানবৈরাগ্যাদির ভক্ত্যঙ্গত্ব সাধিত হইলে, তবে কেন তাহাদিগকে ভক্তিবিরোধী বলা হইল? **সমাধান**—পূর্বোক্ত 'জ্ঞানবৈরাগ্য' ইত্যাদি (৩।২৫) বচন জ্ঞানমিশ্রাদিভক্তিপর, অন্যথা তৎপূর্বে উদাহৃত 'মদ্ভক্তিযুক্ত' (১১।২০) ইত্যাদি এবং 'সর্বধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক কেবলমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর, আমিই তোমাকে সর্ব পাপ হইতে



ভক্তি-প্রতিপাদকবচনানাং ভিন্নবিষয়তাপত্তেঃ। অয়মত্রাভিসন্ধিঃ—পরস্পর-বিরুদ্ধানাং বচনানাং বিষয়-বিভাগার্থং ভক্তেঃ কর্মমিশ্রাদি-ভেদান্ কল্পয়ন্ত্যভিযুক্তাঃ। যত্তু মুনিভিঃ পরস্পরবিরুদ্ধমিবোচ্যতে, তচ্চাধিকারি-ভেদবিবক্ষয়া; এবং সতি যত্র যত্র কর্মাদীনাং ভক্ত্যঙ্গত্বং শ্রূয়তে, তানি তানি বচনানি কর্মমিশ্রাদিভক্তিপরাণি, তদ্দার্ঢ্যায়ৈব নান্যপন্থা তত্তোষকারক ইত্যাদ্যুক্তিঃ, যত্র তু 'সর্ব-ধর্মান্ পরিত্যজ্যে'ত্যাদৌ কর্মাদীনাং ভক্ত্যঙ্গত্বং নিষিধ্যতে, তানি শুদ্ধভক্তিপরাণীতি। কিঞ্চ কর্মমিশ্রাদিভক্তে র্যথাযথং সালোক্যাদিমুক্তিঃ ফলং। তদ্‌যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে 'পরং ব্রহ্ম পরং ধাম যোঽসৌ ব্রহ্ম তথা পরম। তমারাধ্য হরিং দেবং মুক্তিং

মোচন করিব—তুমি আর দুঃখ করিও না।' ইত্যাদি গীতোক্ত (১৮।৬৬) শুদ্ধভক্তিপ্রতিপাদক বচনাবলি ভিন্নবিষয়ক বলিয়া কল্পনা করিতে হয়। এস্থলে উদ্দেশ্য এই—পরস্পর বিরুদ্ধ-বচনসমূহের বিষয়-বিভাগ করিবার জন্য পণ্ডিতগণ ভক্তির কর্মজ্ঞানমিশ্রাদি বিভেদ কল্পনা করেন। মুনিগণ যে পরস্পর বিরুদ্ধবৎ বাক্য বলেন—তাহার উদ্দেশ্য কেবল অধিকারিভেদ-বিবক্ষামাত্র। তাহা হইলে যে-স্থানে যে-স্থানে কর্মাদিকে ভক্তির অঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—তাহাতে কর্মমিশ্রাদি ভক্তিকেই গ্রহণ করিবে। এই কর্মমিশ্রাদি ভক্তিরই পোষণ জন্য 'অন্য উপায়ে বিষ্ণুতোষণ হয় না' ইত্যাদি বাক্য উদাহৃত হইয়াছে; যে স্থলে কিন্তু 'সর্বধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক' ইত্যাদি দ্বারা কর্মাদিকে ভক্তির অঙ্গ-মধ্যে গণনা করা হইতেছে না, সেই সব বাক্য শুদ্ধভক্তিপর বলিয়া ধরিতে হইবে। অপর দিকে—কর্মমিশ্রাদি ভক্তির যথাযথ ফল সালোক্যাদি মুক্তি। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"যিনি পরমতত্ত্ব, পরমবিগ্রহ এবং পরব্রহ্ম

প্রাপ্নোতি দুর্লভা'মিতি ; শুদ্ধভক্তে স্তু ভগবদ্দাস্যপ্রাপ্তিঃ, তদ্ য
প্রথমস্কন্ধে ( ৮।৩৬ ) 'শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ স্মর
নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ। ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং ভবপ্রবাহো
পরমং পদাম্বুজমি'তি। কর্মাদি-ফলানাং প্রাপ্তিস্তু শুদ্ধভক্তে
রবান্তরফলং, তদ্ যথা ( ১১।২০।৩২-৩৩ )—'যৎ কর্মভি র্যৎতপ
জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ। যোগেন দানধর্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি
সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গং মদ্ধা
কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতী'তি। অতঃ সাধনকালে ব্যবধানকর্তৃত্বা
বিসদৃশফলদত্বাচ্চ জ্ঞানাদীনি শুদ্ধভক্তি-বিরোধীনি বিরুদ্ধসাধনানি
এতান্যপি শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভেদাত্রিবিধানি। তত্র কৃষ্ণ-তদ্ভক্তকৃপা

---

( নরাকৃতি ) সেই হরিকে আরাধনা করিয়া মানব দুর্লভ মুক্তি লা
করে।" কিন্তু শুদ্ধভক্তির ফল ভগবদ্দাস্য-প্রাপ্তি—যথা ( ১।৮।৩৬
"হে কৃষ্ণ! যে সকল ব্যক্তি তোমার চরিত্র শ্রবণ, গান, উচ্চারণ
সর্বদা স্মরণ করেন, অথবা অন্যে কীর্তন করিলে যাহাদের আনন্দ হয়-
তাহারা অচিরেই জন্ম-পরম্পরানিবারক তোমার চরণারবিন্দ দেখি
পান।" আবার শুদ্ধভক্তির অবান্তর ( আনুষঙ্গিক ) ফলরূপে কর্মাদির
ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যথা (১১।২০), বিবিধ কর্ম-সম্পাদনে, তপশ্চর্যা
জ্ঞানবৈরাগ্যে, যোগে, দানধর্মে এবং অন্যান্য মঙ্গলাচরণে যে যে ফল লা
হয়—তাহা তাহাই সম্যক্ প্রকারে আমার ভক্ত ভক্তিযোগবলে প
লাভ করে—স্বর্গ ই হউক, অপবর্গই হউক, কিম্বা আমার ধামই হউ
যদি কোনও প্রকারে বাঞ্ছা করে, তবে অচিরাৎ তাহা পাইয়া থাকে
অতএব সাধনকালে শুদ্ধভক্তির ব্যবধান করে এবং উত্তর-কালে বিস
( মুক্তি প্রভৃতি ) ফল দান করে বলিয়া জ্ঞানাদি শুদ্ধভক্তিবিরো



জ্ঞাননিষ্ঠানাং শুদ্ধভক্তি-সম্ভবাদ্বিরুদ্ধেষু জ্ঞানং শ্রেষ্ঠং, এবং বৈরাগ্য-দগ্ধানামপি ঘুণাক্ষর-ন্যায়েন তৎসম্ভবাদ্ বৈরাগ্যং মধ্যমং, কর্মজড়ানান্তু কদাপি ভগবদ্ভাগবতকৃপায়া অসম্ভবাৎ ন শুদ্ধভক্তি-গন্ধোঽপীতি কর্ম কনিষ্ঠমিতি। তদুক্তমাকরে [ ভ, র, সি, প ১।২৫ ] 'ভবেৎ কদাচিৎ কুত্রাপি নন্দসূনোঃ কৃপাভরঃ। প্রথমং জ্ঞাননিষ্ঠোঽপি যোঽত্রৈব রতিমুদ্বহেৎ।' তথা [ ভ, র, সি, দ ৫।১১১-১১২ ] 'ফল্গুবৈরাগ্যনির্দগ্ধাঃ শুষ্কজ্ঞানাশ্চ হৈতুকাঃ। মীমাংসকা বিশেষেণ ভক্ত্যাস্বাদ-বহির্মুখাঃ। ইত্যেষ ভক্তিরসিকৈ শ্চৌরাদিব মহানিধিঃ। জরন্মীমাংসকাদ্রক্ষ্যঃ কৃষ্ণভক্তিরসঃ সদা' ইতি। কিন্তু জ্ঞানিনো ভক্তিমার্গ-প্রবেশে শান্তিরতাবেব প্রবেশঃ,

---

বিরুদ্ধ সাধন। ইহারা আবার শ্রেষ্ঠ, মধ্য ও কনিষ্ঠ ভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তকৃপায় জ্ঞাননিষ্ঠ সাধকদের শুদ্ধভক্তি কখনও সম্ভবপর হয় বলিয়া বিরুদ্ধ সাধন-মধ্যে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। এইরূপে বৈরাগ্যদগ্ধ-হৃদয়দিগেরও ঘুণাক্ষর ন্যায়ে কখনও তাহার সম্ভাবনায় বৈরাগ্য মধ্যম। কিন্তু কর্মজড়দিগের কখনও ভগবানের ও ভাগবতের কৃপা-সম্ভাবনা নাই বলিয়া তাহাতে শুদ্ধভক্তির গন্ধ ( লেশ )ও নাই—অতএব কর্ম কনিষ্ঠ সাধন। রসামৃতে উক্ত হইয়াছে—'কখন যদি কাহারও প্রতি নন্দনন্দনের কৃপাতিশয় হয়, তবে সে প্রথমতঃ জ্ঞাননিষ্ঠ হইলেও পরে শ্রীকৃষ্ণরতি লাভ করে।' যাহারা ভক্তিবিষয়ে উদাসীন হইয়া কেবল বৈরাগ্য মাত্র অবলম্বন করিয়াছে, যাহারা শুষ্কজ্ঞানী, ভক্তিতে নিরাদর অথচ তর্কমাত্রেই নিষ্ঠাপর এবং মীমাংসক ( কর্মবাদী ও নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদী )—তাহারা ভক্তিরস-আস্বাদনে বহির্মুখ। অতএব চোর হইতে যেমন মহানিধি রক্ষা করিতে হয়, তদ্রূপ ভক্তিরসিকগণও

কদাচিদ্দাস্তরতৌ বেতি। রাধাবন্ধোঃ প্রেমসেবায়ামত্যন্তবিরুদ্ধমেব তৎ। কিন্তু 'শিবে চ পরমেশানে বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি। সমবুদ্ধ্যা প্রবর্ত্তন্তে তে বৈ ভাগবতোত্তমা' ইত্যাদি বৃহন্নারদীয়বচনপ্রামাণ্যাদন্যদেবতাভজনমপি কর্মমিশ্রাদিভক্তেরেবাঙ্গং, ন তু শুদ্ধভক্তেরিত্যবগন্তব্যং—'যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনাপি মন্যেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুব'মিতি বৈষ্ণবাগমবচনবিরোধাপত্তেরিতি ॥ ২৮ ॥

তটস্থ-সাধনানি বৈধভক্ত্যঙ্গানি, তানি চোক্তানি আকরে [ ভ, র, সি, পূর্ব, ২।৪৩ ] যথা—গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষণম্। বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্। সদ্ধর্মপৃচ্ছা ভোগাদিত্যাগঃ কৃষ্ণস্য হেতবে। নিবাসো দ্বারকাদৌ

---

পূর্ব-মীমাংসক হইতে ভক্তিরসকে সর্বদাই গোপন করিবেন। জ্ঞানিগণ ভক্তিমার্গ-প্রবেশে শান্তিরতিতেই প্রবেশ করে, কখন বা দাস্যরতিও পাইতে পারে, কিন্তু রাধা-প্রাণবন্ধুর প্রেমসেবায় উহা অত্যন্ত বিরুদ্ধই। আর এক কথা—'পরম ঈশান শিব এবং পরমাত্মা বিষ্ণুতে সমবুদ্ধি স্থাপন পূর্বক যাহারা সাধনে প্রবৃত্ত হয়—তাহারাই ভাগবতোত্তম'—এই বৃহন্নারদীয় বচন-প্রমাণে অন্য-দেবতা-ভজনও কর্মমিশ্রাদি ভক্তির অঙ্গ, শুদ্ধভক্তির নহে—ইহাই জানিবে, যেহেতু—'যে ব্যক্তি দেব নারায়ণকে ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবগণের সমকক্ষায় মনে করে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী' এই বৈষ্ণবাগম বচনের সহিত পূর্বকথিত বৃহন্নারদীয়বচনের বিরোধ হইতেছে ॥ ২৮ ॥

**তটস্থ সাধন**—বৈধভক্তির অঙ্গসমূহ, রসামৃতে তাহাদের নাম, স্বরূপ নির্দেশ ও উদাহরণাদি উক্ত আছে। (১) গুরুপদাশ্রয়, (২) কৃষ্ণদীক্ষা



চ গঙ্গাদেরপি সন্নিধৌ ॥ ব্যবহারেষু সর্বেষু যাবদর্থানুবর্ত্তিতা। হরিবাসর-সম্মানো ধাত্র্যশ্বত্থাদি-গৌরবম্ ॥ এষামত্র দশাঙ্গানাং ভবেৎ প্রারম্ভরূপতা। সঙ্গত্যাগো বিদূরেণ ভগবদ্বিমুখৈর্জনৈঃ ॥ শিষ্যাদ্যননুবন্ধিত্বং মহারম্ভাদ্যনুদ্যমঃ। বহুগ্রন্থকলাভ্যাস-ব্যাখ্যাবাদবিবর্জনম্। ব্যবহারেঽপ্যকার্পণ্যং শোকাদ্যবশবর্ত্তিতা। অন্যদেবানবজ্ঞা চ ভূতানুদ্বেগদায়িতা। সেবানামাপরাধানামুদ্ভবাভাবকারিতা। কৃষ্ণতদ্ভক্তবিদ্বেষ-বিনিন্দাদ্যসহিষ্ণুতা। ব্যতিরেকতয়ামীষাং দশানাং স্যাদনুষ্ঠিতিঃ। অস্যাস্তত্র প্রবেশায় দ্বারত্বেঽপ্যঙ্গবিংশতেঃ। ত্রয়ং প্রধানমেবোক্তং গুরুপাদাশ্রয়াদিকং। ধৃতি বৈষ্ণবচিহ্নানাং হরের্নামাক্ষরস্য চ। নির্ম্মাল্যাদেশ্চ তস্যাগ্রে তাণ্ডবং

---

গ্রহণ, (৩) বিশ্বাস সহ গুরুসেবা, (৪) সদাচার-রক্ষা, (৫) সদ্ধর্মবিষয়ে জিজ্ঞাসা, (৬) ভোগত্যাগ, (৭) দ্বারকাদি বা গঙ্গাসমীপদেশে নিবাস, (৮) যাবৎ-নির্বাহ-প্রতিগ্রহ, (৯) হরিবাসর-সম্মান, (১০) ধাত্রী, অশ্বত্থ, গো, বিপ্রাদির পূজা,—এই দশটি সাধনভক্তির প্রারম্ভস্বরূপ। (১১) অবৈষ্ণব-সঙ্গ ত্যাগ, (১২) অনধিকারি-শিষ্যকরণত্যাগ, (১৩) মহৎ আরম্ভে ( মঠাদিনির্মাণ-বিষয়ে ) নিরুদ্যমতা, (১৪) বহুগ্রন্থকলাভ্যাস বর্জন, (১৫) ব্যবহারে অকৃপণতা, (১৬) শোকাদির অবশীভূততা, (১৭) অন্য-দেবনিন্দা-ত্যাগ, (১৮) প্রাণিমাত্রের উদ্বেগ দেওয়া ত্যাগ, (১৯) সেবা ও নামাপরাধ বর্জন, (২০) কৃষ্ণ বা ভক্ত-নিন্দায় অসহিষ্ণুতা—এই দশ অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এই বিংশতি অঙ্গ ভক্তিপ্রবেশের দ্বারস্বরূপ হইলেও গুরুপাদাশ্রয়াদি তিনটিই প্রধান। (২১) বৈষ্ণবচিহ্ন-ধারণ, (২২) দেহে নামাক্ষর ধারণ, (২৩) নির্মাল্যধারণ, (২৪) ভগবদগ্রে নৃত্য, (২৫)

দণ্ডবন্নতিঃ। অভ্যুত্থানমনুব্রজ্যা গতিস্থানে পরিক্রমা। অর্চনং পরিচর্য্যা চ গীতং সংকীর্ত্তনং জপঃ। বিজ্ঞপ্তিঃ স্তবপাঠশ্চ স্বাদো নৈবেদ্যপাদ্যয়োঃ। ধূপমাল্যাদি-সৌরভ্যং শ্রীমূর্ত্তেঃ স্পৃষ্টিরীক্ষণম্। আরাত্রিকোৎসবাদেশ্চ শ্রবণং তৎকৃপেক্ষণং। স্মৃতি ধ্যানং তথা দাস্যসখ্যমাত্মনিবেদনম্। নিজপ্রিয়োপহরণং তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্। সর্ব্বথা শরণাপত্তি স্তদীয়ানাঞ্চসেবনং। তদীয়তুলসীধাত্রী-মথুরা-বৈষ্ণবাদয়ঃ। যথাবৈভবসামগ্রী সদ্‌গোষ্ঠিভির্মহোৎসবঃ। উর্জ্জাদরো বিশেষেণ যাত্রা জন্মদিনাদিষু। শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতি শ্রীমূর্ত্তে-রঙ্ঘ্রি-সেবনে। শ্রীমদ্‌ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ। সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে। নাম-সঙ্কীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ॥ অঙ্গানাং পঞ্চকস্যাস্য পূর্বং বিলিখিতস্য চ। নিখিলশ্রৈষ্ঠ্যবোধায় পুনরপ্যত্র শংসনম্। ইতি কায়হৃষীকান্তঃকরণানামুপাসনাঃ। চতুঃষষ্টিঃ পৃথক্‌সাঙ্ঘাতিক-ভেদাৎ ক্রমাদিমাঃ॥" ইতি—এতান্যপি পূর্ব্বৎ ত্রিবিধানি—তত্র শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-ধ্যান-পরিচর্য্যা-দাস্যভেদকৈঙ্কর্য্য-সখ্যভেদ-মিত্র-বৃত্তি-শ্রীমূর্ত্তিদর্শন-স্পর্শনাদীনি শ্রেষ্ঠানি। এষাং ঝটিতি রত্যুৎ-পাদনদ্বারা লোভোৎপাদকত্বেন রাগানুগাঙ্গেঽপি প্রবেশাৎ। তদুক্তমাকরে [ ভ, র, সি, পূর্ব্ব ২।১৫২ ] 'শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি বৈধভক্ত্যুদিতানি তু। যান্যঙ্গানি তু তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ।' এভ্যঃ কিঞ্চিদ্‌বিলম্বেন রত্যুৎপাদকান্যর্চনবন্দনাদীনি মধ্যমানি; তেভ্যোঽপি বিলম্বেন রত্যুৎপাদকানি সদ্ধর্মপৃচ্ছা-ধাত্র্যশ্বত্থাদি-

---

দণ্ডবৎ প্রণতি, (২৬) শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহদর্শনে অভ্যুত্থান, (২৭) অনুব্রজন, (২৮) ভগবৎস্থানে গমন, (২৯) পরিক্রমা, (৩০) অর্চ্চন, (৩১) পরিচর্য্যা, (৩২) গীত, (৩৩) সংকীর্ত্তন, (৩৪) জপ, (৩৫) বিজ্ঞপ্তি, (৩৬) স্তবপাঠ, (৩৭) নৈবেদ্যা-স্বাদন, (৩৮) চরণামৃতাস্বাদন, (৩৯) ধূপ-মাল্যাদির সৌরভগ্রাণ, (৪০) শ্রীমূর্ত্তি-স্পর্শন, (৪১) শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন, (৪২) আরাত্রিক ও উৎসব দর্শন, (৪৩) শ্রবণ, (৪৪) ভগবৎকৃপার প্রতি নিরীক্ষণ, (৪৫) স্মরণ, (৪৬) ধ্যান, (৪৭) দাস্য, (৪৮) সখ্য, (৪৯) আত্মনিবেদন, (৫০) প্রিয়বস্তুর দান, (৫১) কৃষ্ণার্থে নিখিল-চেষ্টা, (৫২) সর্বথা শরণাপত্তি, (৫৩) তদীয় ( তুলসী ) সেবন, (৫৪) ভাগবত-সেবা, (৫৫) মথুরাদির সেবা, (৫৬) বৈষ্ণবসেবা, (৫৭) ভক্তসহ জন্ম-যাত্রামহোৎসব, (৫৮) কার্ত্তিকমাসের নিয়মসেবা, (৫৯) শ্রীকৃষ্ণজন্মযাত্রা, (৬০) শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রীমূর্ত্তিসেবা, (৬১) রসিকসঙ্গে ভাগবতার্থাস্বাদন, (৬২) সাধু-সঙ্গ, (৬৩) নামকীর্ত্তন, (৬৪) মথুরামণ্ডলে বাস। শেষোক্ত পঞ্চ অঙ্গ পূর্বে কথিত হইলেও অন্যান্য অঙ্গ হইতে এই কয়েকটির প্রাধান্য বুঝাইবার জন্য এস্থলে পুনরুল্লিখিত হইল। এইভাবে ক্রমশঃ পৃথক্ ও সমষ্টিরূপে শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণদ্বারা সাধ্য ৬৪ অঙ্গের উপাসনা কথিত হইল। ইহারাও বিরুদ্ধসাধনবৎ ত্রিবিধ—তন্মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, ধ্যান, পরিচর্য্যা, দাস্যের অবান্তরভেদ কৈঙ্কর্য্য, সখ্যভেদ মিত্রতা, শ্রীমূর্ত্তির দর্শন-স্পর্শনাদি শ্রেষ্ঠ; যেহেতু ইহারা শীঘ্র রতি উৎপাদন দ্বারা লোভ জন্মাইয়া থাকে ও রাগানুগা-মার্গীয় অঙ্গে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে। রসামৃতেও উক্ত হইয়াছে—বৈধী ভক্তিতে শ্রবণকীর্ত্তনাদি যে যে ভক্ত্যঙ্গের কথা বলা হইয়াছে, পণ্ডিতগণ এই রাগানুগা মার্গেও সেই সেই অঙ্গের ( স্বস্বাধিকারানুসারে ) উপযোগিতা স্বীকার করেন। ইহাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিলম্বে রতির উৎপাদক অর্চন, বন্দনাদি মধ্যম, তাহাদের

এষাং চ বক্ষ্যমাণসজাতীয়-বিজাতী
গৌরবাণীনি করিষ্ঠানীতি। সাক্ষাৎপ্রীতিপোষকত্বাভাবা
যেভ্যো বৈলক্ষণ্যাৎ তটস্থত্বং, সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা রত্যুৎপাদনদ্বারা লোভ
স্বীয়েষন্তর্ভাবঃ; তদুক্তমাকরে [ ভ, র, সি, পূর্ব
সাধনত্বাৎ বিরুদ্ধেষন্তর্ভাবঃ। তত্তদ্ভাবাদি-মাধুর্যে শ্রুতে ধী র্যদপেক্ষতে। না
সাধন ১৪৮ ] তত্তদ্ভাবাদি-মাধুর্যে শ্রুতে ধী র্যদপেক্ষতে। বৈধভক্ত্যধিকারী
শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণং। বৈধভক্ত্যধিকারী
ভাবাবির্ভাবনাবধি। অত্র শাস্ত্রং তথা তর্কমনুকূলমপেক্ষতে।
ইতি। ভাবাবির্ভাবনাবধিরত্যুৎপত্তিপর্যন্তং, শাস্ত্রং বিধিবাক্য
তদনন্তরং নাপেক্ষতে ইত্যর্থঃ। ন চ তদনপেক্ষায়াং দোষে
মন্তব্যং, তৎফলস্ত লোভস্য জাতত্বাৎ। তদুক্তমেকাদশে (২০।৩৬

অপেক্ষাও বিলম্বে রতির উৎপাদক সদ্ধর্ম-জিজ্ঞাসা, ধাত্রী-অশ্বত্থাদি-সম্মানাদি
কনিষ্ঠ। ইহারা বক্ষ্যমান সজাতীয় বিজাতীয় সাধন হইতে পার্থক্য বহন
করিয়া তটস্থনাম পাইয়াছে। যেহেতু সাক্ষাৎভাবে প্রীতির পোষক নয়
বলিয়া ইহারা স্বীয় সাধন-মধ্যে গণিত হইল না; সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে
রত্যুৎপাদনে লোভ-সাধকত্ব আছে বলিয়া ইহারা বিরুদ্ধসাধন-মধ্যে
গণ্য নহে। রসামৃতে উক্ত আছে—ব্রজবাসিজনের ভাবমাধুর্য্য শ্রবণ করি
শাস্ত্রযুক্তি-নিরপেক্ষ বুদ্ধিবৃত্তিতে যে উহার প্রাপ্তিবিষয়ক বাসনা জাগে
তাহাকেই লোভোৎপত্তির লক্ষণ বলা হয়। যে পর্য্যন্ত ভাবের আবির্ভা
না হয়, সেই পর্য্যন্তই বৈধী ভক্তির অধিকার। এই বৈধী ভক্তিতে
অনুকূল শাস্ত্র ও যুক্তির অপেক্ষা আছে। ইহাতে বুঝা যায় যে
রতির উৎপত্তি পর্য্যন্তই বিধিবাক্য প্রয়োজন, তৎপরে শাস্ত্রের অপেক্ষা
নাই (অর্থাৎ লোভই তখন প্রবর্ত্তক)। শাস্ত্রের অপেক্ষা নাই বলি
তাহাতে দোষ হয় না, যেহেতু শাস্ত্রীয় শাসনের ফল লোভ প্রাদুর্ভূ



'ন মধ্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ॥' ইতি, কিঞ্চ—বৈধভক্ত্যধিকারিণাং প্রায়শো দাস্যভক্তাবেব লোভো জায়তে, তথাহি তেষাং মহিমজ্ঞানযুক্তঃ প্রেমা জায়তে, তেন চ সার্ষ্ট্যাদিমুক্তিরিত্যুক্তমাকরে [ রসামৃত পূর্ব ৪।৭ ]। ততশ্চ দাসানাং মহিমজ্ঞানমস্ত্যেবেত্যুক্তমবস্তাৎ সার্ষ্টিপদবাচ্যং সমানৈশ্বর্য্যঞ্চ তেষাং সংভবেদেব। 'শ্রিয়ং ভাগবতীং বা স্পৃহয়ন্তি ভদ্রাং পরস্য মে তেঽশ্নুবতে তু লোকে' ইতি কপিলোক্তেঃ ( ভা ৩।২৫।৩৭ )। অন্যথা সিদ্ধান্তবিরোধাপত্তেশ্চ। তথা হ্যাকরে [ লঘুভাগ ১।২১১] 'ভক্তে রব্যভিচারায়াঃ প্রেমসেবৈব যৎফলং। তাদৃশত্রগণাভাবস্য বিদ্বেষেণাপি লভ্যাত॥' ইতি॥ ২৯॥

হইয়াছে। ( ১১।২০।৩৬ ) 'বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ গুণ ও দোষ হইতে উদ্ভূত পুণ্যপাপাদি আমার একান্ত ভক্তগণকে স্পর্শ করেনা।' আর এক কথা—বৈধভক্তিতে অধিকারিদের প্রায়শই দাস্যভক্তিতে লোভ জন্মে, তার জন্য তাহাদের মহিমাজ্ঞানযুক্ত প্রেম হয় এবং ফলে সার্ষ্টি প্রভৃতি মুক্তি লাভ হয় বলিয়া রসামৃতে ( পূর্ব ৪।৭) উক্ত আছে। 'কাজেই দাসদিগের মহিমাজ্ঞান থাকেই এবং সার্ষ্টি-পদবাচ্য সমান ঐশ্বর্য্যলাভও হইতে পারে। যেহেতু শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন—"ভক্তির অনুষঙ্গে মুক্তি লাভ হয়—ভক্ত অতএব মুক্ত ব্যক্তি অবিদ্যা-নিবৃত্তির পর আমার মায়াদ্বারা বিরচিত সত্যলোকাদিগত ভোগসম্পত্তি এবং ভক্তির পশ্চাৎ স্বয়ং উপস্থিত অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য, ভাগবতী শ্রী ( বৈকুণ্ঠের সার্ষ্টি সম্পত্তি ) ও ব্রহ্মানন্দসুখ—এই সকল ভোগে স্পৃহা না থাকিলেও—বৈকুণ্ঠলোকে উপস্থিত হইয়া তাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হয়। অন্যথা ( বৈধ ভক্তগণের সার্ষ্টি প্রভৃতি মুক্তি লাভ না হইলে ) সিদ্ধান্ত-বিরোধ অনিবার্য্য। লঘু-

অথ বিজাতীয়-সাধনং সম্বন্ধানুগা ভক্তিঃ, সা যথাক্ত [ রসামৃতে পূর্ব ২।১৫৯ ] 'সা সম্বন্ধানুগা ভক্তিঃ প্রোচ্যতে সদ্ভিঃ রাত্মনি। যা পিতৃত্বাদি-সম্বন্ধমননারোপণাত্মিকেতি।' এষা ত্রিবিধা—দাস্যানুগা, সখ্যানুগা, বাৎসল্যানুগা চেতি। অত্রাণু কূলে ক্রমেণোত্তমাদিভেদো গ্রাহ্যঃ। তথাহি বিজাতীয়সাধনে সখ্যানুগা ভক্তিঃ শ্রেষ্ঠং সাধনং, রাধাবন্ধোঃ প্রেমসেবাসাধন লোভস্যানুকূলত্বাৎ। দাস্যানুগা মধ্যমং তটস্থত্বাৎ, বাৎসল্যানু কনিষ্ঠং প্রতিকূলত্বাৎ ইতি ॥ ৩০ ॥

অথ সজাতীয়সাধনং কামানুগাভেদ-সম্ভোগেচ্ছাময়ী ভক্তিঃ, যথাকরে [ ভ, র, সি, পূর্ব ২।১৫৩-৪ ] 'কামানুগা ভবেৎ তৃষ্ণা

---

ভাগবতামৃতে উক্ত হইয়াছে—অব্যভিচারিণী ভক্তির ফল কেবল প্রে সেবা, ঐরূপ ( ব্রজে বিলীন হইয়া অবস্থানরূপ ) ব্রজভাব ও শ্রীকৃ কর্তৃক নিহত দৈত্যগণও লাভ করে।' ২৯ ॥

বিজাতীয় সাধন—সম্বন্ধানুগাভক্তি। রসামৃতে (পূর্ব ২।১৫৯) —পণ্ডিত গণ সম্বন্ধানুগাভক্তি তাহাকেই বলেন, যাহাতে সাধক নিজেতে ভগবানে পিতৃত্বাদি সম্বন্ধের অভিমান সবিশেষ চিন্তাকরতঃ আরোপ করে এই সাধনও ত্রিবিধ—দাস্যানুগা, সখ্যানুগা ও বাৎসল্যানুগা। এ গু অনুকূল হইলে ক্রমশঃ উত্তমাদি ত্রিবিধ ভেদও গ্রাহ্য। বিজাতীয় সাধ মধ্যে সখ্যানুগা ভক্তি শ্রেষ্ঠ, যেহেতু রাধাবন্ধুর প্রেমসেবাসাধনে লো আনুকূল্য করে। দাস্যানুগা—মধ্যম সাধন, যেহেতু ইহা তটস্থ ( অনুকূল প্রতিকূল নহে ) আর বাৎসল্যানুগা প্রতিকূল বলিয়া কনিষ্ঠ সাধন ॥ ৩০

সজাতীয় সাধন—কামানুগাভেদ সম্ভোগেচ্ছাময়ী ভক্তি। কামর ভক্তির অনুগতা যে তৃষ্ণা—তাহাকে কামানুগা বলে। উহা সম্ভোগেচ্ছাম



কামরূপানুগামিনী। সম্ভোগেচ্ছাময়ী তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মেতি সা দ্বিধা ॥ কেলিতাৎপর্য্যবত্যেব সম্ভোগেচ্ছাময়ী ভবেৎ। তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা তাসাং ভাবমাধুর্য্যকামিতা ॥ ইতি, তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকায়া অপি মুখ্য-গৌণভেদেন দ্বৈবিধ্যাদ্ গৌণতদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা সজাতীয়সাধনমেব। তথাহি কামরূপা রতি দ্বিবিধা; কামপ্রায়া, কামৈকরূপা চেতি। তত্র কুব্জায়ারতিঃ কামপ্রায়া তদনুগা ভক্তিঃ সম্ভোগেচ্ছাময়ী; ব্রজসুন্দরীণাং রতিঃ কামৈকরূপা, তদনুগা ভক্তিঃ তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা। কামৈকরূপাপি দ্বিবিধা, মুখ্যা গৌণী চেতি। তত্র প্রাগুদাহৃত-'গোপ্যঃ পপ্রচ্ছু' রিত্যগ্নিপুরাণবচনাৎ 'নাংশোঽপ্যস্যত্র রাধায়াঃ প্রেমাদিগুণসম্পদাং। রসেনৈব বিপক্ষাদৌ মিথঃ সাম্যমিবার্প্যতে ॥ ইত্যাকর ( উজ্জ্বল, হরিবল্লভা ৩৫ ) -বচনাচ্চ শ্রীরাধিকারতি মুখ্য-

---

তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী ভেদে দ্বিবিধ। সংপ্রয়োগ কেলিতে তাৎপর্য্য থাকিলে সম্ভোগেচ্ছাময়ী এবং স্বযূথেশ্বরীর ভাবমাধুর্য্য কামনা থাকিলে তত্তদ্ভা-বেচ্ছাময়ী হইয়া থাকে। দ্বিতীয়টিও আবার মুখ্য এবং গৌণভেদে দ্বিবিধ—গৌণতদ্ভাবেচ্ছাময়ী ভক্তিই সজাতীয় সাধন। কামরূপা ভক্তি দ্বিবিধ—কামপ্রায়া ও কামৈকরূপা। তন্মধ্যে মহিষী কুব্জার রতি—কামপ্রায়া, তদনুগা ভক্তিই সম্ভোগেচ্ছাময়ী। ব্রজসুন্দরীদের রতি—কামৈকরূপা, তদনুগতা ভক্তিই তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা। আবার কামৈকরূপাও মুখ্য এবং গৌণভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে পূর্বে উদাহৃত 'গোপ্যঃ পপ্রচ্ছুঃ' গোপীরা জিজ্ঞাসা করিলেন—ইত্যাদি অগ্নিপুরাণের এবং "শ্রীরাধার প্রেমাদি গুণসম্পত্তি-রাশির একাংশও অন্যত্র ( চন্দ্রাবলী শ্যামলা প্রভৃতিতে ) নাই, কিন্তু স্বয়ং রস স্বপুষ্টি-নিমিত্ত রাধাচন্দ্রাবলীর ভাববৈজাত্য থাকিলেও বিপক্ষাদিতে তুল্য-প্রমাণতাই যেন সমর্পণ করে।" উজ্জ্বলের এই

কামৈকরূপা, তদনুগা ভক্তি মুখ্যতদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা। ই
গাঢ়লৌল্যপদেন গৃহীতা ; অন্যথা গাঢ়পদস্য বৈয়র্থ্যাৎ, শ্রী
বন্ধো শ্চরণসেবাবিশেষণে প্রবিষ্টত্বাচ্চ, 'সবিশেষণে হি বিধিনি
বিশেষণমুপসংক্রামতঃ' ইতিন্যায়াৎ। ততো ন্যূনান্যব্রজসু
মাত্রাণাং রতি গৌণকামৈকরূপা, তদনুগা ভক্তি গৌণতদ্
চ্ছাত্মিকা ইতি। এবং বৈধসাধনবতী মহিষীরত্যনুগা রিরংস
সজাতীয়সাধনমেব। যদুক্তমাকরে [ ভ, র, সি পূর্ব ২।১
"রিরংসাং সুষ্ঠু কুর্বন্ যো বিধিমার্গেণ সেবতে। কেবলেনৈ

বচনানুসারে শ্রীরাধিকার রতিই মুখ্যকামৈকরূপা। সুতরাং তদ
ভক্তিই মুখ্যতদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা। ইহাকেই মূল শ্লোকে 'গাঢ়লৌল্য'
নির্দেশ করা হইয়াছে। অন্যথা ( শ্রীরাধা-রতির আনুগত্য না বুঝাই
'গাঢ়' শব্দটির প্রয়োগ ব্যর্থ হয় এবং ঐ 'গাঢ়' পদটি শ্রীরাধা-বন্ধুর
সেবার বিশেষণে প্রবেশ করিয়াছে, যেহেতু এই ন্যায়টি প্রসিদ্ধ
যে, বিশেষণযুক্ত বিশেষ্যের বাধা হইলে বিধি বা নিষেধ বিশে
উপসংক্রামিত হয় *। অন্যান্য ব্রজদেবীগণের রতি শ্রীরাধারতি হ
ন্যূনা, তাহাই গৌণ কামৈকরূপা এবং তদনুগতা ভক্তিই গৌণ-তদ্ভাবে
ময়ী। এইরূপে বৈধসাধনযুক্তা মহিষী-রতির অনুগা রিরংসাও সজা

* বিশেষণযুক্ত বিশেষ্য পদ বাধিত হইলে বিধি ও নিষেধ বিশেষণে উপসংক্রা
যেরূপ 'ঘটাকাশমানয়, নাকাশং' এস্থলে বিশেষ্য পদ আকাশ আনয়নে অস
ঘটযুক্ত আনয়ন ও নিবারণ—এই বিধি ও নিষেধ হওয়ায় ঘটাদিরূপ বিশেষণে উপ
হইল অর্থাৎ ঘট আনয়ন কর—ইহাই বোধ হইল। এস্থলেও তদ্রূপ বিশেষ্য যে
তাহাই মাত্র সাধ্য নহে, গাঢ়লৌল্যোকলতা এই বিশেষণে ( শ্রীরাধার ভাবানুগতা
যে গাঢ়লৌল্য, তাহাই সাধ্যরূপে নির্দেশ হইল।



তদা মহিষীত্বমিয়াৎ পুরে।' তথা চ মহাকৌর্মে—'অগ্নিপুত্রা মহাত্মান স্তপসা স্ত্রীত্বমাপিরে। ভর্তারঞ্চ জগদ্‌যোনিং বাসুদেবমজং বিভুমিতা'ত্র টীকা চ—'তপসা বিধিমার্গেণ অত্র বিধিমার্গোপলক্ষণত্বেন বাসনাদিভেদোঽপি জ্ঞেয়ঃ' ইত্যেষা। তদেবং সজাতীয়সাধনং ত্রিবিধং—তত্র সমর্থারত্যনুগাত্বেন গৌণতদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা মুখ্যং সজাতীয়ং, সম্ভোগেচ্ছাময়ী সাধারণরত্যনুগাত্বাৎ কনিষ্ঠমপি রাগানুগাত্বা ন্মধ্যমং সজাতীয়ং, রিরংসা তু সমঞ্জসারত্যনুগাত্বা ন্মধ্যমং ভবিতুমর্হত্যপি বৈধসাধন-সম্বলিতত্বেন কেলিতাৎপর্য্যবত্ত্বেন কনিষ্ঠমেব সজাতীয়ং সাধনমিতি। সাধারণ্যাদিভেদো যথা আকরে [ উজ্জ্বলে স্থায়িভাব ২৯ ] "সাধারণী নিগদিতা সমঞ্জসাসৌ সমর্থা

সাধনই। রসামৃতে উক্ত আছে—'যিনি সুষ্ঠু রমণাভিলাষী হইয়া বিধিমার্গেই ( মহিষীকান্তত্বময় ধ্যানে, মন্ত্রাদি দ্বারা, এমন কি বল্লবীকান্তত্বময় ধ্যানমন্ত্রাদি দ্বারাও ) কেবল ( ব্রজভাবলিপ্সা ব্যতিরেকে ) সেবা করেন, তিনি দ্বারকাতে কিছুকাল বিলম্বে মহিষীত্ব ( তাঁহাদের আনুগত্য ) প্রাপ্তি করিবেন।' মহাকূর্মপুরাণেও কথিত আছে—'মহাত্মা অগ্নিপুত্রগণ বিধিমার্গে সেবা করিয়া স্ত্রীদেহ প্রাপ্ত হইলেন এবং অজ ও জগৎকারণ বাসুদেবকে পতিরূপে পাইয়াছিলেন।' মূলে 'তপসা' শব্দে বিধিমার্গই লক্ষ্য এবং তাহাতে বাসনাদি-ভেদও অন্তর্নিহিত। তাহা হইলে সজাতীয় সাধনও ত্রিবিধই হইল। সমর্থারতির অনুগতা গৌণ-তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা মুখ্য সজাতীয়, সম্ভোগেচ্ছাময়ী সাধারণী-রতির অনুগা বলিয়া কনিষ্ঠ হইলেও রাগানুগাযুক্ত বলিয়া মধ্যম সজাতীয়, রমণেচ্ছা কিন্তু সমঞ্জসা রতির অনুগতা বলিয়া মধ্যমত্ব যোগ্য হইলেও বৈধসাধনযুক্ততা এবং কেলিতাৎপর্য্যবত্তায় কনিষ্ঠ সজাতীয় সাধন। ইহাদের ভেদ উজ্জ্বলে

চ। কুব্জাদিষু মহিষীষু চ গোকুলদেবীষু চ ক্রমশঃ ॥ মণিবচ্চি
মণিবৎ কৌস্তুভমণিবত্রিধাভিমতা। নাতিসুলভেয়মভিতঃ সুদু
স্থানলভ্যা চেতি ॥" ৩১ ॥

অথ স্বীয়-সাধনানি, তানি চ কামানুগাভেদ-তত্তদ্ভাবেচ্ছ
ভক্ত্যপরপর্যায়স্য গাঢ়লৌল্যস্যৈব সাধনানি—স্বাভীষ্টলীলা
সক্তি—ব্রজবসতি-বাহ্যসেবা-মানসসেবা-শ্রীমূর্ত্তিমাধুরীদর্শনাখ্য
এতেষাং ব্যাবর্ত্তনেঽয়মভিপ্রায়ঃ—যথা শ্রবণাদিভক্তির্জ্ঞানসা
ভবদপি স্বাতন্ত্র্যেণ জ্ঞানফলস্য মোক্ষস্যাপি সাধনং ভবতি,
তত্তৎকথাসক্ত্যাদীনি লোভ-সাধনানি ভবন্ত্যপি লোভফ

---

নিরূপিত হইয়াছে—"রতি—কুব্জা, মহিষী ও ব্রজদেবীগণে ক্রমশঃ সাধ
সমঞ্জসা ও সমর্থাভেদে মণিবৎ, চিন্তামণিবৎ এবং কৌস্তুভমণিবৎ ত্রি
হইয়া থাকে। মণি যেমন অতি সুলভ নহে, তদ্রূপ কুব্জাদি বা
সাধারণী রতিও সর্বত্র সুলভ নহে; চিন্তামণি যেমন সর্বথা সুদু
তদ্রূপ দ্বারকা-মহিষীগণ ব্যতিরেকে সমঞ্জসা রতিও অন্যত্র মহাদু
আবার কৌস্তুভমণি যেমন শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যত্র কুত্রাপি লভ্য ন
তদ্রূপ গোপীগণ ব্যতীত সমর্থারতিও কোথাও লভ্য নহে ॥" ৩১ ॥

স্বীয় সাধন বলিতে কামানুগার অবান্তর ভেদ তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা
অপরপর্যায় 'গাঢ়লৌল্যেরই' সাধনকে বুঝায়। (১) স্বাভীষ্টলীলা
সক্তি, (২) ব্রজে বাস, (৩) বাহ্যদেহে সেবা, (৪) মানসদেহে সে
(৫) শ্রীমূর্ত্তির মাধুরী দর্শন ইত্যাদিই স্বীয় সাধন। ইহাদিগকে বা
করিবার অভিপ্রায় এই—যেমন শ্রবণাদি ভক্তি জ্ঞান-সাধন হই
স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞানফল মোক্ষেরও সাধন হইয়া থাকে, তদ্রূপ স্বাভীষ্ট



স্বসেবায়া অপি স্বাতন্ত্র্যেণ সাধনানি ভবেয়ুরিতি। তানি যথাকরে [ভ, র, সি, পূর্ব, সাধন ১৫০] "কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং। তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥" (১৫১) সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥ তথা (পূর্ব ২।১৫৫) "শ্রীমূর্ত্তের্মাধুরীং প্রেক্ষ্য তত্তল্লীলা নিশম্য বা। তদ্ভাবাকাঙ্ক্ষিণো যে স্যু স্তেষু সাধনতানয়োঃ" ইতি। অনয়োরিতি দ্বিবিধ-কামানুগয়োঃ। এতেষাং নিরতিশয়মাহাত্ম্যস্য সাধারণ্যেন যদ্যপি নাতীব তারতম্যং, তথাপি স্বস্বকার্য্যকরত্বে সাপেক্ষনিরপেক্ষত্বাদেতল্লক্ষণেন কেনাপ্যংশেন ঘটেতাপি চেৎ। তথাহি স্বীয়সাধনেষু তত্তৎকথারক্তিঃ

---

কথাসক্তি প্রভৃতি লোভ-সাধন হইলেও লোভফল নিজসেবারও স্বতন্ত্রভাবে সাধন হইতে পারে। স্বীয় সাধন সম্বন্ধে রসামৃতে—'কৃষ্ণকে ও নিজাভীষ্ট তৎপ্রিয়তম ভক্তকে স্মরণ করতঃ তত্তৎকথায় নিরত হইয়া সমর্থ হইলে শরীর দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনাদিধামে বাস করিবে, অগত্যা মনে মনেও ব্রজে বাস করা উচিত।' 'সাধকরূপে যথাবস্থিত দেহে এবং সিদ্ধরূপে অন্তশ্চিন্তিতদেহে ব্রজস্থ নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রিয়বর্গের ভাবলিপ্সু হইয়া তাঁহাদের আনুগত্যে সেবায় প্রবৃত্ত হইবে।' 'শ্রীমূর্ত্তির মাধুর্য্য-সন্দর্শন করিয়া বা প্রেয়সীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসাদির কাহিনী শ্রবণ করিয়া যাঁহারা সেই ভাবাকাঙ্ক্ষী হয়, তাঁহারাই এ দ্বিবিধ কামানুগা-ভক্তিতে অধিকারী।'

ইহাদের নিরতিশয় মাহাত্ম্যবিষয়ে সাধারণতঃ যদ্যপি বেশী তারতম্য নাই, তথাপি নিজ নিজ কার্য্যকরী হিসাবে সাপেক্ষত্ব ও নিরপেক্ষত্ব বিচার করিলে কিঞ্চিৎ তারতম্য কোনও কোনও অংশে ঘটিতেও পারে। স্বীয়

শ্রেষ্ঠং, অন্যনিরপেক্ষতয়াপি ক্ষিপ্রফলজনকত্বাৎ, অন্যেষাং তু
সাপেক্ষত্বাচ্চ; শ্রীমূর্তিমাধুরীদর্শন-সেবাদ্বয়ক মধ্যমং, সকৃন্মাত্রতত্ত
কথা-সাপেক্ষত্বাৎ, ব্রজবসতি-নিরপেক্ষত্বাচ্চং ব্রজবসতিঃ কনিষ্ঠ
তস্যাশ্চতুর্ণামেকতমস্য নিত্যমপেক্ষণীয়ত্বাৎ। স্ফুটঞ্চৈতদাক
প্রতীয়তে, তত্তৎকথারতশ্চাস্ত্বিত্যত্র তত্তৎকথারতস্যাধিকা
বিশেষণত্বেন তত্র নির্দেশাৎ। তেনৈব তত্তৎকথারতঃ সন্ ব্রজবাস
দিকং কুর্য্যাদিত্যর্থসিদ্ধ্যা সর্বেষাং তত্তৎকথারতি-সাপেক্ষত্বাবগমাৎ
ইতরথা তু তত্তৎকথারতিং কুর্য্যাদিত্যেবোক্তং স্যাৎ। অত্রা
ব্রজবাসস্য নিকটে তৎপাঠ স্তস্যাং তত্তৎসাপেক্ষত্ব-খ্যাপনায়
এবঞ্চ তত্তৎকথারতেরধিকারি-বিশেষণত্বে স্বাঙ্গত্বং ন স্যাদিত্যাশ

সাধনসমূহের মধ্যে তত্তৎ কথারতিই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু ইহা অন্য কোন
সাধনের অপেক্ষা না করিয়াই শীঘ্র ফলপ্রসব করে, কিন্তু অন্য চারি
ইহারই অপেক্ষিত। শ্রীবিগ্রহের মাধুরী দর্শন ও স্বদেহে ও মানসে
সেবাদ্বয় মধ্যম সাধন, যেহেতু ইহাতে একবার মাত্র লীলাকথা-শ্রব
অপেক্ষা করে এবং ব্রজবাসের কোনই অপেক্ষা করে না। ব্রজবসতি
কনিষ্ঠ সাধন, যেহেতু পূর্বোক্ত চারিটী সাধনের একটিকে নিত্য অপে
করে। রসামৃতে এই ভাব পরিব্যক্তই হইয়াছে—'তত্তৎকথারতঃ' প
অধিকারির বিশেষণরূপে ঐ শ্লোকে নির্দিষ্ট হইয়াছে। তাহার
এই যে 'লীলাকথাদিতে নিরত হইয়া ব্রজবাস প্রভৃতি কর্তব্য', সুত
ঐ চারিটী সাধনের প্রত্যেকটিতেই লীলাকথানিষেবণের প্রয়োজনী
বুঝাইতেছে। তাহা না হইলে মূল শ্লোকে 'তত্তৎকথায় রতি করা উচি
এইরূপভাবেই লিখিত হইত। এস্থলেও 'ব্রজবাসের' নিকট 'কথারা
পাঠ ইহাই জ্ঞাপন করিতেছে যে, অন্যান্য সাধনচতুষ্টয় ঐ কথারতি



তল্লীলাং নিশম্যা -বেতি পুনরঙ্গত্বেন নির্দেশ ইতি। তট্টীকা-
কৃদ্ভিস্তু কণ্ঠরবেণৈবোক্তং যথা তত্তৎকথারতিস্তু শ্রেষ্ঠং সাধনং,
বিনাপ্যন্যৈস্তেনৈব কার্য্যসিদ্ধেরিত্যলমিয়তা। তত্র শ্রীমূর্তিদর্শনস্য
লোভসাধনত্বং পাদ্মোত্তরখণ্ডীয় কার্তিকমাহাত্ম্যে প্রবোধনী-নিশায়াং
শ্রীমূর্তেরগ্রতো নৃত্যন্ত্যাঃ শ্চন্দ্রকান্তিনাম্ন্যা গন্ধর্বকন্যায়া বৃত্তান্তে—
"বহ্বীষ্বন্যাসু নারীষু মত্তোঽধিকপ্রীতিমান্। নৃত্যত্যসৌ ময়া সার্দ্ধং
কণ্ঠাশ্লেষাদিভাবকৃৎ। ইত্থং মনোরথং বালা কুর্বতী নৃত্য উৎসুকা।
হরিপ্রীত্যা চ সর্বাং তাং রাত্রিমেবাত্যবাহয়ৎ॥ ন পতিং কাময়েৎ
কঞ্চিৎ ব্রহ্মচর্যাস্থিতা সদা। তামেবং মূর্তিং ধ্যায়ন্তী চন্দ্রকান্তি

অপেক্ষিত। এইভাবে 'তত্তৎকথারতি' অধিকারির বিশেষণ (নিরূপক)
হইলেও কিন্তু ইহাকে 'অঙ্গ' বলা যায় না—এই আশঙ্কা করিয়া পুনরায়
'সেই সেই লীলা শ্রবণ করিয়া' (রসামৃত পূর্ব ২।১৫৫) ইত্যাদি বাক্যে
অঙ্গরূপেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। উহার টীকাকার শ্রীপাদ শ্রীজীবও সাক্ষাৎ-
ভাবেই বলিয়াছেন—'তত্তৎকথারতি কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাধন, কারণ অন্যান্য
সাধন ব্যতিরেকেও ইহাতেই কার্য্যসিদ্ধি হয়।

শ্রীমূর্তি-দর্শন যে লোভ-সাধন, তাহা পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে কার্তিক-
মাহাত্ম্যে প্রবোধনী-রাত্রিতে শ্রীমূর্তির অগ্রভাগে নৃত্যপরায়ণা চন্দ্রকান্তি-
নামিকা গন্ধর্বকন্যার বৃত্তান্তে জানাইতেছে—"শ্যামসুন্দর বহুনারীমধ্যে
মৎপ্রতি অধিক প্রীতিমান্ হইয়া কণ্ঠালিঙ্গনাদি ভাব সহকারে আমার
সহিত নৃত্য করিতেছেন"; বালা চন্দ্রকান্তি এই মনোরথ বহন করিয়াই
নৃত্যকৌতুকী হইয়াছিল এবং হরি-প্রীতিতে সর্বরাত্রি জাগরণ করিয়াছিল
—সে কোনও পতি কামনা করে নাই, সদাকাল ব্রহ্মচর্য্যেই অবস্থান
করিয়াছিল। সেই মূর্তির ধ্যান করিয়া করিয়া সুন্দরবদনা চন্দ্রকান্তি

রোমাঞ্চোদ্ভেদলক্ষণা। অস্মি
বরাননা। শ্রীকৃষ্ণগাথাং গায়ন্তী রোমাঞ্চোদ্ভেদলক্ষণা। অস্মি
মন্বন্তরে স্নিগ্ধা শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়বার্ত্তয়েতি। এবমন্যেষামুদাহরণানূহ্যানি
ইয়ঞ্চ চন্দ্রকান্তিঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমশিক্ষার্থং কেনাপ্যংশেন গৃহীতাবতা
শ্রীরাধৈব, তদুক্তমভিযুক্তৈঃ [ প্রেমেন্দুসুধা ১১।১২ ] 'গোবিন্দ
প্রেমশিক্ষার্থনটীকৃত-নিজাংশকা। প্রবোধনীনিশানৃত্যমাহাত্ম্যাতি
দর্শিনী। চন্দ্রকান্তিচরী সর্বগন্ধর্বকুলপাবনী'তি; অন্যথা তস্
নিত্যপ্রিয়াত্ব-বিরোধাৎ; তদ্ যথা বৃহদ্গৌতমীয়ে—"সত্ত্বং তত্ত্
পরত্বঞ্চ তত্ত্বত্রয়মহং কিল। ত্রিতত্ত্বরূপিণী সাপি রাধিকা মম বল্লভা
প্রকৃতেঃ পর এবাহং সাপি মচ্ছক্তিরূপিণী।" তথা—'দেবী

শ্রীকৃষ্ণ-গাথা গান করিতে করিতে রোমাঞ্চব্যাপ্ত হইয়াছিল। এ
মন্বন্তরে সেই চন্দ্রকান্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়বার্ত্তা আস্বাদন করিয়া স্নিগ্
(রসাপ্লুতা) হইয়াছিল।" এইভাবে অন্যান্য সাধনের উদাহরণও বোধ্য
শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমশিক্ষাদি দানের জন্য কোনও অংশবিশেষে এ
চন্দ্রকান্তি-স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অভিজ্ঞবর শ্রীপাদ শ্রীরূপ বলিয়াছে
—"জগতে গোবিন্দ-প্রেম শিক্ষা-দানের জন্য যিনি (রাধা) নিজের অংশ
বিশেষকে নটীস্বরূপ করিয়াছেন, যিনি প্রবোধনী (একাদশী) রাত্রিতে
জাগরণপূর্বক নৃত্য-গীতাদির মাহাত্ম্যাতিশয়-প্রদর্শন করিয়াছেন, যি
পূর্বে অংশতঃ চন্দ্রকান্তিরূপে বিরাজমানা ছিলেন এবং তজ্জন্য সক
গন্ধর্বকুলকেই পবিত্র করিয়াছেন।" অন্যথা (সাধনসিদ্ধা চন্দ্রকান্তি
যদি শ্রীরাধা হইয়া থাকেন, তবে) শ্রীরাধার নিত্য-প্রেয়সীত্বে বিরো
হইবে। তিনি যে নিত্যকান্তা, তাহাও বৃহদ্গৌতমীয়ে উক্ত আছে—
'সত্ত্ব (কার্য্যত্ব), তত্ত্ব (কারণত্ব) এবং পরত্ব (কার্য্যকারণতত্ত্বের অতীত)—
এই তত্ত্বত্রয়াত্মক আমি; আমার প্রেয়সী রাধাও ত্রিতত্ত্বরূপিণী, আমি



কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ
সম্মোহিনী পরা।' ইতি, সত্ত্বং কার্য্যতত্ত্বং, তত্ত্বং কারণতত্ত্বং তয়োঃ
কার্য্যকারণয়োঃ পরত্বঞ্চ যত্র তত্তত্ত্বত্রয়মিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

ননু 'সা স্যাৎ প্রাপ্তা যয়া তামি'ত্যনেন মানসসেবায়া অপি প্রেমসেবাকরণত্বং প্রতীয়ত ইতি চেন্ন, লিঙ্ প্রয়োগেন সম্ভাবনামাত্রৈস্তবোক্তত্বাৎ, যয়া মানস্যা সেবয়া লোভোৎপাদনদ্বারা সা প্রেমসেবা প্রাপ্তা স্যাদিতি হি তস্যার্থঃ। তদেবমেকশব্দ-ব্যাবর্ত্তানি পঞ্চবিধসাধনানি ব্যাখ্যাতানি। অত্রেদং বোদ্ধব্যং—বিরুদ্ধসাধনানি জ্ঞানাদীনি সর্বথা হেয়ানি, তটস্থবিজাতীয় শ্বেষ্টসাধনানি তু লোভসাধনত্বেন যথোত্তরমুপাদেয়ান্যেব। এতেষাং সাক্ষাৎ প্রেমসেবাসাধনত্বৈস্তব

যেমন প্রকৃতির পর (অতীত), শ্রীরাধাও আমার শক্তিস্বরূপিণী; এবং
দেবী (দ্যোতমানা) কৃষ্ণময়ী, আরাধিকা, পরদেবতা, সর্বলক্ষ্মীময়ী,
সর্বকান্তি, সম্মোহিনী ও পরা—শ্রীরাধাই। (ইহাদের বিশেষ ব্যাখ্যা
পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে) ॥ ৩২ ॥

'যদ্দ্বারা সেই প্রেমসেবা পাওয়া যায়'—মূল শ্লোকের এই উক্তিতে মানসসেবাও প্রেমসেবার করণ (সাধন)-রূপে প্রতীয়মান হয়—এই কথা বলা চলে না; যেহেতু মূল শ্লোকে 'স্যাৎ' এই ক্রিয়াপদে বিধিলিঙ্ বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়া সম্ভাবনামাত্রেরই দ্যোতন করিতেছে। তাহার অর্থ এই—'যে মানসীসেবায় লোভোৎপাদন দ্বারা সেই প্রেমসেবা-প্রাপ্তি হইতে পারে'। এতক্ষণে 'লৌল্যৈক' পদের 'এক' শব্দের ব্যাবৃত্তি (নিষেধ) রূপে পঞ্চবিধ সাধন ব্যাখ্যাত হইল। এস্থলে বোদ্ধব্য এই—জ্ঞানাদি বিরুদ্ধ সাধনসমূহ সর্বতোভাবে হেয়; তটস্থ, বিজাতীয় ও স্বেষ্ট সাধনাবলি লোভ-সাধন বলিয়া উত্তরোত্তর উপাদেয়ই। সাক্ষাদ্ভাবেই

নিষিদ্ধত্বাৎ, পরম্পরয়া তু যথাযথং প্রেমসেবা-সাধনত্বমস্ত্যেবেতি নমু গাঢ়লৌল্যশব্দেন তত্ত্বাঙ্গাত্মিকা কামানুগা ব্যাখ্যাতা, সা সাধনভক্তিঃ, অতস্তৎসাধ্যপ্রেম্ন এব প্রেমসেবাসাধকতমত্বং যুজ্যতে ন তু তেনান্যথাসিদ্ধায়াস্তস্যাঃ, ব্যক্তশ্চৈতৎ প্রাগুদাহৃতচন্দ্রকান্ত্যু পাখ্যানীয়-বচনেঽস্তীতি চেৎ সত্যং, প্রেম্নোঽবান্তর-ব্যাপারত্বমঙ্গী

---

ইহাদের প্রেমসেবার সাধনত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে, পরম্পরারূপে কিন্তু ইহাদে যথোচিত সাধনত্ব আছেই। **আশঙ্কা**—'গাঢ়লৌল্য' শব্দে তত্ত্বাঙ্গা ত্মিকা কামানুগা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, উহাতে সাধনভক্তি সুতরাং ঐ কামানুগা সাধনভক্তিসাধ্য প্রেমেরই প্রেমসেবার সাধকতম (করণত্ব) যুক্তিযুক্ত হইতে পারে অর্থাৎ ঐ সাধনভক্তিসাধ্য প্রেমই প্রেমসেবার করণ হউক। কিন্তু এইভাবে সাধ্যপ্রে অন্যথাসিদ্ধ* প্রেমসেবা-সাধন হইতে পারে না। পূর্বে উদাহৃত চন্দ্রকান্তি উপাখ্যান-বচনে ইহা সুব্যক্তই হইয়াছে অর্থাৎ তিনি কামানুগা

---

* ন্যায়মতে যে পদার্থ না থাকিলেও কার্য্যের অন্য প্রকারে সিদ্ধি হয়, তদ্রূপ পদার্থকে সেই কার্য্যের অন্যথাসিদ্ধ কহে। যেমন—কুম্ভকার ঘট প্রস্তুত করে, কিন্তু ঘট প্রস্তুত করিবার মৃত্তিকা গর্দভাদি বহন করে, কিন্তু গর্দভ দ্বারা মৃত্তিকা বহন না করাইলেও অন্য প্রকারে মৃত্তিকা আনা হয়। তজ্জন্য গর্দভ অন্যথাসিদ্ধ। কোনও কার্য্য সিদ্ধ করিবার জন্য পূর্ববর্তি যে যে পদার্থ নিতান্ত আবশ্যক, তদ্রূপ পদার্থকে কারণ বলে। সেই কারণে বিশেষ ভেদই—অন্যথাসিদ্ধিরূপ ধর্ম। সেই ধর্ম যাহাতে থাকে—তাহাকে অন্যথাসিদ্ধ বলে, সুতরাং কারণ ভিন্ন সকল পদার্থকেই অন্যথাসিদ্ধ বলা যায়। ইহা পঞ্চবিধ—তন্মধ্যে পঞ্চম হইল [ এস্থলে আলোচ্য ]—যে কার্য্যের নিমিত্ত পূর্বে যে যে পদার্থ নিয়ত আবশ্যক করে—তদ্রূপ পদার্থ ভিন্ন অন্য পদার্থ। যেমন ঘটের জন্য মৃত্তিকা, জল, দণ্ড, চক্রাদি প্রভৃতির আবশ্যক থাকিলেও মৃত্তিকা বহনের জন্য গর্দভাদির বিশেষ আবশ্যকতা নাই, তজ্জন্য ইহাকে অন্যথাসিদ্ধ কহে।



কৃত্য কামানুগায়াঃ প্রেমসেবাকরণত্বমুক্তমিতি সর্বং সুস্থম্। তত্রান্যথাসিদ্ধিলক্ষণং 'অবশ্যক্লৃপ্তনিয়ত-পূর্ববর্ত্তিন এব কারণসম্ভবে তদ্ভিন্নং সর্বমন্যথাসিদ্ধমিতি, করণ-লক্ষণং তত্র পূর্বপক্ষেঽনন্যথা-সিদ্ধনিয়তপূর্ববর্ত্তিকারণং করণমিতি। সিদ্ধান্তে তু ব্যাপারবৎ কারণং করণমিতি জ্ঞেয়মিতি। তস্মাৎ সাধ্বব্যাখ্যি—গাঢ়লৌল্যৈক-লভ্যেতি ॥ ৩৩ ॥

বৈধমানসসেবায়া ব্যাবর্ত্তনায় প্রাসঙ্গিকীং মানসীসেবাং বিশিনষ্টি—ভাব্যাং রাগাধ্বপান্থৈরিতি। রাগাধ্বা রাগানুগা-ভক্তি-মার্গ স্তত্র যে পান্থাঃ পথিকা স্তৈস্তু ভাব্যাং চিন্তয়িতুং যোগ্যাং,

---

সাধনভক্তিকরণে প্রেমসেবা-প্রাপ্তি করিয়াছিলেন। **সমাধান**—সত্যকথা বটে, প্রেমের অবান্তর ব্যাপার অঙ্গীকার করতঃ কামানুগার প্রেমসেবাকরণত্ব কথিত হইয়াছে—এই ব্যাখ্যায় সর্ব আশঙ্কা নিরসন হইল। পূর্বপক্ষের অন্যথাসিদ্ধির লক্ষণ—অবশ্য সামর্থযুক্ত নিয়ত ( নিত্য ) পূর্ববর্ত্তির কারণত্ব সম্ভবপর হইলেও যে কার্য্যের অনুৎপাদকত্ব তাহাকে অন্যথাসিদ্ধি বলে। যেমন ঘট বিষয়ে রাসভাদি। কুম্ভকারের ঘট নির্মাণের অব্যবহিত পূর্বে ঘটনাচক্রে যদি রাসভ আসিয়া উপস্থিত হয়—তবে ত আর তাহাকে ঘটের কারণ বলা যায় না, বাস্তবতঃ রাসভ ঘট নির্মাণ করিতেও পারে না, কিন্তু কার্য্যের ঠিক পূর্ব মুহূর্ত্তে বিদ্যমানতা থাকিলেই যে কার্য্যে তাহার কারণত্ব সম্ভাবিত হইবে, এমন কোনও হেতু নাই। নৈয়ায়িকগণ ইহাকে এক প্রকার অন্যথাসিদ্ধি বলিয়াছেন। পূর্বপক্ষের করণ লক্ষণ—অন্যথাসিদ্ধিশূন্য নিয়তপূর্ববর্ত্তি কারণকেই করণ কহে। সিদ্ধান্তপক্ষে—যে কারণ ব্যাপার নিষ্পন্ন করে, তাহাকেই করণ

'সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্রহী'ত্যত্রোক্তাং শ্রীহরিমাধুর্য্যৈ
ভক্ত-ব্রজবাসিতৎপ্রেষ্ঠজনভাবলুব্ধে রস্তশ্চিন্তিতেন স্বাভীষ্ট
প্রেষ্ঠজনানুগতেন তৎসেবৌপয়িকেন নিজাভীপ্সিত-প্রাপ্যদে
বিরচিতামেব, ন তু বিধিবলেন প্রবর্ত্তমানৈরনেনৈব ( রসামৃ
পূর্ব ২।৭৯) দেহেন মানসৈঃ ষোড়শোপচারাদিভি র্বিরচিতামিত্য
অত্র প্রমাণঞ্চাকরধৃতপুরাণবচনং যথা—'মানসেনোপচারেণ পরি

---

বলে—ইহাই জানিবে। † সুতরাং যুক্তিযুক্তই বলা হইয়াছে যে
প্রেমসেবা—গাঢ়লৌল্যোকলভ্যা ॥ ৩৩ ॥

বৈধ মানসসেবার ব্যাবর্ত্তন করিবার জন্য প্রাসঙ্গিক মানসী সে
বিশেষণ দিয়েছেন—'রাগাধ্বপান্থগণ কর্ত্তৃক ভাব্য'। রাগাধ্বা বলি
রাগানুগা ভক্তিমার্গ, তাহাতে পথিকগণের চিন্তাযোগ্য ( মানসী সেবা
'সাধকরূপে ও সিদ্ধরূপে সেবা করিতে হয়' ইত্যাদি বচনে উক্ত শ্রী
মাধুর্য্য-রসেরই ভক্ত ব্রজবাসি-কৃষ্ণপ্রিয়তমজনের ভাবলোভে অন্তশ্চি
অর্থাৎ স্বাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠজনের অনুগত প্রেমসেবার উপযোগী নিজা
প্রাপ্যদেহে সম্পাদিত যে সেবা তাহাই লক্ষ্য। কিন্তু বিধিবলে (শ
শাসনে ) প্রবর্ত্তমান এই বাহ্যদেহদ্বারা সম্পাদিত মানস ষোড়শ উপ

---

† ব্যাকরণমতে—ক্রিয়ানিষ্পত্তির কারণসমূহ'মধ্যে কর্ত্তান্তরের ব্যবধান-ব্যতি
বস্তুকে ক্রিয়ানিষ্পত্তির কারণ বলিয়া ধরা হয়—তাহাকেই করণ-কারক বলে।
'দাত্রেণ ধান্যং লুনাতি' দাত্রদ্বারা ধান্য ছেদন করিতেছে—এই বাক্যে হস্তাদি ছেদন
নিষ্পত্র কারক হইলেও দাত্র-সংযোগের প্রাধান্যহেতুক কার্য্য নিষ্পন্ন হওয়ায় দাত্রেরই
কারকত্বসিদ্ধ হইল।

ক্রিয়ায়াঃ পরিনিষ্পত্তি র্যদ্ব্যাপারাদনন্তরম্।
বিবক্ষ্যতে যদা যত্র তৎ করণমুদাহৃতম্ ॥ হরিকারিকা ॥



হরিং মুদা। পরে বাঙ্‌মনসাগম্যং তং সাক্ষাৎ প্রতিপেদিরে ॥'
ইতি, উপচারোঽত্র চামরব্যজনাদিরূপঃ, ন তু ষোড়শোপচারাদি-
লক্ষণঃ, পরিচর্য্যেতি বচনাৎ; অন্যথা পূজয়িত্বেত্যেবোক্তং স্যাৎ;
অতএবৈকবচনঞ্চ যেন কেনাপ্যেকেনোপচারেণেত্যর্থঃ। আকরে
[ ভ, র, সি, পূ ২।৭৯ ] চ—সেবাধ্যানমেবোদাহৃতমিদং পদ্যং;
কিঞ্চ বাঙ্‌মনসয়োরগম্যং সাক্ষাৎ প্রতিপেদিরে ইতি দুর্লভ-
লাভোক্ত্যা শীঘ্রপ্রাপ্ত্যুক্ত্যা চ রাগাতিশয়ো ধ্বন্যতে, তেন চ তৎ-
প্রিয়জনানুগত্যাদি সর্বং লভ্যত এব। অনুগতিমাত্রে বচনান্তরঞ্চ
যথা শ্রুতিস্তুতৌ ( ১০।৮৭।২৩ )—'নিভৃতমরুন্মনোক্ষদৃঢ়যোগযুজো

---

বিরচিত হইলে তাহা প্রেমসেবার অনুকূল নহে। ইহার প্রমাণ রসামৃতে
( পূর্ব ২।৭৯ ) ধৃত পুরাণান্তর-বচন—মানস উপচারে আনন্দিত মনে হরির
পরিচর্য্যা করিয়া কোনও কোনও ব্যক্তি অবাঙ্‌মনসোগোচর সেই
হরিকে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন।' এস্থলে 'উপচার' বলিতে চামরব্যজ-
নাদিরূপই বোধ্য। কিন্তু ষোড়শ উপচারাদি নহে, যেহেতু মূল শ্লোকে
'পরিচর্য্যার' উল্লেখ আছে, ষোড়শোপচার অভিপ্রেত হইলে 'পূজা'র
কথাই লিখিত হইত। এইজন্য 'উপচারেণ' এই শব্দে একবচন ব্যবহৃত
হইয়া যে কোনও উপকরণকেই বুঝাইতেছে। রসামৃতে ঐ শ্লোকটি
সেবাধ্যানেরই উদাহরণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। আর এক কথা—'বাক্য-
মনের অগোচর বস্তুকে সাক্ষাৎ প্রাপ্তি করিয়াছেন' বলিতে দুর্লভ লাভ
এবং শীঘ্র প্রাপ্তির ইঙ্গিত থাকায় রাগাতিশয়ই ধ্বনিত হইল এবং ইহাতেই
কৃষ্ণপ্রিয়জনানুগত্য ইত্যাদি সকল অনুষ্ঠানই পাওয়া যাইতেছে।
অনুগতিমাত্রের জন্য অন্য বচনও দেখাইতেছেন—( ভাগ ১০।৮৭ )

'হৃদি যমুনর উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ। স্ত্রিয় উরগে
ভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রি সরো
সুধাঃ ॥' ইতি, অস্যার্থঃ—স্ত্রিয়ো ব্রজসুন্দর্য্যঃ তে তব অঙ্ঘ্রি
শ্চরণারবিন্দপ্রেমময়মাধুর্য্যানি যযুঃ; বয়মপি সমদৃশঃ, সমা
জ্ঞানং ভাবো যাসাং তথাভূতাঃ সত্যঃ সমাস্তাভিস্তুল্যাতাং প্রা
গোপ্যো ভূত্বা তবাঙ্ঘ্রি সরোজসুধাং যযিমেত্যর্থঃ। এবং প্রা
ব্যাহৃতে ( পৃষ্ঠায়াং ৭৮ ) 'গোপীভাবেন যে ভক্তা' ইত্যত্র
তল্লোকবাসিন্য' ইত্যত্র ( পৃঃ ৭৯ ) চ তদনুগতিরনুসন্ধেয়ে
অপি চ 'গোপীভাবেন যে ভক্তা' ইত্যত্র পুংলিঙ্গনির্দ্দেশাৎ পু
মপ্যস্তাং ভক্তাবধিকারঃ। পাদ্মে তু স্পষ্টমেবোক্তং যথা—'

---

শ্রুতিস্তুতি—"মুনিগণ নির্জনে প্রাণায়ামযোগে নিশ্বাসজয়ী হইয়া
মন ও ইন্দ্রিয়-সকলকে দৃঢ়যোগনিষ্ঠ করতঃ হৃদয়ে যে তোমার আরা
করেন, শত্রুগণও শত্রুভাবে সেই ব্রহ্মের অনুধ্যান করতঃ সে ব্রহ্মে প্রা
লাভ করিয়াছিল—ব্রজনারীগণ সেই ভগবান্ তোমারই ভুজগ-দেহস
ভুজদণ্ডের সৌন্দর্য্যরূপ উগ্রবিষে হতবুদ্ধি হইয়া তোমার চরণকমল
প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরাও সেই গোপীদেহ প্রাপ্ত হইয়া গোপী
তোমার পাদপদ্মসুধা লাভ করিতেছি।" এইরূপ পূর্ব্বে উদাহৃত 'গো
ভাবে যে ভক্তগণ আমাকে ভজন করে, আমি তাহাদিগের প্র
গোপীদের ন্যায় সন্তুষ্ট হই—ইহা আমি সত্য সত্যই বলিতেছি' ( পৃঃ
এবং শ্রুতিগণের প্রার্থনা—"গোকুলবাসিনীগণ যেমন কামতত্ত্বে রমণবুদ্ধি
তোমার ভজন করেন, আমরাও তোমাকে সেইভাবে প্রাপ্তি করি
চাহি"—ইত্যাদি (পৃঃ ৭৯) বচনেও গোপী-আনুগত্যই অনুসন্ধেয়। অপি
( "গোপীভাবে যে ভক্তগণ" এই বাক্যে পুংলিঙ্গ নির্দেশ হওয়ায় পুরুষগ



মহর্ষয়ঃ সর্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ। দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তু-মৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্ ॥ তে সর্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে। হরিং সম্প্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাদিতি।' রামং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণং ভোক্তুমৈচ্ছন্ পূর্বং গোপালোপাসকত্বাত্তেষামিত্যর্থঃ ॥৩৪॥

অথ রাগাধ্বনো বৈশদ্যায় তৎপ্রপঞ্চমাকরাল্লিখ্যতে। 'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥ সা ভক্তিঃ সাধনং ভাব প্রেমা চেতি ত্রিধোদিতা।

---

এই ভক্তিতে অধিকারী বলিয়া নির্দেশ করা হইল। পদ্ম-পুরাণে ত স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে—পুরাকালে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ শ্রীগোকুলস্থ শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীগণের অনুগতবাসনাবিশিষ্ট হইয়া রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া তাহা হইতেও অধিকতর সুন্দরদেহ শ্রীকৃষ্ণকে গোকুলে গোপী-স্বরূপে উপভোগ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহাদের নিকট কোনও কথা না বলিলেও কিন্তু কল্পবৃক্ষস্বরূপ তাঁহার নিকট বর লাভ করিয়া দেশান্তরস্থ গোপীগর্ভে স্ত্রীদেহ প্রাপ্তি করতঃ ব্রজে বিবাহ-সূত্রে আগমন করেন এবং সংকল্পমাত্রে শ্রীহরিকে প্রাপ্তি করিয়া ভবার্ণব হইতে মুক্ত হইলেন [ অর্থাৎ প্রপঞ্চাগোচরে পরমানন্দ প্রাপ্তি করিয়াছেন—ইতি অর্থরত্নাল্পদীপিকায় শ্রীল মুকুন্দদাস গোস্বামী ] ॥ ৩৪ ॥

এক্ষণে রাগমার্গের বৃত্তান্ত পরিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যে উহার বিস্তৃত বর্ণনা রসামৃত হইতে লিখিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি বা শ্রীকৃষ্ণ-নিমিত্ত অনুকূল অনুশীলনকে সামান্যতঃ ভক্তি বলে এই অনুশীলন জ্ঞান ও কর্মাদি দ্বারা অনাবৃত এবং অন্য বস্তুর প্রতি স্পৃহাবিহীন হইলেই উত্তমা ভক্তি

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা। নিত্যসি
ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥ বৈধী রাগানুগা চেতি দ্বি
সাধনাভিধা। যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে। শা
নৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে॥ বিরাজন্তীমভিব্যক্তং
বাসিজনাদিষু। রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্য
রাগানুগা-বিবেকার্থমাদৌ রাগাত্মিকোচ্যতে। ইষ্টে স্বার
রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। তন্ময়ী যা ভবেদ্ ভক্তিঃ
রাগাত্মিকোদিতা॥ সা কামরূপা সম্বন্ধরূপা চেতি ভবেদ্দ্বিধা।
কামরূপা সম্ভোগতৃষ্ণাং যা নয়তি স্বতাং। যদস্যাং কৃষ্ণসৌখ্যা
কেবলমুদ্যমঃ। ইয়ন্তু ব্রজদেবীষু সুপ্রসিদ্ধা বিরাজতে।

---

বলা হয়। এই ভক্তি সাধন, ভাব ও প্রেম ভেদে ত্রিবিধ। ইন্দ্রি
প্রেরণা অর্থাৎ শ্রবণ-দর্শনাদি-দ্বারা সাধনীয় ভক্তিকেই সাধনভক্তি
জীবের নিত্যসিদ্ধভাবের (ভক্তির) হৃদয়ে প্রকটনের (উদ্দীপনক
নামই সাধ্যতা (সাধন)। বৈধী ও রাগানুগাভেদে সাধনভক্তি দ্বি
অনুরাগ না জন্মিলে কেবল শাস্ত্র-শাসনভয়ে যাহাতে প্রবৃত্তি জন্মে, ত
বৈধী ভক্তি বলে। ব্রজবাসি-জনাদিতে প্রকাশ্যরূপে বিরাজমা
ভক্তি, তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি কহে। এই রাগাত্মিকার অ
যে ভক্তিসাধন হয়, তাহাকেই রাগানুগা বলে। রাগানুগার পরি
প্রথমতঃ রাগাত্মিকা ভক্তি বিবৃত হইতেছে। অভীষ্ট বস্তুতে যে স্বা
পরমাবিষ্টতা (প্রেমময়ী তৃষ্ণা), তাহার নাম—রাগ। রাগময়ী ভ
রাগাত্মিকা বলে। তাহাও আবার কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা ভেদে দ্বি
যে ভক্তি সম্ভোগ-তৃষ্ণাকে প্রেমময়রূপে পরিণত করে, তাহাকে কা
বলে ; ইহাতে কেবল কৃষ্ণসুখেই তাৎপর্য্য থাকে। এই কামরূপ



প্রেমবিশেষোঽয়ং প্রাপ্তঃ কামপি মাধুরীং। তত্তৎক্রীড়া-নিদানত্বাৎ কাম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ। ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেনং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ। কামপ্রায়া রতিঃ কিন্তু কুব্জায়ামেব সম্মতা। সম্বন্ধরূপা গোবিন্দে পিতৃত্বাদ্যভিমানিতা। অত্রোপলক্ষণতয়া বৃষ্ণীনাং বল্লবা মতাঃ। যদৈশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্যত্বাদেষাং রাগে প্রধানতা। রাগাত্মিকায়া দ্বৈবিধ্যাদ্ দ্বিধা রাগানুগা চ সা। কামানুগা সম্বন্ধানুগা চেতি নিগদ্যতে॥" ইতি॥ ৩৫॥

নৌমীত্যনেন চ নমস্কার আক্ষিপ্যতে ইতি নৈত্যিকং চরিতং প্রত্যস্মি প্রণত ইতি লভ্যতে। তথাহি—যথা সর্বোৎকর্ষ-লক্ষণস্য, জয়ত্যর্থস্য নমস্কারাক্ষেপকত্বং, তথা তাদৃশস্য নৌমীত্যর্থস্যাপি তথাত্বং ;

---

কেবল ব্রজদেবীগণেই সুপ্রসিদ্ধ আছে। ইঁহাদের এই প্রেমবিশেষ কোনও অনির্বাচ্য মাধুরী প্রাপ্ত হইয়া সেই সেই ক্রীড়াকারণ হয় বলিয়া পণ্ডিতগণ এই প্রেমবিশেষকেই 'কাম' শব্দে নিরূপণ করিয়াছেন। এই কারণে উদ্ধবাদি ভগবৎপ্রিয় ভক্তগণও গোপীদের এই প্রেমবিশেষকে প্রার্থনা করিয়াছেন। ব্রজদেবীবৎ বিশুদ্ধ প্রেমাভাববশতঃ কুব্জাতে যে রতি দেখা যায়—তাহাকে পণ্ডিতগণ 'কামপ্রায়া' বলিয়াই সম্মতি দিয়াছেন। 'আমি শ্রীগোবিন্দের পিতা মাতা' ইত্যাদি মননই সম্বন্ধরূপা ভক্তি। বৃষ্ণিগণ ( কোনও কোনও গোপগণও ) সম্বন্ধমাত্রেই কৃষ্ণকে পাইয়াছেন, কারণ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন বলিয়া এই গোপগণেরও রাগাত্মিকা ভক্তিতে অধিকার আছে। রাগাত্মিকা দ্বিবিধা বলিয়া রাগানুগাও—কামানুগা এবং সম্বন্ধানুগাভেদে দুই প্রকার॥ ৩৫॥

মূল শ্লোকে 'নৌমি' শব্দে আক্ষেপে নমস্কার পাওয়া যায় অর্থাৎ নৈত্যিক-চরিত্রকে প্রণাম করিতেছি। যেমন সর্বোৎকর্ষ-লক্ষণ 'জয়তি' শব্দে

স্তুতি হি নিকৃষ্টমপি স্তুত্যং সর্বোৎকৃষ্টং করোতি ইতি স্তুত্য
ধাতূনাং জয়তিনা তুল্যার্থত্বং নির্বিবাদমেবেতি। জয়ত্যর্থস্য তথা
যথা কাব্যপ্রকাশে—'জয়ত্যর্থেন চ নমস্কার আক্ষিপ্যতে' ইতি
প্রত্যস্মি প্রণত ইতি লভ্যতে। যদ্বা—বাচিকনমস্কার এব স্তুতি
যদ্বা স্তুতিরেবাস্তু তথাপি ন কাচিৎ ক্ষতিঃ; তেন চাত্যন্তদৈন্য
বিস্ফারেণ কবীনাং শীলনিধিত্বং ব্যজ্যতে। দৈন্যঞ্চেত্থং ব্রহ্মাদীনা
শ্যাগম্যো শ্রীরাধাকান্তনৈত্যিকচরিত-বর্ণনে ন কাপি শক্তির
কেবলং তন্নমস্করোমীতি। বস্তুতস্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোপদিষ্ট-প্র
স্য জ্ঞাতত্বেন স্বস্য তদনুগৃহীতত্বেন চ তদ্বর্ণন-সামর্থ্যমস্ত্যেবেতি
বর্ণিতং চেমং শ্রীকবিকর্ণপূরৈঃ—'ইহ বিহরতি রাধাকৃষ্ণকুঞ্জাধিকারী

---

নমস্কার বুঝায়, তেমনই সর্বোৎকর্ষ-সূচক 'নৌমি' শব্দেও নমস্কার আ
করে। স্তবের পাত্র যদি নিকৃষ্টও হয়, স্তুতি তাহাকেও সর্বোৎকৃষ্টরূ
প্রতিপন্ন করে, অতএব স্তুত্যর্থধাতুগণও 'জয়তি' ধাতুর সহিত
সমার্থক—ইহাতে কোনও মতদ্বৈধ নাই। 'জয়তি' শব্দে যে নম
বুঝায়, তাহা কাব্যপ্রকাশ হইতে জানা যায়—'জয়তি' শব্দে নমস্কার
আক্ষেপ (আকর্ষণ) করে' অর্থাৎ তাহাকে প্রণত হইতেছি। অ
বাচিক নমস্কারই স্তুতি, অথবা স্তুতিমাত্র হইলেও ক্ষতি নাই; তাহা
দৈন্যাতিশয়-প্রকটনে কবিদিগের স্বভাব-সৌন্দর্যেরই ব্যঞ্জনা ক
দৈন্য এই—ব্রহ্মাদিরও দুর্বোধ্য শ্রীরাধাকান্ত-নিত্যলীলা-বর্ণনে কো
শক্তি নাই, সুতরাং কেবল নমস্কারই করিতেছি। বাস্তবিকপক্ষে
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুকর্তৃক উপদিষ্ট প্রমেয় জানা থাকায় এবং নি
শ্রীগৌরাঙ্গের অনুগৃহীত হওয়ায় ঐ নিত্যলীলা-বর্ণনায় তাঁহার সা
আছেই। শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামিপাদও বলিয়াছেন—'শ্রীরাধা



তদ্ভুতরসরীতেঃ শুদ্ধসিদ্ধান্তধারী॥ সকলসুজনগেয়ঃ কৃষ্ণদাসাভি-
ধেয়ঃ। পদমখিলগুণানাং কোঽপি রাজা কবীনামিতি॥" অতএব
শ্রীরঘুনাথদাস-মহানুভাবৈরপ্যেষাং সঙ্গতিঃ প্রার্থিতাস্তি যথা (মুক্তা-
চরিতে) 'যস্য সঙ্গবলতোঽদ্ভুতা ময়া মৌক্তিকোত্তমকথা প্রচারিতা।
তস্য কৃষ্ণকবিভূপতে ব্রজে সঙ্গতি র্ভবতু মে ভবে ভবে॥' ইতি;
অনেনৈবাস্য পদ্যস্যোত্তমকাব্যত্বং, গ্রন্থস্য চ মহাকাব্যত্বং সিদ্ধম্।
তথা চ মম্মটভট্টঃ—'ইদমুত্তমমতিশায়িনি ব্যঙ্গে বাচ্যাদ্ বুধৈ র্ধ্বনিঃ
কথিত ইতি। ধ্বনিশ্চাত্রার্থশক্ত্যুদ্ভবোঽলঙ্কারেণালঙ্কার-ব্যঙ্গ্য-
লক্ষণঃ। তথাহি নৌমীতি যদ্ বর্ণয়িতুমশক্যং তৎ কেবলং নমস্ক্রি-
য়তে, যথাকথঞ্চিৎ স্তূয়তে বেতি। নত্যা স্তুত্যা বা নৈত্যিকচরিত

---

কুঞ্জের অধিকারী, যুগলকিশোরের রসরীতিবিষয়ক শুদ্ধসিদ্ধান্তপূর্ণ, সকল-
সজ্জন-গীতচরিত্র, নিখিল কল্যাণ-গুণালয় কৃষ্ণদাস নামক কবিরাজ এই
বৃন্দাবনে বিহার করিতেছেন।' এইজন্যই শ্রীপাদ রঘুনাথদাস-গোস্বামীও
ইহার সঙ্গ প্রার্থনা করিয়াছেন—"আমি যাঁহার সঙ্গবলে এই অদ্ভুত
মুক্তাক্রয়-বিক্রয়রূপ অদ্ভুত কথা প্রকাশ করিলাম, এই ব্রজে সেই শ্রীকৃষ্ণদাস
কবিরাজ গোস্বামীর সঙ্গই আমি জন্মে জন্মে প্রার্থনা করিতেছি।" এইজন্যই
এই পদ্যটি উত্তমকাব্যরূপে গণিত হইয়াছে এবং গ্রন্থও 'মহাকাব্য'-আখ্যা
লাভ করিয়াছে। যেহেতু মম্মটভট্ট কাব্যপ্রকাশে বলিয়াছেন—বাচ্য
হইতে ব্যঙ্গে চমৎকারাতিশয় থাকিলে এই কাব্যকে উত্তম বলা যায়।
এই উত্তম কাব্যকে 'ধ্বনি' বলা হয়, কেননা ধ্বনি-পণ্ডিতগণ বলেন যে,
ইহাতে (অর্থশক্তি প্রভৃতি) ধ্বনিত হয় বলিয়া ইহাকে ধ্বনি বলে।
এইস্থলে অলঙ্কার-দ্বারা অর্থশক্ত্যুদ্ভব অলঙ্কার ব্যঞ্জিত হইয়াছে। 'নৌমি'
এই পদের ধ্বনি—যাহা বর্ণনা করিতে শক্তি নাই, তাহাকে কেবল

'উদাত্তং বস্তুনঃ সম্পদিতি'
ত্তোৎকর্ষ-বর্ণনাদুদাত্তালঙ্কারোঽয়ং 'উদাত্তং বস্তুনঃ সম্পদিতি'; সৌশী
তল্লক্ষণম্। তেন চ কবীনাং সাক্ষাদভিজ্ঞতাভিধানস্ত সৌশী
পর্য্যবসানাদ্ ব্যাজস্তুতিরলঙ্কারো ব্যজ্যতে। তস্ত লক্ষণন্তু
'ব্যাজস্তুতি মুখে নিন্দা স্তুতির্বা রূঢ়িরন্যথেতি' রূঢ়িপর্য্যবসানমিতি
মহাকাব্য-লক্ষমাহ দণ্ডী—'সর্গবন্ধো মহাকাব্যমুচ্যতে তস্ত লক্ষণ
আশীর্নমস্ক্রিয়া বস্তুনিদেশো বাপি তন্মুখ'মিতি। (১।১৪) স্তুতিপ
তু বস্তুনির্দেশোঽত্র বোধ্যতে ॥ ৩৬ ॥

ইতি দশশ্লোকীভাষ্যে প্রথমশ্লোকভাষ্যম্।

---

নমস্কার বা যে-কোনও প্রকারে স্তব করা হইতেছে মাত্র; নতি বা
দ্বারা নৈত্যিকচরিত্রের উৎকর্ষ বর্ণনা হওয়ায় এস্থলে 'উদাত্ত' না
অলঙ্কার হইয়াছে। তাহার লক্ষণ—বস্তুর সম্পত্তি-বর্ণনাকেই 'উদা
অলঙ্কার বলে। তাহাতে আবার কবিদের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা না
সৌশীল্য পর্য্যবসিত হইয়া 'ব্যাজস্তুতি' হইয়াছে। ব্যাজস্তুতির ল
এই—বাচ্য নিন্দা ও স্তুতি দ্বারা যদি ক্রমে স্তুতি ও নিন্দা বুঝায়, তাহ
ব্যাজস্তুতি বলে। দণ্ডী মহাকাব্যের লক্ষণ বলিয়াছেন—সর্গবন্ধ (
সর্গে নিবদ্ধ) মহাকাব্য হইয়া থাকে, ইহার প্রথমে আশীর্বাদ, নম
কিম্বা বস্তুনির্দেশ হইয়া থাকে। স্তুতিপক্ষে কিন্তু বস্তুনির্দেশই এ
বুঝাইতেছে ॥ ৩৬ ॥

দশশ্লোকী-ভাষ্যের প্রথম-শ্লোক-ভাষ্য সমাপ্ত ॥

---



অথ পূর্বশ্লোকরচিত-সিদ্ধান্তশেষং সমাপয়ন্ নৈত্যিকং চরিতং সংক্ষেপেণ বর্ণয়ন্নাহ—কুঞ্জাদিতি।

কুঞ্জাদ্ গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যাং
প্রাতঃ সায়ঞ্চ লীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্ গাঃ।
মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াদ্ধাপরাহ্ণে
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদো যঃ স কৃষ্ণোঽবতান্নঃ ॥ ২ ॥

যো নিশান্তে রাত্র্যন্তে কুঞ্জগৃহাদ্ বনান্তর্গতকুঞ্জগৃহাদ্ গোষ্ঠং নন্দীশ্বরাখ্যং পিতৃগৃহং প্রবিশতি, 'গোষ্ঠং গোদোহনস্থান'মিত্যমরঃ, প্রাতঃকালে সায়ংকালে চ দোহনান্নাশনাদ্যাং লীলাং কুরুতে, দোহনং গোদোহনং, অন্নভোজনং, আদ্যশব্দাৎ স্নানাদীনাং গ্রহণম্। সঙ্গবে পূর্বাহ্ণে সখিভিঃ বয়স্যৈঃ সহ গা শ্চারয়ন বিহরতি।

---

পূর্ব শ্লোকে রচিত-সিদ্ধান্তের অবশেষ কহিয়া নৈত্যিক চরিত সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছেন—

যিনি নিশান্তে কুঞ্জ হইতে গোষ্ঠে গমন করেন, প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে গোদোহন ও ভোজন-রূপ লীলা করেন, পূর্বাহ্ণে গোচারণ ও সখাগণের সহিত বিবিধ ক্রীড়া করেন, মধ্যাহ্নে ও রাত্রিকালে বনমধ্যে শ্রীরাধার সহিত বহুবিধ বিলাস করেন, অপরাহ্ণকালে গোষ্ঠে গমন ও সন্ধ্যাকালে সুহৃদ্গণের সহিত ক্রীড়া করেন—সেই শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২ ॥

[ এক্ষণে শ্লোকের প্রতিপদের বিশ্লেষণ ও আস্বাদন দিতেছেন— ] যিনি রাত্রিশেষে বনমধ্যস্থ কুঞ্জগৃহ হইতে নন্দীশ্বর নামক পিতৃগৃহ গোষ্ঠে প্রবেশ করেন, প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে গোদোহন, অন্নভোজন ও স্নানাদি

মধ্যাহ্নে অথ নক্তং রাত্রৌ চ রাধয়া সহ বিপিনে বৃন্দাবন-কু
ঞ্জে সাক্ষাদ্ বিলসতি। অপরাহ্ণে গোচারণং কৃত্বা বৃন্দাবন
ঘোষং ব্রজং যাতি, 'ঘোষ আভীর-পল্লী স্যাদিত্য'মরঃ। প্রদো
রাত্র্যারম্ভে সুহৃদো ব্রজবাসিজনান্ রময়তি চ; বিনাপি চ-কারা
দর্থোঽবগম্যতে, 'অহরহ র্নয়মানো গামশ্বং পুরুষং পশুং বৈবস্ব
ন তৃপ্যতি সুরায়া ইব দুর্মদ' ইতিবৎ। 'প্রদোষো রজনীমু
মিত্যমরঃ। স কৃষ্ণো নোঽস্মান্ অবতাৎ রক্ষতু, স্বরতি-বিতর
জীবয়ত্বিত্যর্থঃ। যদ্বা—স্বসৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যলীলাদি-প্রকা
প্রীণাতু। অন্যথা তদ্বর্ণনস্য কষ্টসাধ্যত্বাৎ। অব রক্ষণ-গ
কান্তি-প্রীতীত্যাদি ধাতুপাঠাৎ। 'ন মামবতি সর্বাপা রক্ষসূ
মেদিনী'তি রঘুবংশীয়ে ( ১।৬৫ ) প্রয়োগাচ্চ। কৃষ্ণ ইতি অ
যুক্তপদোপন্যাসঃ। কর্ষতি স্বমাধুর্য্যবৈদগ্ধ্যাদিনা আকর্ষতী
কৃষ্ণ ইতি তদ্ব্যুৎপত্তেঃ। অত্র প্রবিশতি কুরুতে বিহরতি চার
বিলসতি রময়তীতি বর্ত্তমান-প্রয়োগে লীলানাং নিত্যত্বং সূচিত

---

লীলা করেন, পূর্ব্বাহ্ণে সখাগণসহ গোচারণে বিহার করেন, মধ্যাহ্নে
রাত্রিতে রাধার সহিত বৃন্দাবন-কুঞ্জে সাক্ষাৎভাবে বিলাস করেন, অপরা
গোচারণ করিয়া বৃন্দাবন হইতে ব্রজে আগমন করেন, প্রদোষে ব্রজবা
গণকে আনন্দ দান করেন—সেই শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন অ
নিজ রতিদানে জীবিত করুন। অথবা নিজ সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধ
লীলাদি-প্রকাশনে প্রীতিদান করুন। তাহা না হইলে তাঁহার নিত্য-লীলা
কষ্টসাধ্য হইবে। মূল শ্লোকে 'প্রবিশতি', 'কুরুতে', 'বিহরতি', 'চার
'বিলসতি' এবং 'রময়তি'—এই কয়েকটী পদ বর্ত্তমানকালে প্রযুক্ত হ



তথাহি প্রথমস্কন্ধে ( ১০।২৬ )—'অহো অলং শ্লাঘ্যতমং যদোঃ কুলমহো অলং শ্লাঘ্যতমং মধোর্বনম্। যদেষ পুংসামৃষভঃ প্রিয়ঃ শ্রিয়ঃ স্বজন্মনা চংক্রমণেন চাঞ্চতীতি।' দ্বারকাবাসিভিঃ প্রযুক্তেন 'মধোর্বনং চংক্রমণেন চাঞ্চতীতি' বর্ত্তমান-প্রয়োগেণ লীলানাং নিত্যতা সুব্যক্তা। শ্রীদশমে চ (৯০।৪৮)—'জয়তি জননিবাসো দেবকী-জন্মবাদো যদুবর-পরিষৎ স্বৈ র্দোর্ভি রস্যন্নধর্ম্মং। স্থিরচর-বৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবমিতি।' অত্র জয়তি অস্যন্ বর্দ্ধয়ন্নিত্যাদিপদৈঃ যুগপৎ সর্বাসাং লীলানামভিব্যক্ত্যা

---

লীলাসমূহের নিত্যত্বই সূচনা করিতেছে। ( ভাগ ১।১০।২৬ ) অনুরূপ বর্ণনা আছে—'অহো! যদুবংশ অতিশয় শ্লাঘ্য, কারণ পুরুষোত্তম শ্রীপতি জন্মগ্রহণ করিয়া ইহাকে পূজাস্পদ করিয়াছেন! অহো!! মধুবনও অতি ধন্য, যেহেতু তাহাতে ইনি ইতস্ততঃ পদচারণে তাহাকেও পূজিত করিতেছেন। দ্বারকাবাসিগণ কর্ত্তৃক উচ্চারিত 'মধুবনে পাদচারণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন'—এই বাক্যে বর্ত্তমানকালের ক্রিয়া-প্রয়োগে লীলা সকলের নিত্যতাই দ্যোতন করিতেছে। ( ভাগ ১০।৯০।৪৮ )" যিনি জীবগণের আশ্রয় বা তাহাদের হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে বাস করিতেছেন—শ্রীদেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া একটা বাদ ( কথা ) মাত্র আছে, যাদবশ্রেষ্ঠগণ যাঁহার সভার সভ্য, যিনি স্বীয় বাহুদ্বারা অধর্ম্ম দূরীভূত করিয়া স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রাণিগণেরও দুঃখ নাশ করিয়াছেন—সেই শ্রীকৃষ্ণ মধুর হাস্যমণ্ডিত শ্রীমন্মুখকমলে শ্রীব্রজললনা ও শ্রীমথুরা-দ্বারকাদির কামিনীগণের কাম ( প্রেমাত্মরূপ বিলাস ) উদ্দীপিত করিয়া সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন।" এই শ্লোকে 'জয়তি', 'অস্যন্',

তাসাং নিত্যত্বং স্ফুটমেব। সুব্যক্তমুক্তং পাদ্মে—'অহো অভাগ্য লোকস্য ন পীতং যমুনাজলং। গো-গোপ-গোপিকাসঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহেতি'। স্কান্দে চ—'বৎসৈ র্বৎসতরীভিশ্চ সাকং ক্রীড়তি মাধবঃ। বৃন্দাবনান্তরগতঃ সরামো বালকৈ র্বৃতঃ॥' ইতি, নিষ্কর্ষঃ—প্রকটাপ্রকটভেদেন লীলা দ্বিবিধা, তত্র প্রাকৃতলোক-প্রত্যক্ষীভূতা প্রকটা কাদাচিৎকী, তেষাং পরোক্ষীভূতা অপ্রকটা নিত্যা; তৎপরাণি 'জয়তি জননিবাস' ইত্যাদীনি বচনানি, তদুক্তমাকরে [ লঘুভাগ ১।২৫৮-২৬০ ] 'প্রকটাপ্রকটা চেতি লীলা সেয়ং দ্বিধোচ্যতে। সদানন্তৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈ র্লীলাভিশ্চ স

---

'বর্দ্ধয়ন্' ইত্যাদি পদের প্রয়োগে যুগপৎ সকল লীলারই অভিব্যক্তি হওয়ায় বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকা লীলার নিত্যত্বই পরিস্ফুট হইয়াছে। পদ্মপুরাণে আরও স্ফুটতর উক্তি আছে—"অহো! লোকের কি দুর্ভাগ্য!! যেহেতু যেস্থলে গো, গোপ ও গোপিকাসঙ্গে ( ব্রজলীলায় ) কংসহা ( মথুরালীলা ) নিত্য ক্রীড়া করিতেছেন—সেইস্থলের প্রান্তবাহিনী যমুনার জল পান করিল না!!" স্কন্দপুরাণেও আছে—'মাধব বৎস ও বৎসতরীর সহিত বলরাম ও গোপবালকগণ সমভিব্যাহারে বৃন্দাবন-মধ্যে ক্রীড়া করিতেছেন।' এক্ষণে নিষ্কর্ষ এই—**প্রকট ও অপ্রকট** ভেদে লীলা দ্বিবিধ; প্রাকৃত লোকের প্রত্যক্ষগোচর লীলাপ্রকট বটে, কিন্তু কাদাচিৎকী ( সময়বিশেষে সংঘটমান ); জনগণের পরোক্ষভূতা ( অগোচর ) অপ্রকটলীলা, কিন্তু নিত্য। পূর্ব্বোক্ত 'জয়তি জননিবাসঃ' ইত্যাদি শ্লোক ঐ অপ্রকট-লীলারই বোধক। লঘুভাগবতামৃতেও উক্ত হইয়াছে—"শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকটভেদে দ্বিবিধ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ



লীবাত্তি॥ তত্রৈকেন প্রকাশেন কদাচিজ্জগদন্তরে। সহৈব সপরিবারৈ র্জন্মাদি কুরুতে হরিঃ॥ কৃষ্ণভাবানুসারেণ লীলাখ্যা শক্তিরেব সা। তেষাং পরিকরাণাঞ্চ তং তং ভাবং বিভাবয়েৎ॥ প্রপঞ্চ-গোচরত্বেন সা লীলা প্রকটা স্মৃতা। অন্যাস্ত্বপ্রকটা ভান্তি তাদৃশ্য স্তদগোচরাঃ। তত্র প্রকটলীলায়ামেব স্যাতাং গমাগমৌ। গোকুলে মথুরায়াঞ্চ দ্বারকায়াঞ্চ শার্ঙ্গিণঃ॥ যা স্তত্র তত্রাপ্রকটা স্তত্র তত্রৈব সন্তি তাঃ। ইত্যাহ জয়তীত্যাদি পদ্যাদিকমভীক্ষ্ণশঃ॥' ইত্যাদি; যদ্যপি লীলানাং নিত্যত্বেনৈব তচ্ছ্রীবিগ্রহতা-প্রয়োজনং

---

গোলোকে অনন্ত আত্মীয়গণের সহিত অনন্ত লীলা প্রকট করিয়া সর্ব্বদাই ক্রীড়া করিতেছেন, এবং কদাচিৎ তিনি অনন্ত প্রকাশের মধ্যে এক প্রকাশে ব্রহ্মাণ্ডাবির্ভাবিত শ্রীবৃন্দাবনে প্রকট হইয়া স্বীয় পার্ষদগণের সহিত জন্মাদি মৌষলান্ত লীলা করিয়া থাকেন।' সচ্চিদানন্দময়ী লীলাশক্তিও আবার শ্রীকৃষ্ণের ভাব ( ইচ্ছা ) অনুসারে সেই সেই নিত্য লীলার পার্ষদ-গণমধ্যে লীলারসপোষক আনুকূল্য বা প্রাতিকূল্য উদ্ভাবিত করিয়া দেন। প্রপঞ্চগোচর নিত্যলীলাই প্রকটলীলা এবং প্রপঞ্চে অনাবির্ভাবিত লীলাকে অপ্রকট লীলা বলে। তন্মধ্যে প্রকট-লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের গোকুল, মথুরা ও দ্বারকাধামে গমনাগমন হইয়া থাকে। গোলোকে অনন্ত প্রকাশে প্রকাশিত নিত্য লীলা-মধ্যে যে যে লীলা প্রপঞ্চে আবির্ভাবিত গোকুলাদি-ধামে প্রকট হয়, সেই সেই লীলা আবার অপ্রকটকালে ঐ ঐ ধামের অপ্রকট প্রকাশেও নিত্য বর্ত্তমান থাকে—ইহাই পূর্ব্বোক্ত "জয়তি জননিবাসঃ" ইত্যাদি শ্লোক মুহুর্মুহু উপদেশ করিতেছে।" যদিও লীলাসমূহের নিত্যত্ব প্রতিপন্ন হইলেই

তদ্বিহারস্থানানাং নিত্যত্বমাগতমেব, তথাপি কুতর্কদগ্ধানাং মুখ-মুদ্রণায় তত্রাপি পুরাণাদি-বচনানি লিখ্যন্তে। তথাহি শ্রীদশমে (১৪।২২) ব্রহ্মস্তুতৌ—'ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি।' ব্রহ্মাণ্ডে—'অনাদেয়মহেয়ঞ্চ রূপং ভগবতো হরেঃ। আবির্ভাবতিরোভাবাবস্যোক্তে গ্রহমোচনে।' বৃহদ্বৈষ্ণবে—"নিত্যাবতারো ভগবান্ নিত্যমূর্ত্তির্জগৎপতিঃ। নিত্যরূপো নিত্যগন্ধো নিত্যৈশ্বর্য্যসুখানুভূঃ॥" পাদ্মে (পাতাল ৭৩।১২-১৯) ব্যাসাম্বরীষ-সংবাদে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্যাসবাক্যং—'ত্বামহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি চক্ষুর্ভ্যাং মধুসূদন। যৎ তৎ সত্যং পরং ব্রহ্ম



জগৎযোনিং জগৎপতিম্। বদন্তি বেদশিরস শ্চাক্ষুষং নাথ মেহস্তু তৎ॥" শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—'পশ্য ত্বং দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদ-গোপিতং। ততোঽপশ্যমহং ভূপ বালং কালাম্বুদপ্রভং। গোপ-কন্যাবৃতং গোপং হসন্তং গোপবালকৈঃ। কদম্বমূল আসীনং পীতবাসসমচ্যুতং। তত্রৈবাগ্রে (২৩-২৫)—ততো মামাহ ভগবান্ বৃন্দাবনচরঃ স্মরন্। যদিদং মে ত্বয়া দৃষ্টং রূপং দিব্যং সনাতনং। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং। পূর্ণং পদ্মপলাশাক্ষং নাতঃ পরতরং মম। ইদমেব বদন্ত্যেতে বেদাঃ কারণ-কারণং। সত্যং ব্যাপি পরানন্দং চিদ্‌ঘনং শাশ্বতং শিবমিতি' ॥ ৩৭ ॥

---

শ্রীভগবদ্বিগ্রহ ধারণের প্রয়োজন এবং তাঁহার বিহারস্থানাদির নিত্যত্ব স্থাপিতই হয়, তথাপি কুতার্কিকের মুখবন্ধ করিবার জন্য পুরাণাদি বচন লিখিত হইতেছে। (ভাগ ১০।১৪।২২) ব্রহ্মস্তুতিতে—"অহো! আপনার অবতারসকল ও তত্তৎ-অবতারের লীলাবলির সত্যতাদি সম্বন্ধে অধিক আর কি বলিব? যেহেতু এই মিথ্যাদিরূপ জগৎপ্রপঞ্চ আপনার সম্বন্ধে সত্যাদিরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। আপনি যোগমায়া বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করেন, তজ্জন্য অসৎস্বরূপ নিখিল জগৎ—নিত্যসুখজ্ঞানময় বিগ্রহ, অনন্ত ও অধিষ্ঠানভূত যে আপনি, আপনাতে ইচ্ছাশক্তি-প্রকাশিকা যোগমায়া হইতে আবির্ভাব ও তাহাতে তিরোভাব হইলেও নিত্যস্বরূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে।" ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—'শ্রীভগবান্ শ্রীহরির রূপ অনাদেয় (অজন্য) ও অত্যাজ্য। ঐ রূপের আবির্ভাব ও তিরোভাব গ্রহণ ও মোচন শব্দে উক্ত হইয়া থাকে।' বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—জগদীশ্বর তাঁহার মূর্ত্তি, অবতার, রূপ, গন্ধ, ঐশ্বর্য্য, সুখ ও অনুভব—সবই নিত্য। পদ্মপুরাণে ব্যাস ও অম্বরীষ-সংবাদে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বেদব্যাসের উক্তি—"হে মধুসূদন! আমি এই চক্ষুদ্বারা তোমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। উপনিষৎ সমূহ যাহাকে সত্যস্বরূপ, পরব্রহ্ম, জগৎকারণ ও জগৎপতিরূপে নির্দ্দেশ করেন, হে নাথ! তোমার সেই স্বরূপ আমার চক্ষুর্গ্রাহ্য হউক।' তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'তোমাকে আমি বেদগুহ্য স্বরূপ দেখাইব, তুমি দর্শন কর।' "হে রাজন্! তৎপর আমি (ব্যাস) নবনীরদশ্যাম, গোপী-পরিবেষ্টিত, গোপবালকদের সহিত হাস্যপরায়ণ, কদম্বমূলে সমাসীন, পীতবসনধারী, কিশোরাকৃতি, গোপমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলাম।" সেই পদ্মপুরাণেই অন্যত্র আছে—"তৎপরে বৃন্দাবনবিহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মৃদুমন্দ হাস্যসহকারে আমাকে বলিলেন—'তুমি আমার যেরূপ দর্শন করিলে, ইহা অলৌকিক, সনাতন, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি, পূর্ণ ও পদ্মপলাশলোচন—ইহা হইতে পরতরবস্তু আর আমার কিছু নাই। বেদসমূহ ইহাকেই সর্বকারণকারণ, সর্বব্যাপি, সত্য, পরমানন্দ, শাশ্বত, চিদ্‌ঘন ও মঙ্গলময় বলিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

নম্বু স্বতো নীরূপোঽপি মায়িকরূপেণ দৃশ্যোঽপ স্যাদিতি চেন্ন, যত উক্তং বাসুদেবাধ্যাত্মে 'অপ্রসিদ্ধে স্তদ্‌গুণানাং অনামাসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ। অপ্রাকৃতত্বাদ্ রূপস্যাপ্যরূপোঽসাবুদীর্যাতে ॥' ইতি ; যদা স্বেচ্ছয়া প্রকাশ্যতে, তদৈব দৃশ্যতে, নান্যথা ; তথাহি মোক্ষধর্মে বৃহস্পতিং প্রত্যুপরিচরবসো র্বাক্যং—( মহাভারত শান্তি ৩৩৮।২০ )—'ন শক্যঃ স ত্বয়া দ্রষ্টুমস্মাভি র্বা বৃহস্পতে ! যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতীতি।' দৃশ্যতা চ তস্য স্বেচ্ছাপ্রকাশরূপতয়া স্বয়ং প্রকাশ-শক্ত্যা নেত্রেঽভিব্যক্তিরেব, ন নেত্রবিষয়তয়া যথা নারায়ণাধ্যাত্মে—'নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিভিঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং

---

আশঙ্কা—শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দবিগ্রহবশতঃ স্বয়ং নীরূপ হইয়াও কিন্তু অবতারকালে মায়িক বিশুদ্ধসত্ত্বের যোগে রূপবান্ হইয়া দৃশ্যও হইতে পারেন। **সমাধান**—না, একথা বলিতে পার না ; যেহেতু বাসুদেবাধ্যাত্ম নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—'শ্রীহরির গুণরাশি সমস্ত নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না বলিয়া তিনি 'অনামা' এবং তাঁহার অপ্রাকৃত রূপ বলিয়া তিনি 'অরূপ' বলিয়া কীর্ত্তিত হন। যখন তিনি স্বেচ্ছায় রূপাদি প্রকাশ করেন, তখনই দেখা যায়, তদিচ্ছা না থাকিলে কিছুতেই দেখা যায় না।' মহাভারতীয় মোক্ষধর্মে বৃহস্পতিকে উপরিচরবসু বলিয়াছেন—'হে বৃহস্পতে ! আপনি যে পরদেবতাকে সাক্ষাতে যজ্ঞভাগ দিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে আপনি ও আমরা কেহই সমর্থ নহি। তিনি যে ভক্তকে কৃপা করেন, সেই কেবল তাঁহার দর্শন পায়।' তাঁহার দর্শন বলিতে তাঁহার স্বীয় ইচ্ছায় প্রকাশমান স্বপ্রকাশ-শক্তি দ্বারা নয়নে অভিব্যক্তি ( তাদাত্ম্যাপন্ন হওয়া ) মাত্র,



বিভুমিতি।' অথ পরিকরাণাং ক্রীড়াস্থানানাং চ নিত্যতা যথা পাদ্মে নির্ব্বাণখণ্ডে—'নিত্যং মে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনন্তথা। যমুনাং গোপকন্যাশ্চ তথা গোপালবালকানিতি ॥' বৃহদ্ গৌতমীয়ে চ শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—"ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলং। অত্র যে পশবঃ পক্ষিবৃক্ষাঃ কীটা নরামরাঃ। যে বসন্তি মমাধিষ্ঠে মৃতা যান্তি মমালয়ং ॥ অত্র যে গোপকন্যাশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে। যোগিন্যস্তা ময়া নিত্যং মম সেবাপরায়ণাঃ ॥ পঞ্চ যোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকং। কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী ॥ অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ। সর্বদেবময়শ্চাহং

---

কিন্তু নেত্রের বিষয়ীভূত হইয়া তিনি দৃশ্য হয়েন না। নারায়ণাধ্যাত্মেও উক্ত আছে—'ভগবান্ নিত্য অব্যক্ত হইয়াও নিজ ( কৃপা ) শক্তি দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত হয়েন ; সেই কৃপাশক্তি ব্যতীত স্বরূপতঃ ও গুণতঃ অনন্ত সেই পরমাত্মা শ্রীহরিকে কেই বা দর্শন করিতে পারে ?'

একণে **পরিকরগণেরও ক্রীড়াস্থানের নিত্যতা** প্রতিপাদিত হইতেছে। পদ্মপুরাণ নির্বাণখণ্ডে—"আমার মাথুরমণ্ডল, বৃন্দাবন, যমুনা, গোপকন্যা ও গোপবালক—ইহাদের প্রত্যেককেই নিত্যবস্তু বলিয়া জানিবে।" বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণবাক্য—"এই পরম রম্য বৃন্দাবন কেবল আমারই বাসস্থান। অত্রত্য পশু-পক্ষী কীট-বৃক্ষ, মানুষ বা দেবতা-প্রভৃতি যাহারা আমারই অধিষ্ঠানে বাস করে, তাহারা দেহান্তে আমার আলয়েই গমন করে। এই বৃন্দাবনে যে সকল গোপকন্যা বাস করেন, তাঁহারা আমার সহিত নিত্য মিলিত হইয়া আমার সেবাপরায়ণা হইয়াছেন ; এই বৃন্দাবন পঞ্চ যোজনাত্মক অর্থাৎ বিশ ক্রোশ বিস্তীর্ণ—ইহা আমার দেহস্বরূপ। এই যমুনা সুষুম্না নাড়ীবৎ সর্বদা পরম অমৃত-বাহিনী

ন ত্যজামি বনং ক্বচিৎ ॥ আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবেন্মেঽত্র যুগে যুগে। তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্মচক্ষুষা ॥" ইতি, এবং দশাক্ষরাদি-মন্ত্রেষু তত্র তৎপরিকরসহিতং শ্রীকৃষ্ণং পঞ্চরাত্র-যামল-সংহিতাদিষ্বধ্যেয়ত্বেন বর্ণয়ন্তি চেতি। 'যে বসন্তি মমাধিষ্টে' ইতি বৃন্দাবনস্য প্রকটপ্রকাশো দর্শিতঃ ; 'মৃতা যান্তি মমালয়'মিতি, 'অত্র যা গোপকন্যা' ইতি, 'অদৃশ্যং চর্মচক্ষুষা' ইতি চাপ্রকটপ্রকাশঃ। স এষ প্রকাশো বরাহপুরাণেঽপি দর্শিতোঽস্তি যথা—'অত্রাপি মহদাশ্চর্য্যং পশ্যন্তি পণ্ডিতা নরাঃ। কালিয়হ্রদপূর্বেণ কদম্বো মহিতো দ্রুমঃ। শতশাখং বিশালাক্ষি পুণ্যং সুরভিগন্ধি চ। স চ দ্বাদশমাসানি মনোজ্ঞঃ শুভশীতলঃ ॥ পুষ্পায়তি বিশালাক্ষি !

---

হইয়াছেন। এইস্থানে দেবগণ সূক্ষ্ম ( অপ্রাকৃত ) দেহ ধারণ করিয়া জীববৎ বাস করেন। আমি সর্বদেবময়—কখনও এই বৃন্দাবন ত্যাগ করি না। এইস্থানে প্রতিযুগে আমার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। এই তেজোময় রমণীয় বৃন্দাবন চর্মচক্ষুর অগোচর।" এইভাবে দশাক্ষরাদি মন্ত্রসমূহে বৃন্দাবনে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান—পঞ্চরাত্র, যামল, সংহিতা প্রভৃতিতে বর্ণনা আছে। এই শ্লোকে 'যাহারা আমার অধিষ্ঠানে বাস করে'—এই বাক্য বৃন্দাবনের প্রকট প্রকাশকে লক্ষ্য করিতেছে। 'মৃত্যুর পরে আমার আলয়ে গমন করে', 'এখানে যেসকল গোপকন্যা', 'চর্মচক্ষুর অগোচর' ইত্যাদি বাক্য অপ্রকট প্রকাশকেই সূচিত করিতেছে। এই প্রকাশের কথা বরাহপুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে—'এইস্থলেও পণ্ডিতগণ এক মহাশ্চর্য্য দর্শন করিয়া থাকেন, কালিয়হ্রদের পূর্বদিকে এক মহান্ কদম্ববৃক্ষ আছে ; ইহাতে বহু বহু শাখা এবং ইহার পুষ্প মহাসুগন্ধি। এই বৃক্ষরাজ বারমাসই মনোহর, সুশীতল ও দশদিক্



প্রভাসয়ন্ দিশো দশেতি ॥' তথা 'তত্রাশ্চর্য্যং প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণু বসুন্ধরে। লভন্তে মনুজাঃ সিদ্ধিং মম কর্ম্ম-পরায়ণাঃ। তস্য ত্রোত্তরপার্শ্বেঽশোকবৃক্ষঃ সিতপ্রভঃ। বৈশাখস্য তু মাসস্য শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশী। স পুষ্পতি চ মধ্যাহ্নে মম ভক্তসুখাবহঃ ॥ ন কশ্চিদপি জানাতি বিনা ভাগবতং শুচিমিতি।' তস্য ব্রহ্মকুণ্ডস্যেত্যর্থঃ। শুচিত্বমত্রানন্যবৃত্তিত্বম্। অত স্তাদৃশঃ প্রকাশোঽস্য পৃথিব্যাপি ন জ্ঞায়তে ইত্যায়াতম্। অপ্রকটেঽপি ব্রহ্মকুণ্ডাবস্থিতিস্তু তত্রাপ্যপ্রাকৃতব্রহ্মাণ্ডাদীনাং সদ্ভাবাৎ, যদুক্তং স্কান্দে—"বৃন্দাবনং দ্বাদশকং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতম্। হরিণাধিষ্ঠিতং তচ্চ ব্রহ্মরুদ্রাদি-সেবিতমিতি।" তথা তেষাং তেষাং স্থানানাং লীলানুসারেণ

---

উদ্ভাসিত করিয়া পুষ্পিত হইয়া থাকে। এবং—'হে বসুন্ধরে ! সেই স্থানের এক আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিতেছি, শ্রবণ কর। মৎকার্য্যপরায়ণ মানবগণ এইস্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। সেই ব্রহ্মকুণ্ডের উত্তর দিকে একটি শ্বেতবর্ণ অশোক বৃক্ষ আছে, বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশীতে মধ্যাহ্নকালে সেই বৃক্ষ পুষ্পিত হয়, তাহাতে আমার ভক্তগণের প্রচুর সুখ হয়। বিশুদ্ধ ( অনন্যশরণ ) ভক্ত ব্যতীত এই ব্যাপার কেহই জানিতে পারে না।" ইহাতে বুঝা যায় যে, ঐ প্রকাশটি পৃথিবীরও অজ্ঞাত। অপ্রকটেও যে ব্রহ্মকুণ্ডের অবস্থিতির কথা জানা যায়, তাহা কিন্তু অপ্রকটকালেও অপ্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডাদির বিরাজমানতাতেই সম্ভবপর, যেহেতু স্কন্দপুরাণে উক্ত আছে—'বৃন্দাদেবীকর্তৃক সুরক্ষিত দ্বাদশ বনই বৃন্দাবন। শ্রীহরি এইস্থানে নিত্য অধিষ্ঠান ( বাস ) করেন এবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবগণ এই ধামকে সেবা করেন।' আবার ঐ ঐ লীলাস্থান-

বিস্তারত্ব-সংকুচিতত্বে নানাবিধসময়ানাং যুগপৎ সন্নিবেশাদি চ বোধ্যম্। যথা বৃন্দাবনৈকদেশে ব্রহ্মণোঽসংখ্যব্রহ্মাণ্ড-দর্শনে, যথা চ যমুনৈকপুলিনবিশেষে পরিমিতে ব্রজসুন্দরীভির্বিহরণে। তদুক্তং 'বনিতাশতযূথপ' ইতি ( ভা ১০।২৯।৪৪ ), 'প্রমদাশতকোটিভি-রাকুলিতে' ইতি ( আগমে ) চ। যথা নন্দীশ্বরাদ্দশদ্বাদশক্রোশাদি-ব্যন্তরিতেঽপি গোবর্দ্ধনবৃন্দাবনাদিষু ঘটিকাপলমাত্রেণাভিসরণাদৌ; তত্র প্রমাণং (১০।২২।৮) তু—'ভগবাংস্তদভিপ্রেত্য কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ। বয়স্যৈরাবৃত স্তত্র গতস্তৎকর্ম্মসিদ্ধয়ে ॥' ইত্যাদি ব্রজ-বসতিস্থানাদতিদূরেঽপি যমুনাতীরে সূর্য্যোদয়-সমকাল এব গমনাৎ; সূর্য্যোদয়সমকালতা চ ( ১০।২২।২ ) 'আপ্লুত্যাম্ভসি কালিন্দ্যাং জলান্তে চোদিতেঽরুণে। কৃত্বা প্রতিকৃতিং দেবীমানর্চ্চু র্নৃপ! সৈকতীমিতি' বচনাদিতি। যথৈব চ নারদদৃষ্টযোগমায়া বৈভবে প্রাতস্ত্যা-মাধ্যাহ্নিক-সায়ন্তনানাং যুগপৎ প্রবৃত্তৌ। অন্যচ্চোক্তমা-করে—[ লঘুভাগ ১।২৮০ ] যথা—'স্বৈঃ স্বৈ লীলা-পরিকরৈর্জনৈ-র্দৃশ্যানি নাপরৈঃ। তত্তল্লীলাত্তবসরে প্রাদুর্ভাবোচিতানি হি॥ আশ্চর্য্যমেকদৈকত্র বর্ত্তমানান্যপি ধ্রুবং। পরস্পরমসংপৃক্ত-স্বরূপাণ্যেব সর্বথা॥ কৃষ্ণবাল্যাদি-লীলাভি র্ভূষিতানি সমন্ততঃ। শৈলগোষ্ঠবনাদীনাং সন্তি রূপাণ্যনেকশঃ॥ [ ত্রিভিরন্বয়ঃ ]।

---

সমূহ লীলানুসারে বিস্তারিত ও সঙ্কুচিত হয়, নানাবিধ সময়ের ( বসন্ত-নীতাদি ) যুগপৎ সম্মিলনাদিও ইহাতে সংঘটিত হয়—ইহাই বুঝিতে হইবে। দৃষ্টান্ত—বৃন্দাবনের একদেশে ব্রহ্মা অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়াছিলেন, যমুনার একটিমাত্র পুলিনের পরিমিত স্থলবিশেষে কোটি কোটি ব্রজসুন্দরীগণ সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিয়াছেন। ( ভাগ ১০।২৯)—'শ্রীকৃষ্ণ শত শত বনিতাযূথের অধিপতি' 'প্রমদাশতকোটি কর্ত্তৃক রাসমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল'—ইত্যাদি। নন্দীশ্বর হইতে দশ বা দ্বাদশ ক্রোশ ব্যবধানে গোবর্দ্ধন ও বৃন্দাবনাদিতে অত্যল্পকাল মধ্যেও অভিসার প্রভৃতিতে লীলাস্থলের সঙ্কুচিততা দেখা যায়। ইহার প্রমাণ ( ভাগ ১০।২২।৮ )—'যোগেশ্বর ( লব্ধসার্বজ্ঞাদিসিদ্ধি )- গণেরও আরাধ্য নিত্য স্বাভাবিক সর্বশক্তি-সমন্বিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপকন্যাদিগের সেই ব্রতের তাৎপর্য্য স্ব-প্রাপ্তি-বিষয়ক বুঝিয়া তাঁহাদিগের ব্রতাচরণের ফলদান জন্য দাম, সুদাম, বসুদাম ও কিঙ্কিণি নামক বয়স্য-চতুষ্টয়ে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই যমুনাতীরে আগমন করিলেন।' এই শ্লোকে দেখা যায় যে, ব্রজবসতিস্থান হইতে অতিদূরে যমুনাতীরেও সূর্য্যোদয় সমকালেই শ্রীকৃষ্ণ গমন করিয়াছেন। সূর্য্যোদয় সমকালেই যে গিয়াছিলেন—তাহারও প্রমাণ ( ১০।২২।২ )—'অরুণোদয়কালে গোপীরা স্নান করিয়া যমুনাজলসমীপে বালুকাময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিয়াছিলেন।' অন্য দৃষ্টান্তও আছে—দ্বারকায় নারদ ঋষি যে যোগমায়াকৃত বৈভব দেখিয়াছেন, তাহাতে প্রাতঃকালীন, মাধ্যাহ্নিক ও সায়ন্তন-লীলা-সমূহের যুগপৎ প্রবৃত্তিই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। লঘুভাগবতামৃতে অন্য কথাও আছে—শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাদি লীলাসমূহে বিভূষিত যে সকল পর্বত, গোষ্ঠ এবং বনাদির অসংখ্য প্রকাশ নিত্য বিরাজমান এবং তত্তদ্দেশীয় তত্তল্লীলাকালে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রাদুর্ভাব-যোগ্য যে সব বহুস্থাবলি, তাহা স্ব স্ব লীলাপরিকরেরাই দর্শন করিতে সমর্থ, তদ্ভিন্ন অন্য কেহই দর্শন করিতে পারে না। এক সময়ে একস্থানে বর্ত্তমান থাকিয়াও ঐ সকল বস্তু যে পরস্পর অবিমিশ্রভাবে থাকে, উহাও নিশ্চয় আশ্চর্য্যের বিষয়। শ্রীকৃষ্ণলীলা-দর্শনে যোগ্য ( অধিকারী ) ও

লীলাতোঽপি প্রদেশোঽস্য কদাচিৎ কিল কৈশ্চন। শূন্য এবেক্ষ্যতে দৃষ্টিযোগ্যৈরপ্যপরৈরপি॥ তথা (২৮৩) "প্রাকৃতেভ্যো গ্রহেভ্যোঽন্যে চন্দ্রসূর্য্যাদয়স্তু তে। লীলাস্থৈরনুভূয়ন্তে তথাপি প্রাকৃতা ইবেতি॥" ৩৮॥

তদেবং শ্রীবৃন্দাবনস্যাপ্রকটঃ প্রকাশঃ প্রদর্শিতঃ। ইদানীং প্রকটলীলা-সমাপ্তৌ তত্রৈব সপরিকরস্য তস্য প্রবেশঃ প্রদর্শ্যতে। তদ্ যথা পাদ্মোত্তরখণ্ডে (২৭৯।২৪-২৭) দন্তবক্রবধানন্তরং শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজে প্রত্যাগমনমভিধায় মাসদ্বয়ং তত্র তেন ক্রীড়িতমিতি চোপবর্ণোক্তং—"অথ তত্রস্থা নন্দাদয়ঃ পুত্রদার-সহিতাঃ পশুপক্ষিমৃগাদয়ো বাসুদেব-প্রসাদেন দিব্যরূপধরা বিমানারূঢ়াঃ

অযোগ্য (অনধিকারী) এই উভয়বিধ ব্যক্তিরাই বৃন্দাবনীয় স্থানসমূহ লীলাত্য হইলেও লীলাকৌতুকবশতঃ কখন কখন শূন্যরূপে দর্শন করেন। ভগবদ্ধামে লীলোপযোগী যে অপ্রাকৃত চন্দ্র-সূর্য্যাদি, তাহা প্রাকৃত চন্দ্র-সূর্য্যাদি হইতে ভিন্ন হইলেও কিন্তু প্রকটলীলার পরিকরগণ মাধুর্য্য পোষিকা-লীলাশক্তির প্রভাবে ঐ অপ্রাকৃত চন্দ্রাদিকেও প্রাকৃতের ন্যায় অনুভব করেন। [এইরূপে সুস্থির হইল যে, ধামত্রয়ে শ্রীকৃষ্ণ নিত্যই বিহার করিতেছেন]॥ ৩৮॥

এইরূপে শ্রীবৃন্দাবনীয় অপ্রকটপ্রকাশের বিষয় দেখান হইল। এক্ষণে প্রকট-লীলা সমাপ্ত হইলে অপ্রকট-প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণের সপরিকর প্রবেশ দেখান হইতেছে। পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে—দন্তবক্রবধের পরে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে পুনরাগমন করিয়া দুই মাস ক্রীড়া করিলেন—এই বর্ণনার পরে বলা হইয়াছে—অনন্তর ব্রজলীলার অপ্রকট-কাল উপস্থিত হইলে নিত্যসিদ্ধ নন্দাদি গোপগণ, শ্রীকৃষ্ণ ও যশোদা প্রভৃতি এবং তত্রত্য



পরমবৈকুণ্ঠমাপুরিতি।" কৃষ্ণস্তু নন্দগোপব্রজৌকসাং সর্বেষাং নিরাময়ং স্বপদং দত্ত্বা দিবি দেবগণৈঃ সংস্তূয়মানো দ্বারাবতীং বিবেশেতি চ; ব্যাখ্যাতঞ্চৈতদ্ গন্তমাকরে (লঘু-ভাগ ১।২৭৪-২৭৫) যথা—ব্রজেশাদে-রংশভূতা যে দ্রোণাদ্যা অবাতরন্। কৃষ্ণস্তানেব বৈকুণ্ঠে প্রাহিণোদিতি সাম্প্রতম্। প্রেষ্ঠেভ্যোঽতিপ্রিয়তমৈ র্জনৈ র্গোকুলবাসিভিঃ। বৃন্দাবনে সদৈবাসৌ বিহারং কুরুতে হরিঃ॥ স্কান্দাযোধ্যামহিমনি সৌমিত্রেঃ শ্রূয়তে যথা। তথাহি—'ততঃ শেষাত্মতাং যাতং লক্ষ্মণং সত্যসঙ্গরং। উবাচ মধুরং শক্রঃ সর্বস্য চ স পশ্যতঃ॥ ইন্দ্র উবাচ—'লক্ষ্মণোত্তিষ্ঠ শীঘ্রং ত্বমারোহস্ব পদং স্বকম্। দেবকার্য্যং কৃতং

পশুপক্ষী ও মৃগাদি বৃন্দাবনীয় লীলার অপ্রকট-প্রকাশে গোলোকে তিরোহিত হইলেন। পরে নন্দাদির অংশস্বরূপ দ্রোণাদি বৈকুণ্ঠপার্ষদগণ শ্রীবাসুদেব-প্রসাদে দিব্যরূপ ধারণ করতঃ বিমানারূঢ় হইয়া পরমবৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ আবার নন্দগোপাদি সকলকে নিরাময় স্বপদে (গোলোকে) পাঠাইয়া স্বর্গে দেবগণ-কর্ত্তৃক স্তুত হইতে হইতে দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন। এই গদ্য-সম্বন্ধে লঘুভাগবতামৃতে দুইটি কারিকা আছে—নিত্যগোলোক-পার্ষদ নন্দাদির অংশভূত মথুরায় অবতীর্ণ দ্রোণাদি মূর্ত্তি সকলকে শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে পাঠাইয়াছেন। এই প্রকার সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত; অতি প্রিয়তম গোকুলবাসিগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে সর্বদাই বিহার করিতেছেন। স্কন্দপুরাণে অযোধ্যা-মাহাত্ম্যে লক্ষ্মণ-বিষয়েও এইরূপ বর্ণনা শুনা যায়। যথা—অনন্তর ইন্দ্র অনন্তদেবের সহিত সাযুজ্যপ্রাপ্ত ও সত্যপ্রতিজ্ঞ লক্ষ্মণকে সর্বজন-সমক্ষে সুমধুরভাবে

বীর ত্বয়া রিপুনিসূদন। বৈষ্ণবং পরমং স্থানং প্রাপ্নুহি স্বং সনাতনম্। ভবন্মূর্ত্তিঃ সমায়াতা শেষোঽপি বিলসৎফণঃ। ইত্যুক্তা সুর-রাজেন্দ্রো লক্ষ্মণং সুরসত্তমঃ। শেষং প্রস্থাপ্য পাতালে ভূভার-ধরণক্ষমম্॥ লক্ষ্মণং যানমারোপ্য প্রতস্থে দিবমাদরাদিতি। কেচিৎ পুনরেবং ব্যাচক্ষুঃ—অত্র নন্দাদয়ঃ পুত্রদারসহিতা ইতি শ্রীমন্নন্দস্য তদ্বর্গমুখ্যস্য পুত্রঃ শ্রীকৃষ্ণ এব, দারাশ্চ শ্রীযশোদৈব ইতি প্রসিদ্ধ-মপি পুত্রদারশব্দোক্ত্যা তত্তদ্রূপৈরেতৈঃ সহ তত্র প্রবেশ ইতি গম্যতে। বিমানেন তেষাং পরমবৈকুণ্ঠপ্রস্থাপনঞ্চ প্রাপঞ্চিক-জনস্য বঞ্চনার্থমেব প্রপঞ্চিতম্। বস্তুতস্তু তদদৃশ্যে বৃন্দাবনস্যৈব

---

বলিলেন—"হে লক্ষ্মণ! শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় রথে আরোহণ কর। হে বীর! হে শত্রুতাপন! তুমি দেবকার্য্য সম্পাদন করিয়াছ—এক্ষণে স্বীয় সনাতন পরম বৈষ্ণব-ধামে গমন কর। তোমার অংশভূত ফণাবলি-মণ্ডিত অনন্তদেবও সমাগত হইয়াছেন।" তদনন্তর দেবগণ-বেষ্টিত দেবরাজ লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া ও তাঁহার অংশভূত ভূভার-সমর্থ অনন্তদেবকে পাতালে পাঠাইয়া আদরপূর্ব্বক লক্ষ্মণকে বিমানে আরোহণ করাইয়া স্বয়ং স্বর্গে গমন করিলেন।' কেহ কেহ পুনরায় এইরূপ ব্যাখ্যা করেন—'নন্দাদি গোপগণ পুত্র-দার সহিত'—এস্থলে গোপরাজ নন্দের পুত্র বলিতে শ্রীকৃষ্ণই বোধ্য, দারা শব্দে শ্রীযশোদাই বাচ্য—এই তথ্য প্রসিদ্ধ হইলেও 'পুত্রদার' শব্দের উক্তিবশে বুঝা যায় যে, ঐ ঐ (পুত্রদার) প্রভৃতির স্ব-স্বরূপ সহিত অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। বিমানযোগে তাঁহাদের পরমবৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির ব্যাপারও প্রাপঞ্চিকজনকে বঞ্চনা করিবার জন্যই বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবিক-পক্ষে



প্রকাশবিশেষে প্রবেশনমিতি। এবমেব দ্বারকায়াস্তত্র পরিকরাণাঞ্চ নিত্যত্বাদিকং সর্ব্বং বোধ্যম্। তদ্ যথৈকাদশে (৩১।২৩) 'দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ। বর্জয়িত্বা মহারাজ! শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্॥ নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদন' ইতি। পাদ্মে—"অথ ব্রহ্মাদিদেবানাং তথা প্রার্থনয়া ভুবঃ। আগতোঽহং গণাঃ সর্ব্বে জাতাস্তেঽপি ময়া সহ॥ এতে হি যাদবাঃ সর্ব্বে মদ্গণা এব ভামিনি! সর্ব্বথা মৎপ্রিয়া দেবি! মত্তুল্যগুণশালিনঃ" ইতি। তেষাং নিত্যলীলা-প্রবেশপরিপাটী চ যথা স্বাকরে [লঘুভাগ ১।২৭৬] লীলাঞ্চাপ্রকটাং তত্র দ্বারবত্যাং চিকীর্ষুণা। স্বয়ং প্রকাশ্যতে তেন মুনিশাপাদি-কৈতবম্। দেবাদ্যংশাবতারেণ যে তু

---

কিন্তু প্রপঞ্চের অগোচর বৃন্দাবনেরই প্রকাশ-বিশেষে প্রবেশ করান হইয়াছে। এইভাবেই দ্বারকার এবং তত্রত্য পরিকরদের নিত্যত্বাদি বুঝিতে হইবে। (ভাগ ১১।৩১।২৩), হে রাজন্! শ্রীহরি দ্বারকা ত্যাগ করিলে সমুদ্র ক্ষণকালমধ্যে শ্রীমদ্ ভগবদালয় ব্যতীত অন্য সকল স্থান প্লাবিত করিয়াছিল। 'শ্রীভগবান্ মধুসূদন ঐ স্থানে নিত্য সন্নিহিত আছেন। পদ্মপুরাণে—পৃথিবীর ও ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনায় আমি আসিয়াছি এবং সকল দেবতারাও আমার সহিত আবির্ভূত হইয়াছে। হে ভামিনি! এই যাদবগণ সকলেই আমারই গণ (পরিকর), হে দেবি! ইহারা সর্ব্বতোভাবে আমারই প্রিয় এবং আমার ন্যায় গুণশালী। দ্বারকাবাসিগণের নিত্যলীলাপ্রবেশ-পরিপাটী লঘুভাগবতামৃতে এইভাবে বর্ণিত আছে—শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রকট দ্বারকালীলাকে অপ্রকট করিতে ইচ্ছা করেন, তখন মুনি-শাপাদি ছল প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণের অবতারকালে

বৃষ্ণিষ্ববাতরন্। ক্ষীরাব্ধিশায়িরূপস্তৈঃ সার্দ্ধং স্বপদমাপ্নুয়াৎ। তৈঃ সার্দ্ধং ভগবান্ কৃষ্ণো নিত্যলীলাপরিকরা যে স্যু র্বভ্রুবরাদয়ঃ। তৈঃ সার্দ্ধং ভগবান্ কৃষ্ণো দ্বার্বত্যামেব দীব্যতীতি।" তদেবমুভয়ত্রাপ্রকটপ্রকাশে তেষাং প্রবেশন-প্রকারো দর্শিতঃ। প্রবেশ্য চ তত্রস্থিতানামপ্রকট-প্রকাশানামেষু প্রকটচরপ্রকাশেষন্তর্ভাবনং কৃতম্। যথা প্রকট-লীলায়াং ষোড়শসহস্রকন্যাবিবাহে শ্রীনারদদৃষ্টযোগমায়াবৈভবে চ লীলাশক্ত্যা যুগপৎ সর্বত্র স্বয়মাবির্ভূয় সর্বেষ্বেবান্তঃপুরেষু যাদবানাং প্রকাশানন্তর্ভাব্য পশ্চাৎ স্বীয়স্বরূপে স্বীয়প্রকাশানামন্তর্ভাবনম্ যাদবানাং স্বরূপেষু তেষামপি প্রকাশা অন্তর্ভাবিতাঃ। যথা চ প্রতিদিনং সর্বান্তঃপুরেভ্যঃ সুধর্মাপ্রবেশে তাদৃশমিতি। তত্র তত্র

---

ক্ষীরাব্ধিশায়ী অনিরুদ্ধ তাহাতে প্রবিষ্ট হন এবং ইন্দ্রাদি দেবগণও নিত্য-পার্ষদ যাদবগণে অংশতঃ প্রবিষ্ট হন। অন্তর্ধানলীলায় আবিষ্ট হইলে তখন ক্ষীরাব্ধিনাথ বিষ্ণু ও দেবাংশগণ স্ব-স্ব-ধামে গমন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকটপ্রকাশীয় দ্বারকায় সপরিকর নিত্য বিরাজ করেন। এইভাবে ব্রজে ও পুরী উভয়স্থলে অপ্রকট-প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক লীলা-পরিকরগণের প্রবেশন-প্রকার দেখান হইল। অপ্রকট-প্রকাশে প্রবেশ করাইয়া তত্রত্য প্রকাশের সহিত পূর্ববর্ত্তী প্রকট-প্রকাশের আন্তর্ভাব করাইয়া দেন। যেমন প্রকট-লীলায় ষোল হাজার কন্যাবিবাহে এবং শ্রীনারদ কর্তৃক দৃষ্ট যোগমায়া-বৈভবে লীলাশক্তি সহ যুগপৎ সর্বত্র স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া সকল অন্তঃপুরেই যাদবদিগের প্রকাশসমূহকে অন্তর্ভাবিত করিলেন এবং তৎপরে নিজের স্বরূপ নিজ প্রকাশমূর্তিসমূহের অন্তর্ভাবনবৎ যাদবদিগের স্বস্বরূপে তাঁহাদের প্রকাশমূর্তি-সকলকেও



যুগপৎ নানাপ্রকাশঃ 'চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষে'ত্যাদিনোক্তম্। পশ্চাৎ তৎপরিকরাণাঞ্চ প্রকাশভেদঃ ষোড়শসহস্র-পরিমিতানাং কন্যানাং বিবাহে ব্যাখ্যাত টীকাকৃদ্ভিঃ "এতেন দেবক্যাদি-বন্ধুজন-সমাগমোঽপি প্রতিগৃহং যৌগপদ্যেন সূচিত ইতি (১০।৫৯।৪২)। অত্র চ লীলারসপোষণার্থমভিমানভেদঃ, পরস্পরানুসন্ধানঞ্চ ভবতীতি সর্বমনবদ্যং ॥ ৩৯ ॥

অথ কে তে পরিকরা যেষাং নিত্যত্বাদিকং স্থাপিতমিত্যপেক্ষায়ামুক্তমাকরে [ লঘুভাগবতামৃতে ১।২৫৭ ] 'লীলাপরিকরা গোষ্ঠিজনাঃ স্যু র্যাদবা স্তথা। দেবাশ্চ ব্রহ্ম-জম্ভারি-কুবেরতনয়াদয়ঃ। নারদা-

---

অন্তর্ভুক্ত করিলেন। আবার প্রতিদিন সকল অন্তঃপুর হইতে সুধর্মা-প্রবেশেও ঐরূপ অর্থাৎ সুধর্মায় প্রবেশকালে সকল অন্তঃপুর হইতে প্রকাশমূর্তি সকলকে স্বস্বরূপে উপসংহৃত করিতেন। দ্বারকার অন্তঃপুরে শ্রীকৃষ্ণের নানাপ্রকাশ-সম্বন্ধে ( ভাগ ১০।৬৯।২ )—'এ বড়ই আশ্চর্য্য যে শ্রীকৃষ্ণ একাকী একই বিগ্রহে একই কালে ষোল হাজার গৃহে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে ষোল হাজার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।' এই শ্লোকেই উক্ত হইয়াছে। তৎপরে টীকাকার শ্রীধরস্বামিপাদ (১০।৫৯।৪২) বলিয়াছেন যে 'যত সংখ্যক রাজকন্যা, তত সংখ্যক মূর্ত্তিধারণপূর্বক যথাবিধি বিবাহ করিলেন' এই শ্লোকের 'যথাবিধি' শব্দে দেবকীবসুদেব প্রভৃতি বন্ধুজনগণের যুগপৎ প্রতিগৃহে সমাগমন হইয়াছিল—ইহা বুঝিতে হইবে। এ স্থলে লীলারস-পোষণের জন্য অভিমানভেদ এবং পরস্পরের অনুসন্ধান হইয়া থাকে—ইহাতে সর্বসমাধান হইল ॥ ৩৯ ॥

যাহাদের নিত্যতা স্থাপিত হইল—এই সকল লীলা-পরিকরগণ কে কে? এই আকাঙ্ক্ষার সমাধান লঘুভাগবতামৃতে উক্ত আছে—শ্রীনন্দাদি

ত্যাশ্চ দনুজনাগযক্ষাদয়শ্চ তে ॥' ইতি তত্র প্রকৃতোপযোগিতয়া গোষ্ঠজনা বিব্রিয়ন্তে—তে চ দাসাঃ, সখায়ো, গুরবঃ, প্রেয়স্যশ্চেতি চতুর্বিধাঃ। তত্র দাসা যথা—আকরে [ রসামৃত পশ্চিম ২।১২ ] 'রক্তকঃ পত্রকঃ পত্রী মধুকণ্ঠো মধুব্রতঃ। রসালঃ সুবিলাসশ্চ প্রেমকন্দো মরন্দকঃ॥ আনন্দশ্চন্দ্রহাসশ্চ পয়োদো বকুল স্তথা। রসদঃ শারদাদ্যাশ্চ ব্রজস্থা অনুগা মতাঃ॥' ইতি, এতে তু বিদ্বদনুভব-সূত্রতনামানো মাথুরলোকেষু প্রসিদ্ধাঃ॥ অথ সখায়ঃ— [ ভ, র, সি, পশ্চিম ৩।৮ ] সুহৃদশ্চ সখায়শ্চ তথা প্রিয়সখাঃ পরে। প্রিয়নর্মবয়স্যাশ্চেত্যুক্তা গোষ্ঠে চতুর্বিধাঃ॥ তত্র সুহৃদঃ—বাৎসল্যগন্ধিসখ্যাস্তু কিঞ্চিত্তে বয়সাধিকাঃ। সায়ুধা স্তস্য দুষ্টেভ্যঃ সদা

---

ব্রজবাসিগণ, বসুদেবাদি যাদবগণ, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কুবের, মণিগ্রীবাদি, নারদাদিমুনিগণ, কেশিপ্রভৃতি দানবগণ, কালিয় প্রভৃতি নাগগণ এবং শঙ্খচূড়প্রভৃতি যক্ষগণ—ইহারা সকলেই লীলা-পরিকর। প্রকৃতপ্রস্তাবের উপযোগিতা আছে বলিয়া গোষ্ঠজনগণের বিস্তারিত বিবরণ দিতেছেন—ব্রজবাসিগণ—দাস, সখা, গুরু ও প্রেয়সীগণ ভেদে চতুর্বিধ। তন্মধ্যে দাসগণ ( রসামৃতে ) রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুকণ্ঠ, মধুব্রত, রসাল, সুবিলাস, প্রেমকন্দ, মরন্দক, আনন্দ, চন্দ্রহাস, পয়োদ, বকুল, রসদ ও শারদ প্রভৃতি ব্রজস্থ অনুগ বলিয়া গণিত। ইহাদের নামাবলি পণ্ডিতগণ অনুভব-বলে সূত্রিত করিয়াছেন এবং ইহারা শ্রীমাথুরমণ্ডলে প্রসিদ্ধ। অনন্তর সখাগণ :—(রসামৃতে) গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্বিধ বয়স্য যথা—সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয়নর্মসখা। তন্মধ্যে সুহৃৎ যথা—যাঁহারা সুহৃৎ তাঁহাদের বাৎসল্যগন্ধবিশিষ্ট সখ্য এবং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে কিঞ্চিৎ অধিকবয়স্ক ; তাঁহাদের হাতে অস্ত্র থাকে এবং সদাকাল দুষ্টগণ হইতে



রক্ষাপরায়ণাঃ॥ সুভদ্র-মণ্ডলীভদ্র-ভদ্রবর্দ্ধন-গোভটাঃ। যক্ষেন্দ্রভট-ভদ্রাঙ্গ-বীরভদ্রা মহাগুণাঃ॥ বিজয়ো বলভদ্রাদ্যাঃ সুহৃদ স্তস্য কীর্ত্তিতাঃ॥ অথ সখায়ঃ—( ১৩ ) কনিষ্ঠকল্পাঃ সখ্যেন সম্বন্ধাঃ প্রীতিগন্ধিনা। বিশালবৃষভৌজস্বিদেবপ্রস্থবরূথপাঃ॥ মরন্দ-কুসুমাপীড়-মণিবন্ধ-করন্ধমাঃ। ইত্যাদয়ঃ সখায়োঽস্য সেবাসৌখ্যৈকরাগিণঃ॥ অথ প্রিয়সখাঃ—( ৩।১৫ ) বয়স্তুল্যাঃ প্রিয়সখাঃ সখ্যং কেবলমাশ্রিতাঃ। শ্রীদামা চ সুদামা চ দামা চ বসুদামকঃ। কিঙ্কিণীস্তোককৃষ্ণাংশু-ভদ্রসেন-বিলাসিনঃ॥ পুণ্ডরীক-বিটঙ্কাখ্য-কলবিঙ্কাদয়োঽপ্যমী॥ অথ প্রিয়নর্মবয়স্যাঃ—( ৩।১৬ ) প্রিয়নর্মবয়স্যাস্তু পূর্বতোঽপ্যভিতো বরাঃ। আত্যন্তিক-রহস্যেষু যুক্তা ভাববিশেষিণঃ। সুবলার্জুনগন্ধর্বা স্তে বসন্তোজ্জ্বলাদয়ঃ॥ মধু-

---

শ্রীকৃষ্ণকে ইহারা রক্ষা করেন। তাঁহাদের নাম যথা—সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, ভদ্রবর্দ্ধন, গোভট, যক্ষ, ইন্দ্রভট, ভদ্রাঙ্গ, বীরভদ্র, মহাগুণ, বিজয় ও বলভদ্র প্রভৃতি—ইহারা শ্রীকৃষ্ণের সুহৃৎ। অনন্তর সখাগণ যথা—যাঁহারা কনিষ্ঠতুল্য, দাস্যগন্ধি সখ্যরসশালী—তাঁহাদিগকে সখা বলে। ইহাদের নাম—বিশাল, বৃষভ, ওজস্বী, দেবপ্রস্থ, বরূথপ, মরন্দ, কুসুমাপীড়, মণিবন্ধ, করন্ধম ইত্যাদি সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের সেবাবিষয়েই কেবল অনুরাগী। অনন্তর প্রিয়সখাগণ যাঁহারা তুল্যবয়স্ক ও কেবল সখ্যরসাশ্রিত—তাঁহাদিকে প্রিয়সখা বলে। ইহারা শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম কিঙ্কিণী, স্তোককৃষ্ণ, অংশু, ভদ্রসেন, বিলাসী, পুণ্ডরীক, বিটঙ্ক ও কলবিঙ্ক ইত্যাদি। অনন্তর প্রিয়নর্মসখা—প্রিয়নর্মবয়স্যগণ পূর্বপূর্ব সুহৃৎ, সখা ও প্রিয়সখা প্রভৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ, বিশেষভাবশালী ও অতিরহস্য

মঙ্গল-পুষ্পাঙ্ক-হাসাঙ্কাদ্যা বিদূষকাঃ॥ ইতি। এষু স্তোককৃষ্ণাদ্যা একাদশ শ্রীভাগবতে ( ১০।২২।৩১ ) প্রসিদ্ধা যথা—'হে স্তোক-কৃষ্ণ হে অংশো শ্রীদামন্ সুবলার্জুন। বিশালর্ষভ তেজস্বিন্ দেবপ্রস্থ বরূথপ ইতি। ( ১০।১৮।২৪ ) বৃষভং ভদ্রসেনস্তিতি চ। দামাদয়শ্চত্বার আগমেষু যথা—দিক্ষুথ দামসুদামৌ চ শ্রীদামা কিঙ্কিণী চ সংপূজ্যেতি। কিন্তু দাম-সুদাম্নোরদন্ত-নামত্বেন বিশেষঃ। সুভদ্রাদ্যাঃ পঞ্চ ভবিষ্যোত্তরে যথা—'সুভদ্র-মণ্ডলী-ভদ্রভদ্রবর্দ্ধন-গোভটাঃ। যক্ষেন্দ্রভট ইত্যাদ্যা স্তেষাং নামানি গোকুলে' ইতি॥ অথ গুরবঃ—( রসামৃতে পশ্চিম ৪।০ )—তে তু তস্যাত্র কথিতা ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরী। রোহিণী তাশ্চ বল্লব্যো যাঃ পদ্মজহৃতাত্মজাঃ॥ ( রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ ৩২ ) উপনন্দোঽভিনন্দশ্চ পিতৃব্যৌ পূর্বজৌ পিতুঃ। পিতৃব্যৌ তু কনীয়াংসৌ স্যাতাং সনন্দ-নন্দনৌ।

---

কার্যে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ইহারা—সুবল, অর্জুন গন্ধর্ব, বসন্ত ও উজ্জ্বল ইত্যাদি। মধুমঙ্গল, পুষ্পাঙ্ক ও হাসাঙ্ক প্রভৃতি বিদূষক। ইহাদের মধ্যে স্তোককৃষ্ণাদি এগারজন শ্রীভাগবতে ( ১০।২২ ) প্রসিদ্ধ—স্তোককৃষ্ণ অংশু, শ্রীদাম, সুবল, অর্জুন, বিশাল, ঋষভ, তেজস্বিন্, দেবপ্রস্থ, বরূথপ, ( ১০।১৮ ) বৃষভকে ভদ্রসেন বহন করিল ইত্যাদি। দামাদি চারিজনের নাম আগমে প্রসিদ্ধ যথা—চতুর্দিকে দাম, সুদাম, শ্রীদাম ও কিঙ্কিণীকে পূজা করিয়া ইত্যাদি। সুভদ্রাদি পাঁচ জনের নাম ভবিষ্য পুরাণ উত্তরখণ্ডে—সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, ভদ্রবর্দ্ধন, গোভট, যক্ষেন্দ্রভট ইত্যাদি গোকুলে সখাদের নাম জানা আছে। অনন্তর গুরুগণ—ব্রজরাজ, ব্রজেশ্বরী, রোহিণী এবং ব্রহ্মা যাঁহাদের পুত্র হরণ করিয়াছিলেন,



পিতৃব্যদয়িতা স্তুঙ্গী পীবরী করালাতুলাঃ। (৭৭) পৌর্ণমাসী ভগবতী সর্ববসিদ্ধি-বিধায়িনী। এতেষাং মধ্যে শ্রীব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরী রোহিণ্যুপনন্দঃ সনন্দশ্চেতি পঞ্চ শ্রীভাগবতাদৌ প্রসিদ্ধাঃ। তত্রোপনন্দ-সনন্দৌ যথা শ্রীদশমে ( ১১।২২ )—'তত্রোপনন্দনামাহ গোপো জ্ঞানবয়োধিকঃ।' তথা ( ১০।৩৪।৪ ) 'উষুঃ সরস্বতী-তীরে জলং প্রাশ্য ধৃতব্রতাঃ। রজনীং তাং মহাভাগা নন্দসনন্দকাদয়' ইতি চ। অথ প্রেয়স্যঃ ( উজ্জ্বল কৃষ্ণবল্লভা ৩৫ )—"তত্র শাস্ত্র-প্রসিদ্ধাস্তু রাধা চন্দ্রাবলী তথা। বিশাখা ললিতা শ্যামা পদ্মা শৈব্যা চ ভদ্রিকা॥ তারা বিচিত্রা গোপালী ধনিষ্ঠা পালিকাদয়ঃ॥ চন্দ্রাবল্যেব সোমাভা গান্ধর্বা রাধিকৈব সা। অনুরাধা তু ললিতা নৈত্য স্তেনোদিতাঃ

---

সেই সকল গোপীগণ, জ্যেষ্ঠতাত উপনন্দ ও অভিনন্দ, খুল্লতাত সনন্দ ও নন্দন, ইহাদের ভার্য্যা যথাক্রমে—তুঙ্গী, পীবরী, করালা ও অতুলা। সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী ভগবতী পৌর্ণমাসী—ইহারা গুরুগণ। ইহাদের মধ্যে শ্রীব্রজরাজ, ব্রজেশ্বরী, রোহিণী, উপনন্দ ও সনন্দ—এই পঞ্চজনের নাম শ্রীভাগবতাদিতে প্রসিদ্ধ। ( ১০।১১ ) জ্ঞানবয়োধিক উপনন্দ নামক গোপ বলিলেন ( ১০।৩৪ ) নন্দসনন্দাদি মহাভাগ্যবান্ গোপগণ জলপান করতঃ সরস্বতী-তীরে সেই রাত্রি বাস করিলেন। এই দুইশ্লোকে নন্দ, সনন্দ ও উপনন্দ গোপের নাম আছে। অনন্তর প্রেয়সীগণ—শাস্ত্র-প্রসিদ্ধা নিত্যপ্রেয়সীগণ-মধ্যে রাধা, চন্দ্রাবলী, বিশাখা ললিতা, শ্যামা, পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্রা, তারা, চিত্রা, গোপালী, ধনিষ্ঠা এবং পালিকাই প্রধানা। চন্দ্রাবলীর নামান্তর সোমাভা, রাধার গান্ধর্বা এবং ললিতার

পৃথক্ ॥ শাস্ত্রাণি চ ভবিষ্যোত্তর-স্কান্দগত-প্রহ্লাদসংহিতা-গোপাল-তাপনী-সমাখ্যানি। তত্র ভবিষ্যোত্তরে যথা—গোপালী পালিকা ধন্যা বিশাখা ধ্যাননিষ্ঠিকা। রাধানুরাধা সোমাভা তারকা দশমী তথেতি। বিশাখা চ ধনিষ্ঠিকেতি ক্বচিৎ পাঠঃ। অয়ং পাঠো গ্রন্থকৃতাং সম্মতঃ, ধনিষ্ঠায়া অত্র গৃহীতত্বাৎ, দশমী তথেতি দশম্যপি তারকানাম্নীত্যর্থঃ। সৈব বিচিত্রা-শব্দেনাত্র গৃহীতা, চিত্রৈব বিচিত্রেত্যর্থঃ। দশমীত্যেকং নাম ইতি কেচিৎ, নৈতৎ গ্রন্থকৃৎসম্মতং, বিচিত্রেত্যত্র বচনান্তরস্যাভাবাৎ। পালিকাদয় ইত্যাদিশব্দেন ধন্যায়া গ্রহণম্। স্কান্দগত-প্রহ্লাদসংহিতা তু—'ললিতোবাচেত্যাদিনা ললিতা পদ্মা ভদ্রা শৈব্যা শ্যামলেতি

অনুরাধা। এজন্য নামান্তরগুলি এস্থলে পৃথক্‌ভাবে উল্লিখিত হইল না। শাস্ত্র বলিতে ভবিষ্যপুরাণ উত্তরখণ্ড, স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত প্রহ্লাদসংহিতা, গোপালতাপনী ইত্যাদিকে বুঝায়। ভবিষ্যোত্তরে—গোপালী, পালিকা, ধন্যা, বিশাখা, ধ্যাননিষ্ঠিকা, রাধা, অনুরাধা, সোমাভা, তারকা ও দশমী। কোনও কোনও গ্রন্থে বিশাখা ধনিষ্ঠিকা এই পাঠভেদ দৃষ্ট হয় এবং এই পাঠ গ্রন্থকার শ্রীপাদ শ্রীরূপের সম্মত, যেহেতু এই পাঠে ধনিষ্ঠার গ্রহণ হইয়াছে। 'দশমী তথা' বাক্যে দশমীর নাম তারকা বুঝিতে হইবে, ইহাকেই বিচিত্রা শব্দে উজ্জ্বলে ধরা হইয়াছে, চিত্রাই বিচিত্রা। কেহ কেহ বলেন—দশমী নাম-বাচক, কিন্তু ইহা উজ্জ্বলকারের অনুমোদিত নহে, যেহেতু 'বিচিত্রা' এই স্থলে অন্য (দ্বি) বচন প্রযুক্ত হয় নাই। মূলে 'পালিকাদয়ঃ' শব্দে ধন্যারও গ্রহণ হইয়াছে। স্কান্দপুরাণীয় প্রহ্লাদসংহিতায় কিন্তু 'ললিতা বলিলেন' ইত্যাদি বাক্যসমূহে ললিতা,



পঞ্চকমধিকমাহ 'রাধাবিশাখা-ধন্যেত্যত্রত্যং চ ত্রয়ং—তত্র ধন্যাস্থানে কেচিচ্চন্দ্রাবলীং পঠন্তি, অভিমতকৈতদ্ গ্রন্থকৃতাং, শাস্ত্র-প্রসিদ্ধানাং মধ্যে তৈ শ্চন্দ্রাবল্যাঃ সংগৃহীতত্বাৎ। এবং গোপালতাপনী চ গান্ধর্বত্বে তদাহ 'অথ রাধা-চন্দ্রাবলীললিতানাং নামভেদমাহ—চন্দ্রাবলীত্যাদিনা। তত্র চন্দ্রাবলী-সোমাভয়ো-রৈকার্থ্যং, সাম্যপ্রায়াৎ। রাধাগান্ধর্বয়োস্তু মুখ্যা স্বলিঙ্গেন 'যথা রাধা প্রিয়ে'ত্যাদিনা যথা পাদ্মে রাধায়া মুখ্যত্বমুক্তং, তথা গোপাল-তাপন্যাং গান্ধর্বায়া অপীত্যর্থঃ। ললিতানুরাধয়োরৈক্যন্তু বৈষ্ণব-

পদ্মা, ভদ্রা, শৈব্যা ও শ্যামলা—এই পাঁচজনকে অধিক ধরিয়াছেন। এই স্কন্দপুরাণীয় সংহিতায় রাধা, বিশাখা ও ধন্যা এই তিনজনের মধ্যে কেহ কেহ ধন্যাস্থানে 'চন্দ্রাবলী' পাঠ করেন, ইহাই কিন্তু শ্রীরূপপাদের অভিমত, যেহেতু তিনি শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ কান্তাগণের মধ্যে চন্দ্রাবলীর নামও সংগ্রহ করিয়াছেন। গোপালতাপনী রাধার নামান্তর যে গান্ধর্বা তাহাই বলিয়াছেন। এক্ষণে রাধা, চন্দ্রাবলী ও ললিতার নামভেদ বলিতেছেন (উজ্জ্বল, কৃষ্ণবল্লভা ৩৬)—চন্দ্রাবলী ও সোমাভা প্রায় সমানার্থক বলিয়া উভয় নামের একার্থতা; রাধা ও গান্ধর্বা এই নামদ্বয় নিজ নিজ (মুখ্যতা) * লিঙ্গ (তাৎপর্য্যনির্ণায়ক সামর্থ্যবিশেষ) দ্বারাই মুখ্য—'যেমন রাধা বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয়, তেমনই শ্রীরাধাকুণ্ড তাঁহার অতি প্রিয়'—তেমনই শ্রীরাধাকুণ্ড তাঁহার অতি প্রিয়—এই পদ্মপুরাণের বচনে যেমন রাধারই মুখ্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তদ্রূপ গোপালতাপনীতেও গান্ধর্বার মুখ্যত্ব উক্ত হইয়াছে। ললিতা ও অনুরাধার ঐক্য-সম্বন্ধে বৈষ্ণবতোষণীতে

* শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যাভেদে অঙ্গত্ব-বোধক প্রমাণ ছয়টি। তন্মধ্যে লিঙ্গ-শব্দে—অর্থগত ও শব্দগত দ্বিবিধ সামর্থ্যকে বুঝায়।

তোষণ্যাং—মধ্যাহ্ন-বামাহ্ন-প্রাখর্য্যাদি-ব্যঞ্জক-প্রহ্লাদসংহিতীয়বচনৈ-কার্থ্যেন 'একা ভ্রুকুটিমাবধ্যেত্য'নেন (১০।৩২।৬) শ্রীরাধায়াঃ, তস্য পরবাক্যেন 'অপরানিমিষদৃগ্ভ্যা'মিত্যনেন (১০।৩২।৭) ললিতায়াশ্চ স্থাপিতত্বেন। ভাবষ্যোত্তরে রাধানুরাধেত্যত্র পঠিতস্য নাম্নোশ্চ যুগ্মতাময়ত্বাবগতেরিতি। "লোকপ্রসিদ্ধনাম্নাস্তু খঞ্জনাক্ষী মনোরমা। মঙ্গলা বিমলা লীলা কৃষ্ণা শারী বিশারদা। তারাবলী চকোরাক্ষী শঙ্করী কুঙ্কুমাদয়ঃ॥" ইতি (৩৬) তথা শ্রীরাধা-সখীষপি চম্পকলতা তুঙ্গবিদ্যেন্দুলেখা রঙ্গদেবী সুদেবী প্রভৃতয়ো জ্ঞেয়াঃ। এতাঃ পঞ্চ, ললিতা-বিশাখা-চিত্রাশ্চ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধা স্তিস্র ইত্যষ্টৌ সর্বাস্তু শ্রীরাধাসখীষু মুখ্যা ইত্যপি বোধ্যমিতি ॥ ৪০ ॥

---

ধৃত মধ্যাহ্ন, বামাহ্ন ও প্রাখর্য্য প্রভৃতি ব্যঞ্জক প্রহ্লাদসংহিতার বচনের একার্থতা হইতে অবগত হওয়া যায়। (ভাগ ১০।৩২।৬) শ্লোকে—'প্রণয়কোপের আবেশে বিহ্বলা কোনও গোপী' ইত্যাদিতে শ্রীরাধার এবং তৎপরবর্ত্তী ৭ শ্লোকে—অন্য গোপী নিমিষশূন্য নয়নযুগলে' ইত্যাদিতে শ্রীললিতারই স্থাপন হইয়াছে এবং ভবিষ্যোত্তরে 'রাধানুরাধা' ইত্যাদি শ্লোকে পাঠের ও নামদ্বয়ের যুগ্মতাময়ত্বই প্রতীতি করাইতেছে বলিয়াও (ললিতা ও অনুরাধা সমানার্থদ্যোতক)। লোকপ্রসিদ্ধ নিত্যপ্রিয়াগণ—খঞ্জনাক্ষী, মনোরমা, মঙ্গলা, বিমলা, লীলা, কৃষ্ণা, শারী, বিশারদা, তারাবলী, চকোরাক্ষী, শঙ্করী ও কুঙ্কুমা ইত্যাদি। অপর কথা—শ্রীরাধা-সখীগণ-মধ্যেও চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী প্রভৃতিকে জানিতে হইবে। ইঁহারা পাঁচজন এবং শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ললিতা, বিশাখা ও চিত্রা—এই তিনজন মিলিয়া আটজনই শ্রীরাধাসখীগণ মধ্যে মুখ্যা—ইহাও বুঝিতে হইবে ॥ ৪০ ॥



বিপিনে বিলসতীত্যনেন গৃহে গৃহে বিলাসাভাবো লক্ষ্যতে, অন্যথা বিপিন-পদস্য বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ; তেন তস্যাং তস্যোপপতিত্বং, তস্যাশ্চ তস্মিন্ পরকীয়াত্বং ব্যজ্যতে। কিঞ্চ 'মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াদ্ধাপরাহ্নে' ইত্যত্রাদ্ধা-শব্দেন যদা প্রাতরাদৌ গোদোহনাদি-লীলাং কুরুতে, তদাপি তয়া সহ মনসা বিলসতীতি লক্ষ্যতে। স বিলাসশ্চেত্থং—কদা কথং চেয়ং মিলিষ্যতি, যদা চ মিলিষ্যতি, তদা কুত্র কুত্র কা বা ক্রীড়া কর্ত্তব্যেতি সঙ্কল্প-বিকল্পরূপঃ, তেন চ পরমোৎকণ্ঠাময়ত্বেন শৃঙ্গারস্যাত্যন্ত-পরিপোষাদৌপপত্যে পরকীয়াত্বে চ রসোৎকর্ষাবধি র্ব্যজ্যতে।

---

[এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করিতেছেন—] 'বিপিনে বিলাস করিতেছেন'—এই উক্তি দ্বারা গৃহে গৃহে বিলাসের অভাবই লক্ষিত হইতেছে, তাহা না হইলে 'বিপিন' পদ ব্যর্থ হইয়া যায়। বিপিনে বিলাস করাতে শ্রীরাধায় শ্রীকৃষ্ণের উপপতিত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরাধার পরকীয়াত্বই ব্যঞ্জিত হইল। অপর কথা—'মধ্যাহ্নে ও রাত্রিকালে রাধার সহিত বিপিনে সাক্ষাৎভাবে বিলাস করেন' এই বাক্যের অদ্ধা (সাক্ষাৎ)-শব্দ দ্বারা এই লক্ষ্য করিতেছে যে, যখন শ্রীকৃষ্ণ প্রাতঃকালাদিতে গোদোহনাদি লীলা করেন, তখনও মনে মনে শ্রীরাধার সহিত বিলাস করেন। সেই বিলাস এই প্রকারে হয়—

কবে কি প্রকারে এই রাধা আমার সহিত মিলিবে? যখন মিলিত হইবে তখন কোথায় কোথায় কোন্ কোন্ ক্রীড়া করিতে হইবে—ইত্যাদি সংকল্পবিকল্প রূপ বিলাস। ইহাতেই পরম উৎকণ্ঠাতিশয্যের জন্য শৃঙ্গাররসের মহাপরিপুষ্টি হইয়া ঔপপত্য ও পরকীয়াত্বে রসোৎকর্ষ-

অথ শব্দোঽত্র-কাৎস্ন্যে, কৃৎস্ন-মনোরথ-পূর্ত্ত্যা বিলসতীত্যর্থঃ, তথাচ অমরসিংহঃ—মঙ্গলানন্তরারম্ভপ্রশ্নকাৎস্ন্যেষ্বথো অথেতি, অত্রাথ-শব্দোঽনুশাসনমিতিবদারম্ভার্থতা মঙ্গলার্থতা চ ন ঘটতি, শ্লোকমধ্যে প্রযুক্তত্বাৎ, যত্রাদৌ প্রযুজ্যতেঽথশব্দ স্তত্রৈব তস্য তত্তদর্থতা, স্নাত্বাথ ভুঙ্‌ক্তে, ইতিবদনন্তরার্থতাপি ন, সংগবে 'সখিভির্গাশ্চারয়ন্ বিহরতি,' ইত্যনেন সংগবস্য পূর্ব্বমুক্তত্বাৎ, মধ্যাহ্নকালস্য তদনন্তরভাবিত্বেন স্বত এব তদনন্তরতালব্ধেঃ, অথ ভোক্তুং সমর্থোঽসি ইতিবৎপ্রশ্নার্থতাপি ন, অপ্রাকরণিকত্বাৎ, অতোঽথ ক্রতূন্ ক্রমঃ ইত্যত্রেব কৃৎস্নার্থ তৈবাত্র সম্ভবতীতি, অনেনাপি পরকীয়শৃঙ্গার-



রসস্য পরমোৎকর্ষতা সূচিতা অদ্ধাপদলক্ষ্যপরমোৎকর্ষ্ঠাময়বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারান্তর্ভাবিত্বাদস্য সংভোগশৃঙ্গারস্য, তদুক্তং "ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে। কাষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্দ্ধতে ॥" ইতি প্রকটলীলায়ামেব পরকীয়াস্বাদিকং, ন স্বপ্রকট-লীলায়ামিতীমং ভ্রমমপাকর্ত্তুং বিলসতীতি বর্ত্তমান-প্রয়োগঃ, নিত্যমেব তত্তৎ সর্ব্বমিতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

এতৎ সর্ব্বমাকরোক্তদিশা প্রতিপাদ্যতে, তথা চোজ্জ্বলাকরে [ উজ্জ্বল, নায়কভেদ ১১ ], রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্ম্মং পরকীয়াবলার্থিনা। তদীয়প্রেমসর্ব্বস্বং বুধৈরুপপতিঃ স্মৃত ইতি। অস্যার্থঃ—

---

পরাকাষ্ঠাই ব্যঞ্জিত হইতেছে। শ্লোকের 'অথ' শব্দ কাৎস্ন্যদ্যোতক অর্থাৎ সমগ্র মনোরথ পূরণ করতঃ বিলাস করিতেছে। অমরকোষে অথো এবং অথ শব্দে—মঙ্গল, অনন্তর, আরম্ভ, প্রশ্ন ও সমগ্র বুঝায়। এস্থলে 'অথ' শব্দ অনুশাসন ( আদেশ বা অধিকার )-বৎ আরম্ভ বা মঙ্গলার্থে ব্যবহৃত হয় নাই, যেহেতু শ্লোকমধ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। যে স্থলে আদিতে অথশব্দ প্রয়োগ হয়, সেই স্থলেই অধিকার বা মঙ্গল বোধ করে। 'স্নাত্বা অথ ভুঙ্‌ক্তে' এই বাক্যে অথশব্দ যেমন স্নানান্তর বোধ সূচনা করে, এস্থলে তাহাও হইতে পারে না, যেহেতু 'সঙ্গবে সখিভির্গাশ্চারয়ন্ বিহরতি' এই বাক্যে সঙ্গব ( পূর্ব্বাহ্ণ )-কালের পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, মধ্যাহ্নকাল তৎপরবর্ত্তী বলিয়া স্বতঃই তদানন্তর্য্য পাওয়া যায়। 'অথ ভোক্তুং সমর্থোঽসি'=ভোজন করিতে পার কি? এই বাক্যে অথশব্দ প্রশ্নদ্যোতক, ইহার ন্যায় শ্লোকস্থ অথশব্দ প্রশ্নার্থতা হইলে অপ্রাসঙ্গিক হয়। 'অতোঽথ ক্রতূন্ ক্রমঃ' 'এক্ষণে সমগ্র ক্রতু-বিষয়

বলিব', এই বাক্যের অথ-শব্দবৎ এস্থলে 'সমগ্র' অর্থই সম্ভব হইতেছে। এই অথ-শব্দের 'সমগ্র' অর্থ ধরিলেও পরকীয়া শৃঙ্গার-রসের পরমোৎকর্ষই সূচিত হয়, যেহেতু 'অদ্ধা—সাক্ষাৎভাবে'—এই পদের লক্ষীভূত পরমোৎকর্ষময় বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারটী এই সম্ভোগশৃঙ্গারের অন্তর্বর্ত্তী বিরাজমান আছে। রসশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগ পুষ্টিলাভ করে না, যেহেতু রঞ্জিত বস্ত্র পুনর্বার রঞ্জন করিলেই অতিশয় রাগ ( রক্তিমা ) বৃদ্ধি হয়। প্রকটলীলাতেই কেবল পরকীয়াস্বাদি ( ঔপপত্য ), কিন্তু অপ্রকট লীলায় নাই—এই ভ্রম নিরাকরণ করিবার উদ্দেশ্যে 'বিলসতি' বিলাস করিতেছেন—এই পদে বর্ত্তমানকালের ব্যবহার হইয়াছে। নিত্যই তত্তৎপারকীয়ত্ব, ঔপপত্য ইত্যাদি লীলাবিনোদ চলিতেছে—ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৪১ ॥

পরকীয়া ও ঔপপত্য ইত্যাদির যথার্থ সিদ্ধান্ত উজ্জ্বল-মতে প্রতিপাদিত হইতেছে। উপপতির লক্ষণ—'যে ব্যক্তি আসক্তিবশতঃ ধর্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া পরকীয়া রমণীর প্রতি অনুরাগী এবং পরকীয়া অবলার

উপপত্তেঃ সামান্যলক্ষণ-পূর্ব্বকং বিশেষলক্ষণং করোতি, রাগেণ্- ত্যাদিনা পরকীয়াবলামর্থয়িতুং শীলং যস্য স পরকীয়াবলার্থী তেন রাগেণ অর্থাৎ তস্যাঃ পরকীয়াবলায়া ধর্ম্মং পাতিব্রত্যমুল্লঙ্ঘয়ন্ স্ব-প্রযত্নেনাত্মনি তস্যা রতিমুৎপাদ্য তৎপাতিব্রত্যং ত্যাজয়ন্নিত্যর্থঃ। উপপতিসামান্যলক্ষণং বা, পরকীয়াবলার্থী চাসৌ না পুমাংশ্চ স তথা অস্তু সমং স এব স্বতএব তদীয়প্রেমবসতিঃ পরকীয়াবলানাং পরমপ্রেমাস্পদং চেৎ তদৈব বুধৈর্ভরতাদিভিঃ স্মৃতঃ স্বকীয়স্মৃতৌ সাক্ষাৎ কথিতঃ যঃ স মুখ্যঃ উপপতির্ভবেদিত্যর্থঃ, ইতি শেষলক্ষণম্। এবঞ্চাত্রৈব পরমোৎকর্ষঃ ( নায়ক ১৩ ) লঘুত্বমত্রেতি ( ১৬) ত্বমপি সংগচ্ছতে। তত্র প্রাকরণিকে মুখ্যোপপতৌ মহাকবি-

---

প্রেমের সর্ব্বস্ব—তাঁহাকেই উপপতি বলা হয়। এই বচনে উপপত্তির সামান্য লক্ষণ নির্ণয় পূর্ব্বক বিশেষ লক্ষণও বলিতেছেন—রাগ উৎপাদন দ্বারা ইত্যাদি। পরকীয়া অবলাকে প্রার্থনা করাই স্বভাব যাহার—তাহা পরকীয়াবলার্থী—সেই রাগ দ্বারা—ঐ পারকীয়া অবলার ধর্ম্ম পাতিব্রত্য উল্লঙ্ঘন করিয়া অর্থাৎ স্বপ্রযত্নে নিজ বিষয়ে ঐ নারীর রতি উৎপাদনক্রমে তাহার পাতিব্রত্য ত্যাগ করাইয়া। অথবা এই বচনটি কেবল উপপত্তি-সামান্যেরই লক্ষণ। পরকীয়াবলার্থী যে না (পুরুষ) তিনি আসক্তিবশতঃ ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া যদি তাহার (পরকীয়া নারীর) প্রেমসর্ব্বস্ব হয়েন—তবে পণ্ডিতগণ তাঁহাকে উপপতি বলেন—এই দ্বিতীয় অর্থ। তদীয় প্রেমবসতি—পরকীয়া অবলাদের পরম প্রেমাস্পদ হইলে ভরতাদি প্রাজ্ঞগণ স্বকীয় স্মৃতিতে তাঁহাকে মুখ্য উপপতিনায়ক বলিয়া সাক্ষাৎভাবে বলিয়াছেন। এইভাবে ব্যাখ্যা করিলে নিম্ন বচনদ্বয় সঙ্গত



বাক্যমুদাহরতি, 'সঙ্কেতীকৃত-কোকিলাদি-নিনদং কংসদ্বিষঃ কুর্ব্বতো, দ্বারোন্মোচনলোলশঙ্খবলয়ক্বাণং মুহুঃ শৃণ্বতঃ। কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্ভজরতীবাক্যেন দূনাত্মনো, রাধাপ্রাঙ্গনকোণকোলি-বিটপি-ক্রোড়ে গতা শর্ব্বরীতি' অত্র শঙ্খবলয়ক্বাণং মুহুঃ শৃণ্বত ইত্যনেন তস্যাঃ স্বকীয়-লজ্জাভয়াদ্যনাদরেণ তদীয়-সুখে প্রবৃত্ত্যা তস্য স্বত-স্তদীয়প্রেমবসতিত্বাভিব্যক্তেরুক্তলক্ষণসঙ্গতিঃ। ন চাত্র শঙ্খবলয়-

---

হইতে পারে—'অত্রৈব পরমোৎকর্ষ' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজনারীগণের এই ঔপপত্য-লীলাবিশেষেই শৃঙ্গাররসের পরমোৎকর্ষ।" এবং "লঘুত্বমত্র" অর্থাৎ গ্রন্থকার যে ঔপপত্যভাবকে ঘৃণিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—তাহা প্রাকৃতনায়কপর—রসনির্য্যাস আস্বাদন করিতেই যে অবতারী শ্রীকৃষ্ণ, ঐ লঘুতা সেই শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক নহে।" এক্ষণে প্রকরণগত মুখ্য উপপতি-সম্বন্ধে মহাকবি হর-বিরচিত বাক্যই উদাহরণ দিতেছেন—"একদা রাত্রিযোগে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রাঙ্গন-কোণস্থ বদরীমূলে অবস্থিত হইয়া কোকিলের শব্দে সঙ্কেত করেন, তাহাতে শ্রীরাধা শয়নকক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে থাকিলে তদীয় করস্থিত শঙ্খ বলয়াদির ধ্বনি হইতে লাগিল—ঐ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মুহুর্মুহু আনন্দিত হইতেছিলেন বটে, কিন্তু গৃহান্তরে সুপ্তা জরতী জটিলা সেই শব্দ শুনিয়া 'কে ও, কে ও' করিয়া গর্জন করাতে ব্যথিতচিত্ত হইলেন—এইভাবে মুহুর্মুহু কোকিল-শব্দ ও দ্বারউদ্‌ঘাটনশব্দ এবং বৃদ্ধার তর্জন গর্জন হইতে চলিল—আহা! শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে বদরীবৃক্ষ-ক্রোড়েই সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন!!" এই শ্লোকের 'শঙ্খ-বলয়ধ্বনি মুহুর্মুহু শ্রবণ করিতেছেন' বাক্যে শ্রীরাধার স্বীয় লজ্জাভয়াদি অনাদর পূর্ব্বক যে শ্রীকৃষ্ণসুখে প্রবৃত্তি হইয়াছে—তাহাতে শ্রীকৃষ্ণপক্ষে স্বাভাবিকভাই তদীয় প্রেমবসতিত্বের উদ্‌গম হওয়ায় শেষোক্ত

পদান্তব্যঞ্জকমিতি বাচ্যং, বহুতরানর্ঘ্যমণিঘটিতস্বর্ণাদিভূষণচয়মপ্যনাদৃত্য পরমবিলাসিতয়া শ্রীকৃষ্ণস্য তদ্বয়স্যাদীনাং গুঞ্জা-কাচাদিময়ভূষণধারণবৎ তস্যা অপি মহাবিলাসিন্যা মণিখচিত-স্বর্ণভূষণতিরস্কারি-গৌড়দেশাদি-প্রসিদ্ধ-বিচিত্রানেকচিত্রশালি-শঙ্খ-বলয়-ধারণস্য সম্ভবাৎ, অত্রৈব পরমোৎকর্ষত্বমাহ—অত্রৈব পরমোৎকর্ষঃ শৃঙ্গারস্য প্রতিষ্ঠিতঃ ( ১৩ ) ইতি অত্রৈব প্রক্রান্তে শ্রীকৃষ্ণ-লক্ষণোপপতি-বিশেষে এব শৃঙ্গারস্য উজ্জ্বলরসস্য পরমোৎকর্ষঃ পরমোঽবধিঃ প্রকর্ষেণ কীর্ত্তিতঃ উচ্চৈর্গীতঃ ভরতাদিভিরিতি শেষঃ। ন চাত্রৈব ভাববিশেষে ইতি বাচ্যং ভাববিশেষস্যা-প্রক্রান্তত্বাৎ, তত্র প্রকীর্ত্তনং দর্শয়িতুমাহ তথা চ মুনিরিতি মুনি-র্ভরতঃ ( ১৪ ) কিমাহ মুনি স্তত্রাহ ( ১৫ )—"বহু বার্য্যতে যতঃ

লক্ষণ-সঙ্গতি হইয়াছে। "এস্থলে 'শঙ্খবলয়' পদাদি অব্যঞ্জক"—একথা বলিতে পার না, যেহেতু বহুতর মহামূল্যমণিঘটিত স্বর্ণাদিভূষণসমূহকে অনাদর করিয়া পরমবিলাসিত্ব-প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের বয়স্যগণ-রচিত গুঞ্জা-কাচাদিময়ভূষণ-ধারণের ন্যায় মহাবিলাসিনী শ্রীরাধাও মণিখচিত স্বর্ণভূষণ-তিরস্কারী গৌড়াদি দেশে প্রসিদ্ধ বিচিত্র অনেক চিত্রভূষিত শঙ্খবলয় ধারণ করিতেন। অত্রৈব ইত্যাদি—এইস্থলে অর্থাৎ প্রস্তাবিত শ্রীকৃষ্ণ লক্ষণ উপপতিবিশেষেই শৃঙ্গারের ( উজ্জ্বল রসের ) পরম উৎকর্ষ ( অবধি ) প্রকৃষ্টরূপে ভরতাদি মুনিগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত ( উচ্চকণ্ঠে গীত ) হইয়াছে। 'অত্রৈব' শব্দের তাৎপর্য্য ভাববিশেষ—একথা বলিতে পারা যায় না, যেহেতু ভাববিশেষ এস্থলে প্রস্তাবিত হয় নাই। উজ্জ্বলে উহার প্রকৃষ্ট কীর্ত্তন দেখাইবার জন্য শ্রীরূপপাদ বলিলেন—'তথা চ মুনিঃ', অর্থাৎ মহামুনি ভরত উক্ত বিষয়ে উদাহরণ দিয়াছেন, যথা—'যে রতিনিমিত্ত লোকতঃ



খলু যত্র প্রচ্ছন্ন-কামুকত্বঞ্চ। যা চ মিথো দুর্লভতা সা মন্মথস্য পরমা রতিরীতি।" যত ঔপপত্যাদ্ধেতোঃ মিথুনং বহু যথা ভবতি তথা বার্য্যতে নিবার্য্যতে, যত্রোপপত্যে মিথুনস্য প্রচ্ছন্ন-কামুকত্বঞ্চ সংগোপিতরমণত্বং, যা চ তন্নিমিত্তা মিথোঽন্যোন্যং মিথুনস্য দুর্লভতা সা, তদেবৌপপত্যমিত্যর্থঃ। রতিবিশেষণত্বাৎ স্ত্রীলিঙ্গতা, মন্মথস্য রতিঃ রমণং ক্রীড়েত্যর্থঃ, তত্রৈব শৃঙ্গারস্যাবধিরিত্যর্থঃ। ননু সামান্যোপ-পত্যেঽপি নিবারণাদি-সদ্ভাবাৎ তত্রাপি শৃঙ্গারস্য পরমোৎকর্ষতা-স্থিত্যাশঙ্ক্য মুনেরসম্মতত্বেন, প্রত্যুত তত্র লঘুত্বমেবেতি বদন্ শ্রীকৃষ্ণে তস্যাপবাদমাহ ( ১৬ ) 'লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃতনায়কে। ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাস-স্বাদার্থমবতারিণি' ইতি। অত্র

ধর্ম্মতঃ বহু নিবারণ, যাহাতে নায়ক-নায়িকার প্রচ্ছন্ন কামুকতা এবং যে রতি পরস্পর দুর্লভতাময়ী—তাহাকেই মন্মথ-সম্বন্ধিনী পরমা রতি কহে।' [এক্ষণে প্রতি পদের বিশ্লেষণ করিতেছেন—] "যতঃ" যে ঔপপত্যহেতু মিথুন—নায়ক-নায়িকা উভয়ই বহুপ্রকারে নিবারিত হয়, যে ঔপপত্যে উভয়ের প্রচ্ছন্ন কামুকত্ব ( সঙ্গোপিত-রমণত্ব ) থাকে এবং তজ্জন্য যাহা পরস্পরকে দুর্লভ করে, সা=সেই ঔপপত্য, [ রতিবিশেষণ বলিয়া 'সা' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। ] মন্মথের রতি=রমণ-ক্রীড়া ; ইহাতেই শৃঙ্গারের অবধি। "সামান্য ঔপপত্যেও ত' নিবারণাদি যথেষ্ট বিদ্যমান, তাহাতেও কেন শৃঙ্গার-রসের পরমোৎকর্ষতা হইবে না ?" **এই আশঙ্কা** করিয়া মুনি ভরতের অসম্মত বলিয়া সামান্য ঔপপত্য হেয়, প্রত্যুত তাহাতে 'লঘুত্বই' ইত্যাদি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণে ঐ লঘুত্বের অপবাদ ( বাধা ) প্রদর্শন করিতেছেন—পূর্ব্বা-চার্য্যগণ উপপতিত্বে যে লঘুত্বের ( গৌণত্বের ) অর্থবলে ( কিন্তু সাক্ষাৎ ভাবে নহে ) অবতারণা করিয়াছেন—উহা কিন্তু প্রাকৃত নায়ক সম্বন্ধেই

সামান্যোপপতৌ লঘুত্বং গৌণত্বং প্রোক্তং অর্থাজ্জিতং, ন তু সাক্ষাৎ স্মৃতং ভরতাদিভিরিতি যৎ তত্তু তত্রৈব প্রাকৃতনায়কে সামান্যোপপতৌ। তদুক্তং ভরতমতানুসারিণি সাহিত্যদর্পণে, "উপনায়ক-সংস্থায়াং মুনিগুরুপত্নীগতায়াঞ্চ। বহুনায়ক-বিষয়ায়াং রতৌ চ তথানুভয়নিষ্ঠায়াম্॥ প্রতিনায়কনিষ্ঠত্বে তদ্বদধর্মপাত্রতির্যগাদিগতে। শৃঙ্গারে নৌচিত্যমিতি।" ৪২॥

কৃষ্ণে ত্বপ্রাকৃতনায়কে উপপতিবিশেষে ইত্যর্থঃ। ন লঘুত্বং নাস্তীত্যর্থঃ, ন হি তস্য সামান্যোপপত্যং যেন তত্র লঘুত্বং স্যাদিতি ভাবঃ। তত্র হেতুগর্ভ-বিশেষণমাহ—রসনির্যাসেতি—রসস্য নির্যাসঃ সারস্তস্য স্বাদার্থমবতরণ-শীলে কৃষ্ণে লঘুত্বং নাস্তীত্যাদিকমেব তদীয়-মহাভক্তশ্রীলীলাশুক-মতেন দ্রঢ়য়তি—"শৃঙ্গাররস-সর্ব্বস্বং শিখি-

---

বোধ্য। ভরতমতানুসারী সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন—"শৃঙ্গাররস উপনায়কগত (নায়ক দক্ষিণাদি, কুলিন, শীলবান্ না হইলে এবং নায়িকা ও নায়ক সামান্য গুণমণ্ডিতা না হইলে) মুনিপত্নী, গুরুপত্নী বা সম্বন্ধী প্রভৃতির পত্নীগত সম্বন্ধাদিবিহীন বহুনায়কনিষ্ঠ, অনুভয়নিষ্ঠ (নায়ক-নায়িকা অন্যতর অসম্মত হইলে), নায়কের প্রতিপক্ষগত এবং অসৎকুলজাত নায়ক হইলে বা তির্য্যক্ প্রাণি প্রভৃতিতে হইলেও অনুচিত॥" ৪২॥

কিন্তু অপ্রাকৃত নায়ক উপপতি-বিশেষ কৃষ্ণ-সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য নহে। ন=লঘুতা নাই অর্থাৎ তাঁহার ত' আর সামান্য ঔপপত্য নাই যাহাতে লঘুত্বের প্রসঙ্গ হইতে পারে। তাহাতেও আবার হেতুগর্ভ বিশেষণ দিতেছেন—রসনির্য্যাস ইত্যাদি—রসের নির্য্যাস (সার) আস্বাদন করিবার জন্য অবতার করিয়াছেন যিনি—এবম্বিধ কৃষ্ণে লঘুতা হইতে



পিঞ্ছবিভূষণম্। অঙ্গীকৃতনরাকারমাশ্রয়ে ভুবনাশ্রয়মিতি। (১৭) শৃঙ্গাররসঃ সর্ব্বস্বং যস্য, অঙ্গীকৃতঃ নিত্যত্বেন স্বীকৃতো নরাকারো যেন, স্পষ্টমন্যৎ। তদেব বহু বার্য্যতে যতঃ—ইত্যস্য মুনিবাক্যস্যোপপত্তিবিশেষঃ—শ্রীকৃষ্ণ এব বিষয়ঃ উপনায়ক-সংস্থায়ামিত্যস্য তু তদিতরঃ সামান্যোপপতিরিতি ব্যবস্থিতং। তত্রেদং বীজং, যত্রৌপপত্যে লোকবিরুদ্ধত্বং ধর্ম্মবিরুদ্ধত্বঞ্চ, তত্রৈব লঘুত্বং; যত্র তু তদুভয়াভাবস্তত্র বহুনিবারণাদিহেতুভিঃ শৃঙ্গারস্য পরমোৎকর্ষতা, তত্র লৌকিকৌপপত্যে, পরদারান্ন গচ্ছেম্মনসাপি কদাচনেত্যাদি শাস্ত্র-বিরুদ্ধত্বেন পাপ-সম্ভবাৎ। ধর্ম্ম-বিরুদ্ধত্বমতএব নিন্দাসম্ভবা-

---

পারে না। ইহাই আবার তদীয় মহাভক্ত শ্রীলীলাশুকের মতে দৃঢ় করিতেছেন—শৃঙ্গাররস ইত্যাদি (নায়ক ১৭) শৃঙ্গার-রসই সর্বস্ব যাঁহার, অঙ্গীকৃত (নিত্যতা বলিয়া স্বীকৃত) হইয়াছে নরাকার যৎকর্ত্তৃক। এক্ষণে অর্থ এই—শৃঙ্গার-রসই যাঁহার সর্বসম্পত্তি, ময়ূরপিচ্ছই যাঁহার বিশেষ ভূষণ, যিনি নিত্য নরাকৃতি ধারণ করিয়াছেন, সেই ভুবনাশ্রয়কে (ভুবন-সমূহ যাঁহার আশ্রয় অর্থাৎ ত্রিজগন্মোহন বলিয়া চতুর্দশ ভুবনকে আলম্বন-স্বরূপ করিয়াছেন যিনি তাঁহাকে) আশ্রয় করি। লীলাশুকের এই বচনই ভরতমুনির 'বহু বার্য্যতে যতঃ' ইত্যাদি বাক্যের উপপত্তি-(সঙ্গতি বা সিদ্ধান্ত) বিশেষ, শ্রীকৃষ্ণই উহার বিষয়। আর সাহিত্যদর্পণের 'উপনায়ক-সংস্থা' ইত্যাদির কিন্তু শ্রীকৃষ্ণভিন্ন সামান্য উপপতিই বিষয়—ইহাই হইল ব্যবস্থা। এস্থলে বীজ (তত্ত্ব) এই—যে ঔপপত্যে-লোকবিরুদ্ধতা ও ধর্মবিরুদ্ধতা—তাহাতেই লঘুত্ব, যে স্থলে কিন্তু লোকতঃ বা ধর্মতঃ বিরোধাভাব, সেই স্থলে বহু নিবারণ ইত্যাদি হেতুসমূহদ্বারা শৃঙ্গার-রসের পরমোৎকর্ষতাই সাধিত হয়। তন্মধ্যে লৌকিক ঔপপত্য-সম্বন্ধে 'মনে

লজ্জাকরত্বেন লোক-বিরুদ্ধঞ্চ তদেব তদ্ব্যঞ্জিতং, সামান্যলক্ষণে স্ত্রীণাং লজ্জাধিক্যাৎ প্রথমমপ্রবৃত্ত্যা তাসাং ধর্ম্মমুল্লঙ্ঘয়ন্নিতরাং বক্তৃ-প্রয়োগেণ, অতএব ত্রিকাণ্ডশেষে তস্যৈব 'জারঃ পাপপতিঃ সমাবিতি' নিন্দাগর্ব্বিতং নাম, অতঃ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেনাপি (ভা ১০।২৯।২৬) "অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্। জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়া"—ইত্যনেনাস্যৈবাস্বর্গ্যত্বমুক্তম্। শ্রীব্রজদেবীভিরপি (ভা ১০।৪৭।৭) 'নিঃস্বং ত্যজন্তি গণিকা জারা ভুক্ত্বা রতাং স্ত্রিয়মি'তি তস্যৈবোল্লেখঃ কৃতঃ, অত্র তু শাস্ত্রবিরোধাভাবেন পাপাসম্ভবান্নধর্মবিরুদ্ধমতএবানিন্দ্যত্বেন লজ্জাদ্যসম্ভবান্ন লোক-

মনেও কখন পরস্ত্রীগমন করিবে না—' এই শাস্ত্রবাক্য-বিরুদ্ধে আচরণ করিলে পাপ হইবে, অতএব ধর্মবিরুদ্ধও হইল। তাহাতে নিন্দা এবং লজ্জাদির সম্ভাব আছে বলিয়া লোকবিরুদ্ধও বটে—ইহাই সামান্য লক্ষণে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। স্ত্রীদিগের লজ্জাধিক্যবশতঃ প্রথমতঃ তাহাদের অপ্রবৃত্তি হয়, নায়কই তাহাদিগকে বহুযত্নে সাধন করিয়া তাহাদের পাতিব্রত্য-ধর্ম উল্লঙ্ঘন করাইয়া থাকে। এইজন্যই ত্রিকাণ্ডশেষে 'জার ও পাপপতি সমার্থবাচক' বলিয়া উপপতির নামই নিন্দাস্পদ হইয়াছে। সুতরাং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও (ভাগ ১০।২৯) বলিয়াছেন—"কুলস্ত্রীগণের ঔপপত্য (উপপতি-বিষয়ক সুখ) অস্বর্গ্য (স্বর্গপ্রাপ্তির প্রতিকূল), অযশস্য (পূর্বসঞ্চিত যশো-নাশক) অচিরস্থায়িত্ব প্রযুক্ত অতিতুচ্ছ, দুঃখসাধ্য, পতি বা নরকাদির ভয়সঙ্কুল্য স্বদেশে বিদেশে অথবা ব্যবহারে পরমার্থে সর্বত্রই নিন্দিত।" ব্রজদেবীরাও ইহাকে নিন্দার চক্ষুতেই দেখিয়াছেন, যথা (১০।৪৭)—'বারবনিতাগণ নির্ধন পুরুষকে এবং জারগণ রমণরতা বা অতৃপ্তা রমণীকে ভোগ করিয়া ত্যাগ করে।' শ্রীকৃষ্ণবিরহে



বিরুদ্ধঞ্চ, প্রত্যুত—তল্লোকেষু সুষ্ঠু পাদেয়ত্বমেবেতি বহুনিবারণাদি-হেতুভিঃ শৃঙ্গারস্যোৎকর্ষতা। এতচ্চ বিশেষলক্ষণে তদীয়প্রেমবসতি-রিত্যনেন ব্যঞ্জিতং, তাসাং পরমদুঃসহলোকলজ্জানাদরেণ তদেক-প্রীত্যা প্রবৃত্তেরবগমাৎ, তৎপ্রীতেশ্চ সর্ব্বশাস্ত্র-ফলত্বাৎ, "তত্র (১০।৩৩।৩০) ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্। তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো" যথা, ইত্যাদি বচনপ্রামাণ্যান্ন ধর্ম্ম-বিরুদ্ধত্বম্, অতএব ন লোক-বিরুদ্ধমপি, প্রত্যুত লোকেষু সুষ্ঠু-পাদেয়মেব। যথা (ভা ১০।৩৮।৮) "গোচারণায়ানুচরৈশ্চরন্ বনে যদ্গোপিকানাং কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতমিতি" শ্রীমদক্রূরবচনে, অত্র

কিন্তু শাস্ত্রবিরোধ নাই বলিয়া পাপেরও সম্ভাবনা নাই, অতএব ধর্মবিরুদ্ধও নহে। সুতরাং অনিন্দ্য বলিয়া লজ্জাদিরাহিত্যে লোক-বিরুদ্ধও নহে, কিন্তু উহাই চতুর্দশ ভুবনে পরম উপাদেয়। এক্ষণে ইহাই সুস্থিত হইল যে, বহুনিবারণাদি-হেতুতেই শৃঙ্গার-রসের পরমোৎ-কর্ষতা—এই ব্যাপার বিশেষলক্ষণের 'তদীয়প্রেমবসতিঃ' এই পদেই ব্যঞ্জিত হইয়াছে, যেহেতু ঐ গোপীগণ পরমদুঃসহ লোকলজ্জাদির প্রতি অনাদর করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিতেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় এবং শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিই সর্বশাস্ত্রফল। আবার—(১০।৩৩) 'কর্মাদি পারতন্ত্র্যরহিত ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণের দুহিতৃ-কামনাদি শাস্ত্রোক্ত ধর্মের লঙ্ঘন দৃষ্ট হইলেও কিন্তু সর্বভোক্তা অগ্নির যেমন কোনও দোষ বা অপবিত্রতা হয় না, তদ্রূপ সেই তেজস্বী ব্রহ্মাদিরও কোনই দোষ নাই।' ইত্যাদি বচন-প্রমাণে উহা ধর্মবিরুদ্ধ নহে, অতএব লোকবিরুদ্ধও নহে। চতুর্দশ-ভুবনে কিন্তু ইহাদের পারকীয়ত্ব পরম উপাদেয়ই বলিয়া মহাজনগণ বলিয়াছেন। (১০।৩৮।৮) অক্রূর বলিয়াছেন—'যে চরণকমল গোচারণের

পাদেঽক্রূরেণ শ্রীকৃষ্ণোপপত্যস্যোল্লেখঃ কৃতস্তৎ খলু পিতৃব্যত্বেন দাসত্বেন চেত্যুভয়থাপি ন যুজ্যতে, কিন্তু পাদেয়ত্বেনৈব, ন চ প্রীতিবিশেষোল্লেখ এব কৃত ইতি বক্তব্যং তদ্বাচকশব্দস্যানুপাদানাৎ, এবমীদৃশং বাক্যং বহুত্র শ্রীভাগবতে দ্রষ্টব্যং। কিং বহুনা যৎ খলু শ্রীভাগবতাদিপুরাণেষু নানাজাতীয়মুনিরাজসভাদিষু তদৌপপত্যপ্রতিপাদিকা রাসলীলা গীয়তে, তত্তু সুষ্ঠু পাদেয়ত্বেনৈব, নান্যথা সম্ভবতি। তাসাং তদেক-সুখার্থপ্রবৃত্তিস্তু, "যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু, ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষিতি" শ্রীভাগবতোক্তেঃ, (১০।৩১।১৯) তৎপ্রাপ্তেঃ সর্ব্বশাস্ত্রফলত্বঞ্চ তত্রৈবোক্তং (১০।

নিমিত্ত বয়স্যগণের সহিত বনে বনে বিচরণ পূর্ব্বক গোপীগণের কুচকুঙ্কুমদ্বারা চিহ্নিত হয়—অদ্য আমি সেই চরণ দর্শন করিব। এই শ্লোকের শেষ চরণে অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্যই উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কিন্তু পিতৃব্য ও দাসত্ব-হিসাবে উভয়দিকেই অযৌক্তিক ; বাস্তবিক কিন্তু উহা উপাদেয়-বুদ্ধিতেই উল্লিখিত হইয়াছে। একথাও বলা যায় না যে ঐ শ্লোকে কেবল প্রীতিবিশেষেরই উল্লেখ আছে ; যেহেতু ঐ প্রীতিবিশেষের বাচকশব্দ ঐ শ্লোকে ব্যবহৃত হয় নাই। এই প্রকার বাক্য কিন্তু শ্রীভাগবতে বহুস্থলে দেখা যায়। অধিক কথা কি ? শ্রীভাগবতাদি পুরাণে নানাজাতীয় মুনি ও রাজসভাদিতে যে ঐ ঔপপত্য-প্রতিপাদক রাসলীলার সঙ্গীত হয়, তাহা ত নিশ্চয়ই উপাদেয় বলিয়াই, অন্যপ্রকারে সম্ভব হয় না ত ? গোপীগণের কেবল যে শ্রীকৃষ্ণসুখেই প্রবৃত্তি—তাহাও (১০।৩১) হইতে জানা যায়—"হে প্রিয় ! তোমার সুজাত ( পরমকোমল ) চরণ-কমল আমাদের কর্কশ স্তনমণ্ডলে আমরা সম্মর্দন-শঙ্কায় ভীতা হইয়া অতি ধীরে ধারণ করি" ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিই যে সব শাস্ত্রফলস্বরূপ



২৯।৩৩) যথা "কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলা" ইতি টীকা চ কুশলাঃ শাস্ত্রনিপুণা ইত্যেষা ॥ ৪৩ ॥

অথ পরকীয়াঃ ; রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণা। ধর্ম্মেণাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ ॥ [ উজ্জ্বল, হরিপ্রিয়া ৭ ] অত্রাপি রাগেণৈবার্পিতাত্মানো ধর্ম্মেনাস্বীকৃতাশ্চ যা স্তাঃ পরকীয়া ভবন্তীতি সামান্যলক্ষণং, তা এব চেৎ লোকযুগ্মানপেক্ষিণা রাগেণৈবার্পিতাত্মানো ভবন্তি, তদোত্তমাঃ পরকীয়া ইতি বিশেষলক্ষণঞ্চ দ্রষ্টব্যম্। তত্র প্রাসঙ্গিকীরুত্তমাঃ পরকীয়া উদাহরতি, (৭) "রাগোল্লাসবিলঙ্ঘিতার্য্যপদবী বিশ্রান্তয়োঽপুদ্ধুর,-শ্রদ্ধারজ্যদরুন্ধতীমুখসতীবৃন্দেন বন্দ্যেহিতাঃ। আরণ্যা অপি মাধুরী-

তাহাও ( ১০।২৯ ) বর্ণিত আছে—'কুশলগণই তোমাতেই রতি করিয়া থাকেন।' শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন—কুশল-শব্দে শাস্ত্রনিপুণ বুঝায় ॥ ৪৩ ॥

এক্ষণে **পরকীয়ার** বিষয় বলিতেছেন। যে সকল রমণী ইহলোক ও পরলোক-সম্বন্ধীয় ধর্ম্মের অপেক্ষা না করিয়া রাগ ( আসক্তি )-বশতঃ পরপুরুষে আত্মসমর্পণ করে ; এবং যাহাদিগকে বিবাহবিধি অনুসারে স্বীকার করা হয় নাই—তাহারাই পরকীয়া। ইহার মধ্যে আবার অনুরাগে আত্মসমর্পণ এবং বিবাহধর্ম্মে অস্বীকার—এ দুই লক্ষণ যাহাদের আছে, তাহারা সামান্য লক্ষণাক্রান্ত পরকীয়া। ইহারাই যদি লোকদ্বয়াপেক্ষাশূন্য হইয়া অনুরাগে আত্মসমর্পণ করে, তবে তাহাদিগকে উত্তমা পরকীয়া বলে—ইহাই বিশেষ লক্ষণ। উজ্জ্বলের উদাহরণ-বাক্য উত্তমা পরকীয়ার প্রসঙ্গে ধরা হইয়াছে—"শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগাতিশয্যে কোন্ ব্রজবালা না ধর্ম্মমর্য্যাদার অত্যাসীমা উল্লঙ্ঘন করিয়াছে ? তথাপি অরুন্ধতী প্রভৃতি

পরিমলব্যাক্ষিপ্ত-লক্ষ্মীশ্রিয়,-স্তাস্ত্রৈলোক্যবিলক্ষণা দদতু বঃ কৃষ্ণস্য সখ্যঃ সুখম্ ॥ তাঃ প্রসিদ্ধা কৃষ্ণস্য সখ্যঃ পরকীয়াত্বাভিমানেনৈব সখ্যং কুর্ব্বানাঃ, ন তু কদাপি পত্নীত্বাভিমানবত্য ইত্যর্থঃ, বো যুষ্মাকং শ্রোতৄণাং সুখং দদতু, তাস্বেব বিশেষলক্ষণ-সঙ্গতয়ে তা বিশিনষ্টি—ত্রৈলোক্যবিলক্ষণা ইতি, ত্রৈলোক্যাৎ ত্রিলোকস্থিত-স্বকীয়াপরকীয়াপ্রমদাবৃন্দাদ্বিলক্ষণা ইত্যর্থঃ। তদেব বৈলক্ষণ্যং দর্শয়তি—রাগোল্লাসেত্যাদিনা, রাগস্যোল্লাসেনাধিক্যেন বিলঙ্ঘিতা অতিক্রান্তা আর্য্যপদব্যাঃ পাতিব্রত্যলক্ষণসাধুমার্গস্য বিশ্রান্তি-রবধির্য্যাভিস্তাঃ; অনেন রাগস্য লোকযুগ্মানপেক্ষিত্বং দর্শিতম্। এবম্ভূতা অপি শ্রদ্ধয়া রজ্যৎ অরুন্ধতীমুখসতীবৃন্দং তেন বন্দ্যং

মহাসতীবৃন্দ মহাশ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাদের নিকুঞ্জাভিসারাদি যাবতীয় লীলার প্রশংসা করেন। তাঁহারা বনচারিণী হইলেও কিন্তু তাঁহাদের মাধুর্য্য-পরিমল দ্বারা লক্ষ্মীর শ্রীও বিশ্রী হয়। অতএব ত্রিভুবন-বিলক্ষণ সেই কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ তোমাদের সুখবিধান করুন।" [ এক্ষণে শ্লোকের বিশ্লেষণ করিতেছেন— ] সেই প্রসিদ্ধ কৃষ্ণসখীগণ (পরকীয়াত্ব অভিমানেই যাঁহারা সখ্য করিয়াছেন, কিন্তু কখনও পত্নীত্ব-অভিমান করেন নাই) তোমাদের (শ্রোতৃবৃন্দের) সুখদান করুন। ইহাদিগেরই বিশেষ লক্ষণ সঙ্গতি করিবার জন্য তাঁহাদের বিশেষণ দিতেছেন—ত্রৈলোক্য-বিলক্ষণ—ত্রি-ভুবনস্থিত স্বকীয়া ও পরকীয়া প্রমদাবৃন্দ হইতে বিলক্ষণ। সেই বৈলক্ষণ্য হইতেছে—রাগের উল্লাসে (আধিক্যে) বিলঙ্ঘিত (অতিক্রান্ত) হইয়াছে আর্য্যপদবীর (পাতিব্রত্যরূপ সাধুমার্গের) বিশ্রান্তি (অবধি) যাঁহাদের দ্বারা—ইহাতে রাগের লোকদ্বয়াপেক্ষারাহিত্যই দেখান হইল। এভাবে ইঁহারা পরকীয়া রমণী হইলেও শ্রদ্ধাযুক্ত অরুন্ধতী প্রমুখ সতীবৃন্দ ইঁহাদের



পরমাদরেণ শ্লাঘিতমীহিতং পরকীয়াত্বলক্ষণং চেষ্টিতং যাসাং তাঃ, তথা আরণ্যা বনবাসিন্যোঽপি মাধুরীণাং পরিমলেণাতিশয়েন বিশেষেণাক্ষিপ্তা দূরীকৃতা লক্ষ্ম্যা অপি শ্রীঃ শোভা যাভিস্তাঃ। কা স্তাঃ কৃষ্ণস্য সখ্যঃ, কতিবিধাশ্চেত্যপেক্ষায়ামাহ— [ উজ্জ্বল হরিপ্রিয়া ৮ ] "কন্যকাশ্চ পরোঢ়াশ্চ পরকীয়া দ্বিধা মতাঃ। ব্রজেশ-ব্রজবাসিন্য এতাঃ প্রায়েণ বিশ্রুতা" ইতি পূর্ব্ববৎ প্রচ্ছন্নকামুক-ত্বাদিহেতুভিরত্রৈব শৃঙ্গারস্য পরমোৎকর্ষতামাহ—"প্রচ্ছন্নকামুকতা হ্যত্র গোকুলেন্দ্রস্য সৌখ্যদেতি।" অত্র পরকীয়াবিশেষে যস্মাৎ গোকুলেন্দ্রস্য পরমরসরসিকশেখরস্য সৌখ্যদা প্রচ্ছন্নকামুকতাস্তি, অতোঽত্রৈব শৃঙ্গারস্য পরমোৎকর্ষত্বে রুদ্রাদিবাক্যং প্রমাণয়তি, তথাহি রুদ্রঃ "বামতা দুর্লভত্বঞ্চ স্ত্রীণাং যা চ নিবারণা। তদেব পঞ্চবাণস্য মন্যে পরমমায়ুধম্ ॥" স্ত্রীণাং স্বভাবত এব যা বামতা যচ্চ পরকীয়া-নিবন্ধনং তাসাং দুর্লভত্বং, যা চ তন্নিবন্ধনা নিবারণা

পরকীয়াত্বলক্ষণ-চেষ্টিতের প্রশংসা করিয়াছেন—এবং ইঁহারা বনবাসিনী হইলেও কিন্তু মাধুর্য্যরাশির পরিমল দ্বারা লক্ষ্মীরও শোভা বিদূরে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। সেই কৃষ্ণানুরাগিণী সখীগণ কে কে এবং তাঁহারা কত প্রকারই বা? এই আক্ষেপের সমাধান-কল্পে শ্রীপাদ বলিতেছেন—'এই পরকীয়া নায়িকা দ্বিবিধ—কন্যকা ও পরোঢ়া, ইঁহারা প্রায়ই নন্দব্রজবাসিনী, ইঁহাদের প্রচ্ছন্নকামতা পরমরসিকশেখর গোকুলনবযুবরাজের সুখ-দায়িকা ; ইহাতেও পূর্ব্ববৎ প্রচ্ছন্নকামুকত্ব ইত্যাদি হেতুসমূহ থাকায় এই পরকীয়াতেই শৃঙ্গার-রসের পরমোৎকর্ষতা প্রতিপাদন করিলেন। অতএব এই পরকীয়া শৃঙ্গার-রসের পরমোৎকর্ষে রুদ্রাদির বাক্য প্রমাণ দিতেছেন

তৎসর্ব্বমেব কামস্য পরমমায়ুধং বশীকরণোপায়মহং মন্যে। বিষ্ণু-গুপ্তসংহিতায়াঞ্চ—"যত্র নিষেধবিশেষঃ সুদুর্লভত্বঞ্চ যন্মৃগাক্ষীণাং। তত্রৈব নাগরাণাং নির্ভরমাসজ্জতে হৃদয়মিতি॥" (২) যত্র পরকীয়াত্বে ইত্যর্থঃ। ননু সামান্য-পরকীয়াত্বেঽপি দুর্লভত্বাত্তাস্ত্বীত্যাশঙ্ক্য পূর্ব্ববৎ ভরতাদ্যসম্মতত্বেন তদুত্থাপ্য দূষয়তি "নাসৌ নাট্যে রসে মুখ্যে যৎ পরোঢ়া নিগদ্যতে। তত্তু স্যাৎ প্রাকৃতক্ষুদ্রনায়িকা-মনুসারত ইতি", (উজ্জ্বল, নায়িকা ২)। মুখ্যে শৃঙ্গারে রসে অসৌ পরোঢ়া পরকীয়া ন নিবধ্যতে ইতি যৎ তত্তু প্রাকৃত-ক্ষুদ্রনায়িকা-মনুসারতঃ, সামান্য পরকীয়ৈব সা, ন তু মুখ্যপরকীয়া ইত্যর্থঃ। তথাহি সাহিত্যদর্পণে [ তৃতীয়ে রসভেদপ্রকরণে ] 'পরোঢ়াং

—তথাহি রুদ্র বলিয়াছেন—স্ত্রীগণের যে বামতা, পরকীয়া-নিবন্ধন দুর্লভতা এবং তজ্জন্যই নিবারণ—তাহা তাহাই পঞ্চবাণের ( কামদেবের ) পরমাস্ত্র বশীকরণোপায় বলিয়া বিখ্যাত। বিষ্ণুগুপ্ত সংহিতায়—'যে পরকীয়াত্বে সুন্দরীদের নিষেধবিশেষ ও সুদুর্লভত্ব বিদ্যমান—তাহাতেই নাগরদিগের হৃদয় সবিশেষ আসক্ত হয়।' সামান্য পরকীয়াতেও দুর্লভতাদি আছে এই আশঙ্কা করিয়া পূর্ব্ববৎ ভরতাদির অসম্মত বলিয়া সেই মত উত্থাপনপূর্ব্বক দোষ দেখাইতেছেন—নাট্য ও শৃঙ্গাররসে ঐ পরোঢ়া পরকীয়া নিবদ্ধ হওয়া যুক্তিসহ নহে—এই মতটি কিন্তু প্রাকৃত ক্ষুদ্র নায়িকার অনুসরণে বলা হইয়াছে অর্থাৎ উহা সামান্য পরকীয়ারই কথা, কিন্তু মুখ্য ( অপ্রাকৃত ) পরকীয়াতে প্রযুক্ত নহে। সাহিত্যদর্পণেও বলিয়াছেন—'শৃঙ্গাররসে পরোঢ়া, বেশ্যা, অনণুরাগিণী না হইলে নায়িকা এবং দক্ষিণাদি নায়ক



বর্জ্জয়িত্বাত্র বেশ্যাঞ্চানণুরাগিণীং। আলম্বনং নায়িকাঃ স্যুর্দক্ষিণাদ্যাশ্চ নায়কাঃ' ইতি। ত্বর্থে চকারঃ, স্বীয়াস্তু—অনণুরাগিণীমেবেত্যর্থঃ। মুখ্যপরকীয়াত্বস্য তু পরমোৎকর্ষত্বং রুদ্রবাক্যেন বিষ্ণুগুপ্ত-সংহিতাবাক্যেন চ দর্শিতমপি সুদেব-বাক্যেনাপি স্পষ্টং তদ্দর্শয়িতুমাহ—তথা চোক্তমিতি, অতিপ্রাচীনেন রসবিলাসকর্ত্রা সুদেবেনেতি শেষঃ। তদাহ—"নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া। তদ্-গোকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ॥ আশংসয়া রসবিধেরবতারিতানাম্। কংসারিণা রসিকমণ্ডলশেখরেণেতি", (৩) অঙ্গিনি শৃঙ্গারাখ্যে রসে কবিভির্ভরতাদিভির্নেষ্টা মুখ্যতয়া ন স্বীকৃতেতি যৎ তত্তু গোকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ বিনা ইতি, তাস্তু, ইষ্টা, ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুগর্ভং তাসাং বিশেষণং যদপ্রকটলীলায়াং পরমালৌকিক-

আলম্বন হইতে পারে। এই শ্লোকের 'চ'কার 'তু'র অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—স্বীয়া কিন্তু অনণুরাগিণী হইলে তাহাকেও বর্জন করিবে—ইহাই তাৎপর্য্য। মুখ্যপরকীয়াত্বের পরমোৎকর্ষ রুদ্র ও বিষ্ণুগুপ্ত সংহিতার বাক্যে প্রদর্শিত হইলেও আবার সুদেববাক্যদ্বারাও স্পষ্টভাবে দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—তথা চোক্তমিতি—অতি প্রাচীন রসবিলাসকর্ত্তা সুদেব বলিয়াছেন—প্রাচীন পণ্ডিতগণ (ভরতাদি) যে মুখ্যরসে (শৃঙ্গারে) পরকীয়া রমণীকে মুখ্যভাবে স্বীকার করেন নাই—তাহা কিন্তু প্রাকৃত নায়িকাপর, পরন্তু ব্রজদেবীগণও ইহাতে নিষিদ্ধ হয়েন নাই—যেহেতু উঁহারা ইষ্টাই। যেহেতু রসিকমণ্ডলভূষণ শ্রীকৃষ্ণ রসবিশেষের আস্বাদনাকাঙ্ক্ষায় ঐ সকল গোপীগণকে অবতারিত করিয়াছেন। গোপীগণ ইষ্ট কেন—তাহা প্রতিপাদন করিতে তাহাদের হেতুগর্ভ বিশেষণ দিয়াছেন—অবতারিত

পরকীয়ারসবিধানং তদ্বৎ প্রকটলীলায়ামপি করিষ্যামীত্যভি-প্রায়েণ প্রপঞ্চেঽপি রসবিশেষাসংশয়া পরমোৎকণ্ঠাময়-পরকীয়া-রস-বিশেষস্যাস্বাদনেচ্ছয়াবতারিতানাং যথাস্থিতমেব নিত্যলীলাতঃ প্রকটপ্রকাশমানীতানাং, যাস্তু দেবাঙ্গনা স্তাঃ স্বপ্রেয়সীনাং সখ্যাদিনা সাহায্যার্থমবতারিতা ইতি দ্রষ্টব্যম্। "তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়" ইতি শ্রীভাগবতাৎ ( ১০।১।২৩ ), কংসারেঃ স্বতন্ত্রত্বাদ্রসাপেক্ষা ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—রসিকেতি, রসিকবৃন্দ-শিরোধার্য্যোণেত্যর্থঃ। অথ তাসাং প্রাকৃত-পরকীয়াভ্যঃ পরমরসা-বহং বিশেষান্তরমাহ—( উজ্জ্বল—কৃষ্ণবল্লভা ১৯ ) "মায়াকলিত-তাদৃক্ স্ত্রীশীলনেনানুসূয়ুভিঃ। ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ

---

ইত্যাদি। অপ্রকট-লীলায় যে পরম অলৌকিক পরকীয়া রসরীতি আছে, তদ্রূপ প্রকট-লীলাতেও রসাবধি আস্বাদন করিব—এই অভিপ্রায়ে প্রপঞ্চেও পরমোৎকণ্ঠাময় পরকীয়া-রসবিশেষ আস্বাদন করিবার ইচ্ছায় অবতারিত অর্থাৎ যথাস্থিত নিত্যলীলা হইতে প্রকট-প্রকাশে আনীত। ( গোপীদের সম্বন্ধে ঐ নিষেধ হয় নাই )। যে সকল দেবাঙ্গনা ছিলেন, স্বপ্রেয়সীদের সখীত্বাদি দ্বারা সাহায্য করিবার জন্য তাঁহাদিগকেও অবতারিত করিয়াছেন—ইহাও বুঝিতে হইবে। যেহেতু (ভাগ ১০।১।২৩) 'তাঁহার প্রিয় গোপীদের ( সাহায্য ) জন্য দেবস্ত্রীগণও মর্ত্তালোকে প্রাদুর্ভূত হউন'—এই উক্তি আছে। 'কংসারি স্বতন্ত্র বলিয়া তাঁহার রসাপেক্ষা নাও থাকিতে পারে'—এই আশঙ্কার সমাধান বলিতেছেন—রসিকবৃন্দ-শিরোমণি-কর্ত্তৃক অবতারিত [ অর্থাৎ রসিকবৃন্দ শিরোমণিতে যে রসাপেক্ষা নাই—একথা হইতেই পারে না। ] এক্ষণে গোপীদের প্রাকৃত পরকীয়া নায়িকা হইতে পরমরসাবহ অন্য বিশেষত্ব বলিতেছেন—



সঙ্গম ইতি" মায়য়া কলিতা তেষাং ব্যবহারার্থং নির্মিতা যাস্তাদৃশ্য আকারবর্ণবেশস্বভাবাদিনা স্বপত্নীতুল্যাঃ স্ত্রিয়স্তাসাং শীলনেন সংভোগাদিনা অনসূয়ুভিরদোষদর্শিভিঃ। তত্র মানমাহ [ ভা ১০। ৩৩।৩৮ ] "নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া। মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকস" ইতি। অতো [ ভা ১০। ২৯।২০ ] 'মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ' ইতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং তদীয়ভ্রাতৃপুত্রাদীনপদিশ্য পরিহাসময়মেব। কচিৎ তদ্বিধপুত্রাদিব্যপদেশোঽপি দৃশ্যতে—যথা সাম্বকৃতলক্ষ্মণাহরণে

---

যদিও গোপীগণ পরোঢ়াই ছিলেন, তথাপি তাঁহাদের পতির সহিত সঙ্গম হয় নাই। অভিসারাদি-কালে যোগমায়া-কল্পিত তাদৃশ গোপীমূর্ত্তি গৃহমধ্যে দেখিয়া গোপগণের এই বোধ হইল যে আমার পত্নী আমার গৃহে আছে, সুতরাং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়াও প্রকাশ করেন নাই। মায়াকর্ত্তৃক কলিত ( তাঁহাদের ব্যবহারোদ্দেশ্যে নির্মিত ) হইয়াছে যে (মূল) গোপীগণ-সদৃশ (আকার বর্ণবেশ স্বভাবাদি দ্বারা নিজ নিজ পত্নী-তুল্য) স্ত্রীগণ, তাঁহাদের শীলন (সংভোগাদি) করিয়া গোপগণ অসূয়ারহিত ( অদোষদর্শী ) হইয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ বলিতেছেন—( ভাগ ১০। ৩৩।৩৮ )—'ব্রজবাসিগণ ভগবন্মায়ায় বিমোহিত হইয়াছিলেন বলিয়া পূর্ব্বোক্ত আচরণেও ভগবানের প্রতি দোষারোপ করেন নাই; ফলতঃ ভগবানের মায়ায় তাঁহারা নিজ নিজ পত্নীদিগকে আপনাদের পার্শ্বেই অবস্থিত বোধ করিতেন, কিন্তু শয্যাদিতে নহে।' অতএব ( ভাগ ১০। ২৯।২০ ) 'শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তোমাদের মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও পতিগণ' ইত্যাদি বাক্যে ঐ গোপীদের ভ্রাতৃপুত্রাদিকে লক্ষ্য করিয়া পরিহাসচ্ছলেই উক্ত হইয়াছে। কখনও বা ঐ প্রকার ভ্রাতৃ-পুত্রাদিকে লক্ষ্য করিয়াও

শ্রীবলদেবমুদ্দিশ্য [ভা ১০।৬৮।৫২] "প্রতিগৃহ্য তু তৎ সর্ব্বং ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ। সসুতঃ সস্নুষঃ প্রায়াৎ সুহৃদ্ভিরভিনন্দিতঃ" ইতি, অতএব শ্রীশুকেনাপি [ভা ১০।২৯।৬] "পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ" ইত্যত্র শিশুশব্দ এব প্রযুক্তো ন তু পুত্রশব্দঃ ; কিঞ্চ, (১০।৩৩।৬) "মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা," ইতি নায়কমণি-দৃষ্টান্তেন "তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুরিতি" (১০।৩৩।৭) তড়িৎ দৃষ্টান্তেন চ নবকিশোরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য দেহপরিমাণাদপি তাসাং দেহানাং স্বল্পপরিমাণতোক্ত্যা তাসাং নবকিশোরীত্বাবগমাচ্চ তদা-শঙ্কালেশোঽপি ন সম্ভবতীতি ॥ ৪৪ ॥

---

ভাগবতে (১০।৬৮) পুত্রাদিশব্দ উক্ত হইয়াছে, যথা সাম্বকৃত-লক্ষণা হরণে বলদেবের উদ্দেশে—ভগবান্ যাদবশ্রেষ্ঠ শ্রীবলদেব দুর্য্যোধন-প্রদত্ত উপঢৌকন-দ্রব্য সমস্তই গ্রহণ করতঃ সুহৃদ্গণকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া সুত অর্থাৎ কৃষ্ণপুত্র সাম্ব ও স্নুষা লক্ষ্মণাকে লইয়া দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।' অতএব শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন—(১০।২৯।৬) "কোন কোন গোপী শিশু অর্থাৎ ভগ্নীপুত্র বা ভ্রাতৃপুত্রগণকে দুগ্ধ পান করাইতেছিলেন।" এস্থলে পুত্র-শব্দের ব্যবহার না করিয়া 'শিশু' শব্দই প্রয়োগ করিয়াছেন। আর এক কথা—(১০।৩৩) 'সেই রাসমণ্ডলে বর্ত্তুলাকারে মণিবৎ নির্ম্মিত হেমবর্ণ মণিসমূহের মধ্যে যেমন ইন্দ্রনীলমণি শোভা পায়'—ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের নায়কমণি-দৃষ্টান্তে এবং তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে 'কৃষ্ণবধূগণ মেঘমণ্ডলে চপলার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন'—ইত্যাদি বাক্যে গোপীগণের 'তড়িৎ' দৃষ্টান্তে বুঝা যায় যে, নবকিশোর শ্রীকৃষ্ণের দেহ-পরিমাণ হইতেও গোপীদের স্বল্প-



অথ নিত্যলীলায়ামপি প্রকটবদেবৌপপত্যাদিকমিত্যাহ, "হরে-র্লীলাবিশেষস্য প্রকটস্যানুসারতঃ। বর্ণিতা বিরহাবস্থা গোষ্ঠবামভ্রুবামসৌ। বৃন্দারণ্যে বিহরতা সদা রাসাদিবিভ্রমৈঃ। হরিণা ব্রজদেবীনাং বিরহোঽস্তি ন কর্হিচিদিতি" (উজ্জ্বল-সংযোগ-বিয়োগ ১)। রাসাদিবিভ্রমৈর্বিহরতেত্যনেন স্পষ্টমপ্রকটলীলায়ামপি তস্যৌপপত্যমুক্তম্। আদিশব্দাদন্যলীলাদের্গ্রহণং, ন হি স্বকীয়ায়াং তাদৃশলীলা সম্ভবতি, অত্র প্রমাণমাহ—তথা চ পাদ্মে পাতালখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্যে গোগোপগোপিকাসঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহেতি। অত্র গোপিকাশব্দাদ্গোপপত্নীত্বোপস্থিতেরপ্রকটপ্রকাশেঽপি তস্য তাস্বৌপপত্যং প্রকটং প্রতীয়তে। তথাহি (অষ্টাধ্যায়ী ৪।১।৪৮)

---

পরিমাণ দেহ ছিল বলিয়া তাঁহারা তখন নবকিশোরী ছিলেন, সুতরাং তখন পুত্র-প্রসবাদির আশঙ্কালেশও থাকিতে পারে না—ইহাই স্থির হইল ॥ ৪৪ ॥

এক্ষণে নিত্যলীলাতেও প্রকটবৎ ঔপপত্যাদি হইতে পারে, তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন। উজ্জ্বলে সংযোগবিয়োগ-স্থিতি-প্রকরণে—'শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলাবিশেষ-অনুসারে ব্রজবালাদের বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। বৃন্দাবনে সর্বদা রাসাদি ক্রীড়া করিয়া বিহার-পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজদেবীদের কখনও বিরহ হয় নাই।' এই বাক্যের 'রাসাদি বিলাস দ্বারা বিহার-পরায়ণ' কথাটি স্পষ্টতঃই বলিতেছেন যে, অপ্রকট লীলাতেও তাঁহার ঔপপত্য আছে। 'রাসাদি' পদের 'আদি' শব্দে অন্যান্য লীলাদিরও গ্রহণ করিতে হয়। স্বকীয়াতে কিন্তু এতাদৃশ চিত্ত-চমকপ্রদ লীলা সম্ভবপর নহে ; তাহার প্রমাণ—পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্যে—'যেস্থলে গো, গোপ ও গোপিকাসঙ্গে কংসহা ক্রীড়া

পুংযোগাদাখ্যায়ামিত্যনেন…ঙীপ্‌ বিধানাদ্‌ গোপানাং পত্ন্যো গোপ্য ইতি ভবতি, ততশ্চ স্বার্থিক-কপ্রত্যয়ে, 'কেঽণঃ' (৭।৪।১৩ অষ্টাধ্যায়ী) ইত্যনেন হ্রস্বে কৃতে গোপ্য এব গোপিকা ইতি সিদ্ধাতীতি "জাতে ইত্যনেন হ্রস্বে কৃতে গোপ্য এব গোপিকা ইতি সিদ্ধাতীতি "জাতে-রস্ত্রীবিষয়াদয়োপধাদিত্যনে ন ( অষ্টাধ্যায়ী ৪।১।৬৩ ) 'স্বত্র ঙীষ্‌ ন ভবতি, গোপশব্দশ্চ জাতিবান্‌, অতএব শ্রীরামচন্দ্রাচার্য্যচরণৈ মহাভাষ্যাদিরহস্যবিদ্‌ভির্ভট্টোজিদীক্ষিতৈরপি পুংযোগাদাখ্যায়া-মিত্যত্রৈব যো গোপশব্দ উদাহৃতঃ, পুরুষোত্তমদেবেনাপ্যেবমেবাভি-প্রেতম্‌। অস্মিন্নেব সূত্রে গোপালিকাদীনাং প্রত্যুদাহৃতত্বাৎ, অতো গোপী গোপজাতি-স্ত্রীতি ব্যাখ্যানমত্যন্তহেয়মেব ; নহু

করিতেছেন'—এ বচনের গোপিকা শব্দ গোপপত্নীত্বের বোধক হইয়া অপ্রকট-প্রকাশেও শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণবিষয়ে ঔপপত্যই প্রকট করিতেছে। পাণিনিকৃত সূত্রে আছে—জায়া অর্থে পুরুষাখ্যাবাচক অকারান্ত প্রাতি-পদিকের উত্তর 'ঙীষ্‌' হয় ; যেমন, গোপের স্ত্রী গোপী (৪।১।৪৮), তৎপরে স্বার্থে ক-প্রত্যয় করিলে 'কেঽণঃ' 'ককার' পরে থাকিলে পূর্ববর্ত্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়' এই সূত্রবলে 'গোপিকা' পদ নিষ্পন্ন হইল। পাণিনি-কৃত অন্য সূত্র ( ৪।১।৬৩ ) বলিতেছেন যে "জাতিবাচক যে পদ তাহা নিত্য-স্ত্রীলিঙ্গ ও উপধার 'য'-রহিত হইলে তাহার উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙীষ্‌' হয়।" গোপ-শব্দ জাতিবাচক বলিয়া এস্থলে ঙীষ্‌ হইলে ( আশঙ্কা ) মহাভাষ্যের টীকাকার শ্রীরামচন্দ্র আচার্য্যচরণ এবং মহাভাষ্যাদির রহস্যবিৎ ভট্টোজি দীক্ষিত ও 'পুংযোগাদাখ্যায়াম্‌' এই সূত্রের উদাহরণরূপে 'গোপ' শব্দ ধরিয়াছেন, ভাষাবৃত্তিকার পুরুষোত্তমদেবও এইরূপই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই সূত্রেই আবার 'গোপালিকা' শব্দটি প্রত্যুদাহরণরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় গোপ-শব্দ জাতিবাচক না হইয়া পুরুষাখ্যাবাচকই হইল।



গোগোপশব্দস্য ক্রিয়াবাচিত্বে সত্যপি "আকৃতিগ্রহণা জাতির্লিঙ্গানাঞ্চ ন সর্ব্বভাক্‌। সকৃদাখ্যাতনির্গ্রাহ্যা গোত্রঞ্চ চরণৈঃ সহ ॥" ইত্যনেন পারিভাষিকং জাতিত্বমপি স্যাৎ, তথা হ্যস্যার্থঃ, জাতিস্তাব-দ্দ্বিধা একা নিয়ত-ব্যঞ্জকবাঙ্গ্যা, অপরা চোপদেশগম্যেতি, তত্রাদ্যাং লক্ষয়তি—আকৃতিগ্রহণেতি আকৃত্যা সংস্থান-বিশেষেণ গৃহ্যত ইত্যা-কৃতিগ্রহণা, যথা মৃগত্বাদি, এতেন মৃগী হংসীত্যাদি সিধ্যতি। ব্রাহ্মণত্বাদেঃ সংস্থানগ্রাহ্যত্বাভাবাত্তত্রাব্যাপ্তিরিতি লক্ষণান্তরমুক্তং লিঙ্গানাং চ ন সর্ব্বভাগিতি অসর্ব্বলিঙ্গেত্যর্থঃ। অনেনোপদেশ-গম্যা জাতির্লক্ষিতা যথা ব্রাহ্মণত্বাদি, ব্রাহ্মণত্বং হি সংস্থানেন ন

সুতরাং গোপী-শব্দে 'গোপজাতি স্ত্রী' এই ব্যাখ্যা অতি হেয়ই। আশঙ্কা—গোগোপ-শব্দ ক্রিয়াবাচক হইলেও পরিভাষিক জাতিবাচকই না হয় হউক ; কেননা—জাতি (১) আকৃতি দ্বারা গ্রাহ্য, (২) সকল লিঙ্গে ইহার শব্দরূপ হয় না, একবার উপদেশ করিলেই নিশ্চয়রূপে ইহার জ্ঞান হয় এবং (৩) অপত্য-প্রত্যয়ান্ত ও বেদৈকদেশবাচক শব্দসমূহও জাতিবাচক। ইহার অর্থ এই—জাতি দুই প্রকার, এক—নিত্যব্যঞ্জক বস্তু দ্বারা গম্য, দ্বিতীয়—উপদেশগম্য। আদ্যা জাতির লক্ষণ বলিতেছেন—আকৃতি ( সংস্থানবিশেষ ) দ্বারা গ্রহণ হয় যাহা, তাহাই আকৃতিগ্রহণা, যেমন মৃগত্বাদি। ইহাদ্বারা মৃগী, হংসী ইত্যাদি পদও সিদ্ধ হয়। [তাৎপর্য্য—আকৃতি দ্বারা যে পদার্থকে জানা যায়, তাহা জাতি। মনুষ্যত্ব প্রভৃতি আর মনুষ্য প্রভৃতি প্রায় এক কথা এইরূপ মনে ভাবিয়া লইলে জাতিপদার্থ টি সহজবোধ্য হয়। জাতির উদাহরণ মনুষ্য বা মনুষ্যত্ব প্রভৃতির হস্তপদাদি বিশেষ বিশেষ আকৃতি না জানিলে মনুষ্য বা মনুষ্যত্ব জানা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জাতির জ্ঞান হয়,

ব্যজ্যতে, তস্য ক্ষত্রিয়ত্বাদিতুল্যত্বাৎ, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যামুৎপন্নোঽয়মিত্যু-পদেশমাত্রগম্যা, তথাপ্যসর্ব্বলিঙ্গত্বান্ভবতি জাতিঃ, ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণীতি দ্বিলিঙ্গত্বাৎ ; এবং তর্হি দেবদত্তো দেবদত্তেতি দ্বিলিঙ্গত্বা-দ্দেবদত্তত্বমপি জাতিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য বিশিনষ্টি—সকৃদিত্যাদি, সকৃ-দেকস্মিন্ পিণ্ডে আখ্যাতা উপদিষ্টা সতী নিগ্রাহ্যা তৎপিণ্ডা-বস্থকাবয়বানারব্ধে পিণ্ডান্তরে নিশ্চেতুং শক্যা, যথা ব্রাহ্মণত্বাদিঃ। দেবদত্তত্বং তু ন জাতিঃ, অবস্থাভেদভিন্নানেকপিণ্ডবৃত্তিত্বেঽপি তদবয়বানারব্ধে পিণ্ডান্তরে তদনুপলব্ধেঃ ; স্পষ্টমন্যৎ—তদেবং

মনুষ্য দেখিয়া বৃক্ষ জানা যায় না, যেহেতু উভয়ের আকৃতি বিভিন্ন। কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব ইত্যাদি আকৃতি দেখিয়া জানা যায় না, এইজন্য দ্বিতীয় লক্ষণ বলা হইতেছে—যাহারা সকল লিঙ্গ গ্রহণ করে না, তাহারাও জাতি, যেমন ব্রাহ্মণত্বাদি। ইহাতেই উপদেশ-বোধ্য জাতি লক্ষিত হইল। ব্রাহ্মণত্ব সংস্থানবিশেষে ব্যঞ্জিত হয় না, যেহেতু ঐ আকৃতি ক্ষত্রিয়ত্বাদিতেই তুল্য, কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব বুঝাইতে হইলে 'ইনি ব্রাহ্মণীতে জাত হইয়াছেন'—এই উপদেশেই দিতে হইবে। তাহা হইলে অসর্ব্বলিঙ্গ হইলেই জাতি হয়, যেমন ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী শব্দ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহার হয়। এই নিয়মানুসারে দেবদত্ত ও দেবদত্তা শব্দও উভয়লিঙ্গ বলিয়া দেবদত্তত্বই জাতি হউক—এই আশঙ্কা নিরসন জন্য উভয় লক্ষণেরই বিশেষণ দিতেছেন—একবার এক আধারে উপদেশ করিলেই নিশ্চয়রূপে কোনও এক শ্রেণীর জ্ঞান হওয়া আবশ্যক, যেমন ব্রাহ্মণত্বাদি। দেবদত্তত্ব জাতি হইতে পারে না, অবস্থাভেদে ভিন্ন অনেক পিণ্ডে ইহার বৃত্তি থাকিলেও তদবয়বের অনারব্ধক অন্যান্য আধারেও তাহার উপলব্ধি হয় না। যেদৈকদেশ ক্রিয়াবাচক কঠাদি শব্দ এবং



স্থিতে গোপো গোপীতি দ্বিলিঙ্গত্বাদ্গোপত্বমপি জাতিঃ স্যাদিতি তন্নেয়ং। গাঃ পাতি গোপঃ পুমান্ গোপী স্ত্রী গোপং বৈশ্যং কুলমিতি গোপশব্দস্য সর্ব্বলিঙ্গত্বাৎ, কিঞ্চ যত্র হি কেনাপি সূত্রেণ ঙীপ্ ন প্রাপ্তস্তত্র ঙীপ্-বিধানার্থমেতল্লক্ষণম্ অপ্রাপ্তপ্রাপকত্বাদস্য লক্ষণস্য, অত্র তু পুংযোগাদিত্যনেনৈব ঙীপ্সিদ্ধের্ব্যর্থং তদ্বিধান-মিত্যলং বিস্তরেণ ॥ ৪৫ ॥

'এবং চানেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব সঃ। নন্দনন্দন ইত্যুক্তস্ত্রৈলোক্যানন্দবর্দ্ধন ॥' ইতি শ্রীদশাক্ষরব্যাখ্যাতৃ গৌতমীয়-তন্ত্রবাক্যেঽপি তস্যোপপতিত্বমেব স্ফুটম্। গোপীনাং গোপপত্নীনাং পতিরিত্যুক্তে উপপতিত্বস্যৈবোপস্থিতেঃ, এবং গোপীভর্ত্তুঃ পদ-

বাচক—ইহাই তৃতীয় লক্ষণ। এইরূপ স্থিরসিদ্ধান্ত হইলে গোপ-গোপী-শব্দ দ্বিলিঙ্গ বলিয়া গোপত্বও জাতি হউক—এই মতটি হেয় বলিয়া প্রতিপাদিত হইল। যিনি গোপালন করেন—তিনি গোপ (পুরুষ), গোপী (স্ত্রী), গোপকুল (ক্লীব), যেহেতু গোপশব্দ সর্ব্বলিঙ্গ। অধিকন্তু যখন কোনও সূত্র দ্বারাই ঙীপ্প্রাপ্তি না হয়, তখন ঙীপ্বিধান করিবার জন্যই এই (৪।১।৬৩) লক্ষণ বলা হইয়াছে, যেহেতু এই লক্ষণটি অপ্রাপ্ত-প্রাপক। এই স্থলে 'পুংযোগাদাখ্যায়াং' এই সূত্র-দ্বারাই ঙীপ্ বিধান হইলে পুনরায় 'জাতেরস্ত্রীবিষয়াদিত্যাদি' সূত্রদ্বারা তাহার বিধান করা ব্যর্থ। ৪৫ ॥

এইভাবে 'ত্রৈলোক্যের আনন্দবর্দ্ধন সেই শ্রীনন্দনন্দন অনেক-জন্মসিদ্ধ গোপীদের পতি' দশাক্ষরব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে গৌতমীয়তন্ত্রের এই বাক্য ও তাঁহার উপপতিত্বেরই পরিষ্কারবোধক। গোপীদের অর্থাৎ গোপ-পত্নীদের পতি—এই কথা বলিলে উপপতিত্বই উপলব্ধি হয়। এইরূপে—

কমলয়োরিত্যত্র ( পদ্যাবলী ৭৪ ) পুরা যস্তাং গোপীরমণো বিদধে, ইত্যাদৌ চ ভর্তৃরমণাদিশব্দাৎ গোপীশব্দসাহচর্য্যাদুপপতিত্বমেবাভিদধাতি। তথা গোপালতাপন্যাং 'স বো হি স্বামী ভবতি, ইতি ব্রজসুন্দরীঃ প্রতি দুর্ব্বাসসো বাক্যেঽপি স শ্রীকৃষ্ণঃ বো যুষ্মাকং গোপপত্নীনাং স্বামী উপপতিরিত্যেবার্থঃ প্রতীয়তে। যত্তু 'স্বাং পাতু রাধাধব' ( পদ্যাবলী ২৬১ ) ইত্যত্র ধব-পদং তদপি রাধো ( স্যা ) বৈশাখমাসে স্যাদ্রাধা গোপ্যাঞ্চ বিদুরিতীতি বিশ্বপ্রকাশ-দৃষ্ট্যা রাধাপদং গোপপত্ন্যাং রূঢ়ত্বাৎ তৎসাহচর্য্যাদুপপতিত্বমেবাভিদধাতি। অতএব প্রকটলীলান্তরমপি তাসামুপপতিত্বেনৈব তৎপ্রাপ্তিরুক্তা-স্তোকাদশে ( ১২।১৩ ) যথা "মৎকামা রমণং জারমস্বরূপ-বিদোঽবলাঃ। ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশ" ইতি ॥ অস্যার্থঃ

---

'গোপীভর্তার পদকমলযুগলে দাসানুদাস', 'গোপীরমণ যাহাতে বিধান করিয়াছেন' ইত্যাদিতে ভর্ত্তৃ ও রমণাদি-শব্দ হইতে গোপীশব্দের সাহচর্য্য উপপতিত্বেরই উক্তি হইয়াছে। গোপালতাপনীতে যে 'তিনি তোমাদের স্বামী হয়েন'—বলিয়া দুর্বাসামুনি ব্রজসুন্দরীগণকে বলিয়াছেন, তাহারও অর্থ এই—সেই শ্রীকৃষ্ণ গোপপত্নী তোমাদের স্বামী ( উপপতি ) এই অর্থই প্রতীতিগম্য। আর যে 'তোমাকে রাধাধব পালন করুন' এই বাক্যে 'ধব'পদ ব্যবহৃত আছে, তাহাও 'বিশ্বপ্রকাশ'-নামক অভিধানমতেই বলিতে হইবে, যেহেতু 'রাধ'-শব্দে বৈশাখমাস এবং 'রাধা'-শব্দে গোপীকে বুঝায়। অতএব রাধাপদ গোপপত্নীতেই রূঢ়, তাহার সহিত পাঠ হওয়ায় 'রাধাধব'পদে রাধার উপপতিকেই জ্ঞাপন করে। অতএব প্রকটলীলার পরেও গোপীদের উপপতি-স্বরূপেই কৃষ্ণ প্রাপ্তির কথা ভাগ ( ১১।১২।১৩ ) উল্লিখিত হইয়াছে এবং সেই গোপ-



তাঃ অবলাঃ শ্রীব্রজদেব্যঃ মাং প্রাপুঃ কিন্তুতং মাং ব্রহ্ম ব্রহ্মস্বরূপং 'বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ যদ্রূপং ব্রহ্মসংজ্ঞিতমিতি' শ্রীবিষ্ণুপুরাণোক্তের্ভগবন্তমিত্যর্থঃ ; তথা পরা মা শোভা যস্য তং পরমবুদ্ধিবেদ্যং তথা রমণং রতিজনকং তদ্বুদ্ধের্বেদ্যমুক্তেত্যর্থঃ, অতএব জারমুপপতিরূপমেব মাং প্রাপুঃ। তত্র তাসাং হেতুগর্ভবিশেষণত্রয়ং মৎকামাঃ উপপতিরূপে ময়ি কামোঽভিলাষো যাসাং তাঃ, তদুক্তং তাভিরেব ( ১০।৩১।১৬ ) 'পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবানতিবিলঙ্ঘ্য তেঽস্ত্যচ্যুতাগতা' ইত্যাদি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেনাপি ( ১০।৪৬।৪ ) 'তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকা' ইতি অতএবাস্বরূপবিদঃ ব্রহ্মস্বরূপং

---

নারীগণ—শতসহস্রনারীগণ কেবল আমাকেই কামনা করিয়া আমার স্বরূপ না জানিলেও জারবুদ্ধিতে রমণ-বুদ্ধিতে আমার সঙ্গ করিয়া পরম-ব্রহ্মস্বরূপ আমাকেই পাইয়াছে। 'বৃহত্ব ও বৃংহণত্ব ( পুষ্টিকরত্ব ) আছে যে স্বরূপে—তাহাকে ব্রহ্ম বলে।' বিষ্ণুপুরাণের এই বচনে ব্রহ্মশব্দে ভগবানকে বুঝায়। 'পরম' শব্দের ব্যুৎপত্তি—পরা ( শ্রেষ্ঠা ) মা ( শোভা ) যাহার তিনি পরম, সেই পরমবুদ্ধিবেদ্য এবং রমণ ( রতিজনকবুদ্ধিবেদ্য ) অতএব জার-( উপপতি ) রূপ আমাকে প্রাপ্তি করিয়াছিল। তাঁহাদের হেতুগর্ভ বিশেষণ—( ১ ) 'মৎকামাঃ' অর্থাৎ উপপতিস্বরূপ আমাতে কাম ( অভিলাষ ) যাঁহাদের, এই কথা তাঁহাদেরও মুখেই উক্ত হইয়াছে, ( ১০।৩১ ) 'হে অচ্যুত! আমরা পতি, পুত্র, সম্বন্ধ, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি, সকল ত্যাগ করিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি।' স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—(১০।৪৬) 'সেই গোপীগণ আমাতেই মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে, আমারই জন্য দৈহিক ক্রিয়াদি সব ত্যাগ করিয়াছে—' ইত্যাদি। অতএব

ন বিদন্তি স্বপ্নেঽপি ন জানন্তীতি তা স্তথা, অস্য বিষ্ণোঃ পরমমনোহরত্বেন হৃদয়প্রবেশন-শীলস্য মম স্বরূপমুপপতিত্ব-লক্ষণং বিদন্তীতি অথেতি বা; বিশতেলু্‌ক্‌প্রত্যয়ান্তস্য রূপং বিস্ফুরিতি। ন কেবলং তা এব প্রাপুরপি তু তৎসঙ্গাদন্যা অপি শতসহস্রশ স্তথা প্রাপুরিতি। যদ্বা পরমং ব্রহ্ম স্বয়ং ভগবন্তমপি মাং জারং জারবুদ্ধি-বেত্তং সন্তং প্রাপুরিত্যন্বয়ঃ। শেষং সমানং। জারত্বুপপতিঃ উপপতিশব্দাচ্চোক্তপ্রকারেণ শ্রীকৃষ্ণতৎ-সমাবিত্যমরঃ। প্রেয়সীনাং সাহচর্য্যে মুখ্যপত্যুরূপস্থিতিঃ, অন্যত্র তু হীন-পত্যুঃ। উপোঽধিকে হীনে চেতি পাণিনীয় (১।৪।৮৭) স্মরণাৎ, রমণশব্দাচ্চ রতিজনকত্বপুরস্কারেণ প্রিয়সামান্যস্যৈবোপস্থিতি র্ন তু পত্যুঃ। অতএব বিশ্বপ্রকাশে 'রমণং স্যাৎ পটোলস্য মূলেঽপি রমণঃ প্রিয়ে', ইত্যেবোক্তং, ন তু রমণঃ পত্যাবিত্যুক্তম্। অন্যথা ব্যাখ্যানে তু যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহমিতি' [ গীতা ৪।১১ ] ভগবৎপ্রতিজ্ঞা 'রামেণ সার্দ্ধমিত্যাদি' (১১।১২।১০-১২) শ্লোকত্রয্যা বর্ণিতো জারবুদ্ধেরুৎকর্ষশ্চ বিরুধ্যেত। যত্তু জারবুদ্ধিবেত্তমপি ব্রহ্মস্বরূপমেব মাং পরমং প্রাপুরিতি বদদ্‌ভিঃ স্বামিচরণৈ র্জার-বুদ্ধের্ন্যূনত্বমভিপ্রেতং, তত্তু মতান্তরাবলম্বনেন, স্বমতে তু তস্যাঃ প্রত্যুত শ্রেষ্ঠত্বমেবাভিপ্রেতং, 'ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজামি'ত্যত্র ( ১০।৩২।২২ ) যুষ্মৎসৌশীল্যেনৈব মমানৃণ্যং, ন তু মৎকৃতপ্রত্যু-পকারেণেত্যনেন ॥ ৪৬ ॥

---

(২) তাঁহারা অস্বরূপবিৎ ( আমার ব্রহ্মস্বরূপ জানে না, স্বপ্নেও ভাবে না) অথবা অ ( বিষ্ণু )=পরমমনোহর বলিয়া হৃদয়-প্রবেশনশীল আমার যে উপপতি-লক্ষণ স্বরূপ—তাহাই তাঁহারা জানিতেন। বিশ্‌ ধাতু লুক্‌ প্রত্যয় দ্বারা বিস্ফুপদ সিদ্ধ হইয়াছে। কেবল যে এই নিত্যসিদ্ধা গোপীগণই আমাকে পাইয়াছিল, তাহা নহে; পরন্তু তাহাদের সঙ্গে অন্যান্য শত সহস্র নারীও সেইভাবে ( গোপী-আনুগত্যে ) আমাকে প্রাপ্তি করিয়াছে। অথবা পরম ব্রহ্ম=স্বয়ং ভগবান্‌ হইলেও আমাকে জারবুদ্ধি দ্বারাও প্রাপ্তি করিয়াছে। অমরকোষে জার ও উপপতি সমার্থক। উপপতি শব্দে প্রদর্শিত প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রেয়সীগণের সাহচর্য্যে মুখ্য পতির জ্ঞান হয় এবং অন্যত্র হীন পতির ভাণ হইবে। যেহেতু পাণিনি-ব্যাকরণে 'উপ'শব্দ অধিক ও হীনার্থবাচক বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। বিশ্ব-প্রকাশে রমণ-শব্দের অর্থ পটোলমূল এবং প্রিয়, কিন্তু রমণ অর্থ-'পতি' বলিয়া ধরা হয় নাই। অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিলে 'যাহারা যে ভাবে আমার শরণ গ্রহণ করে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই ভজন করি' এই ভগবদ্গীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিজ্ঞা এবং ( ১১।১২।১০-১২ ) এই তিন শ্লোকে * বর্ণিত জারবুদ্ধির উৎকর্ষও বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। তবে যে শ্রীধর স্বামিপাদ 'জারবুদ্ধিবেত্ত হইলেও ব্রহ্মস্বরূপই আমাকে প্রাপ্তি করিল' এই টীকাদ্বারা জারবুদ্ধির ন্যূনতা কল্পনা করিয়াছেন, তাহা কিন্তু মতান্তর অবলম্বনেই মনে করিবে; শ্রীস্বামিপাদের নিজ মতে কিন্তু ঐ জারবুদ্ধির শ্রেষ্ঠতাই অভিপ্রেত, যেহেতু ভাগ ( ১০।৩২ ) 'আমি নিরবদ্য-

---

* আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত গোপীগণ আমাকে ব্রহ্মভাবে না জানিলেও এবং তাহাদের সঙ্গবলে অন্যান্য শত-সহস্র রমণীও আমাকে রমণ-বুদ্ধিতে উপপতিরূপে গ্রহণ করিয়া পরব্রহ্মস্বরূপ আমাকেই পাইয়াছে। অতএব হে উদ্ধব! শ্রুতি, স্মৃতি, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, শ্রোতব্য ও শ্রুত সমস্ত বিসর্জ্জন করিয়া সর্বভাবে সর্বদেহির শরণ্য পরমাত্মা আমার শরণ লও। আমি তোমাকে অকুতোভয় করিব।

পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ। জহুর্গুণময়ং

নন্থু 'তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ। জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণ-বন্ধনা' ইত্যত্র ( ১০।২৯।১১ ) শ্রীশুকেনাপ্যপি-শব্দেন জারবুদ্ধের্ন্যূনত্বমেব স্বীকৃতমিতি চেৎ তত্রাপি তস্যা উৎকর্ষ-স্যৈব সম্ভবাৎ তথা চ তত্ত্বার্থঃ "তদানীমেব তাঃ প্রাপ্তাঃ শ্রীমন্তং গোকুলনায়িকা" ভক্তবৎসলম্। ধ্যানতঃ পরমানন্দং কৃষ্ণং গোকুলনায়িকা" ইতি বাসনা-ভাষ্যধৃত-মার্কণ্ডেয়বচনাৎ তমেব শ্রীকৃষ্ণমেব তাঃ সঙ্গতা মিলিতা। কথং সংগতাস্তত্রাহ জারবুদ্ধ্যাপি উপপতি-ভাবেন সহ ন তু তাং পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ, কীদৃশং ত্বং পরমাত্মানং সর্ব্বাংশি পরম-

---

সংযোগকারিণী গোপীদের প্রেম শোধ দিতে পারিব না' ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় তিনিই বলিয়াছেন—'তোমাদের সুশীলতা দ্বারাই আমার আনৃণ্য ( ঋণদায়মোচন ) হউক, কিন্তু আমাকৃত প্রত্যুপকারে ঐ ঋণশোধ হইবে না ॥ ৪৬ ॥

**আশঙ্কা**—(১০।২৯।১১) শ্লোকে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন—'সদ্য প্রক্ষীণবন্ধনা গোপীগণ জারবুদ্ধিদ্বারাও পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া গুণময়দেহ-ত্যাগ করিলেন'—এই শ্লোকের অপি-শব্দে নিন্দা বুঝায় বলিয়া তিনিও ত' জারবুদ্ধির ন্যূনত্বই স্বীকার করিয়াছেন? **সমাধান**—উহাতেও উৎকর্ষ জ্ঞাপন করে, কারণ তাহারা তাৎপর্য্য এই—'তৎক্ষণেই সেই অলকনির্গমা গোপীগণ পরমসুন্দর ভক্তবৎসল পরমানন্দ-ঘন কৃষ্ণকে ধ্যানযোগে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—"এই বাসনা ভাষ্যধৃত মার্কণ্ডেয় বচন-বলে জানা যায় যে, সেই শ্রীকৃষ্ণেরই সহিত তাঁহারা সঙ্গত ( মিলিত ) হইয়াছেন। কিরূপে সঙ্গত ( মিলিত ) হইলেন, তাহাই বলিতেছেন—জারবুদ্ধিতেও অর্থাৎ উপপতিভাবে, কিন্তু সেই জারবুদ্ধি



স্বরূপত্বেন সর্ব্বেষামেবোপাস্যভূতং তদ্বুদ্ধ্যা সহ তৎসঙ্গমার্থঞ্চ গুণময়ং সর্ব্বং গুণপ্রচুরং দেহং জহুঃ, অহো জারবুদ্ধের্মাহাত্ম্যমিতি ভাবঃ। ততশ্চ প্রক্ষীণং বন্ধনং পত্যাদিকৃতরোধনং যাসাং তাঃ, এতাশ্চ সাধনবশাৎ ভাবমাত্র-সিদ্ধপ্রায়াঃ, ন তু দেহ-সিদ্ধাঃ দেহ-সিদ্ধানাং দেহত্যাগাসম্ভবাৎ, অস্য ব্যাখ্যান্তরং পূর্ব্বা সঙ্গতিশ্চ বৈষ্ণবতোষণ্যাং দ্রষ্টব্যা। এবং স্থিতে 'অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্য-পুত্রোঽধুনাস্তে', [ ১০।৪৭।২১ ] ইত্যত্রার্য্যস্য শ্রীব্রজেন্দ্রস্য পুত্র ইতি যৌগিকার্থো বোধ্যঃ, ন তু পতিরূপরূঢ়্যর্থঃ। তাদৃশশব্দপ্রয়োগস্তু শ্রীরাধায়াঃ প্রেমোন্মাদ-প্রলাপত্বাৎ, ন হি প্রকৃতিস্থয়া তয়া তাভি বী কুত্রাপি পুরাণে সৎকবিগ্রন্থে বা তাদৃশঃ শব্দঃ প্রযুক্তোঽস্তি।

---

ত্যাগ করিয়া নহে। তিনি কি প্রকার? পরমাত্মা অর্থাৎ সর্বাংশী—পরমস্বরূপ বলিয়া সকলেরই উপাস্যভূত; সেই জারবুদ্ধি সহিত তাঁহার সঙ্গ করিবার জন্য গুণময় অর্থাৎ সর্বগুণপ্রচুর দেহ ত্যাগ করিলেন! অহো!! জারবুদ্ধির মাহাত্ম্য!!! অনন্তর তাঁহাদের বন্ধন ( পতি প্রভৃতি-কৃত রোধন ) প্রক্ষীণ ( বিনষ্ট ) হইল। ইঁহারা সাধনবলে ভাব-মাত্র সিদ্ধপ্রায়, কিন্তু দেহসিদ্ধ নহেন; যাঁহাদের দেহও গোপীভাবে সিদ্ধ হইয়া যায়, তাঁহাদের দেহত্যাগ হইতে পারে না। এই শ্লোকের অন্য ব্যাখ্যা ও পূর্ব সঙ্গতি ইত্যাদি বৈষ্ণবতোষণীতে দ্রষ্টব্য। এই স্থির হইলে—( ভাগ ১০।৪৭ ) 'আর্য্যপুত্র কি এক্ষণে মধুপুরীতে আছেন' এই বচনের 'আর্য্যপুত্র' বলিতে আর্য্য শ্রীব্রজরাজের পুত্র—এই যৌগিক অর্থই করিতে হইবে, কিন্তু পতিরূপ রূঢ়ি অর্থ এখানে হইবে না। ঐ প্রকারের শব্দপ্রয়োগ শ্রীরাধার প্রেমোন্মাদ-প্রলাপবশতঃই হইয়াছে। প্রকৃতিস্থ

ইতি—'কৃষ্ণবধ্ব' (১০।৩৩।৩৮) ইত্যত্র বধূশব্দস্ত প্রকরণবশাদ্ গোপ-পত্নীরূপাঃ তস্ত পরকীয়া স্ত্রিয় এবাভিধত্তে, 'বধূর্জায়া স্নুষা স্ত্রী চ' অমরকোষাৎ। বধূশব্দস্তানিয়ত-পত্নীবাচকত্বেন 'বধূ স্তব নির্গলে-ত্যাদৌ' স্নুষাদ্যর্থেঽপি তৎপ্রয়োগাচ্চ, তদেবং নিত্যমেব তাস্থ তস্তোপ-পতিত্বং গ্রন্থকৃতামভিমতং শ্রীভাগবতসম্মতঞ্চেতি সিদ্ধং। কেচিৎ তৎপরেচ্ছয়াহঃ—যঃ খলু উপপতিত্বাত্মৎকর্ষো বর্ণিতঃ শ্রীমদ্ভিগ্রন্থ-কৃদ্ভিঃ স তু পরেচ্ছয়ৈব, ন পুনঃ স্বাভিমত ইতি তন্ন, তেষাং প্রার্থনাবিরোধাৎ, তথাহ্যুৎকলিকাবল্লর্য্যাম্ (৪৫) 'আলিভিঃ সমমভ্যুপেত্য গান্ধর্বিকায়াং মুদা' গোষ্ঠাধীশকুমার হস্ত কুসুম-শ্রেণীং হরন্ত্যাং তব। প্রেক্ষিষ্যে পুরতঃ প্রবিশ্য সহসা গূঢ়স্মিতাস্যং

সেই রাধা বা গোপীগণ কর্তৃক কোনও পুরাণে বা সৎকবিগ্রন্থে ঐ প্রকার শব্দ প্রয়োগ হয় নাই। 'কৃষ্ণবধূগণ' এই পদের 'বধূ'-শব্দ প্রকরণ-বলে গোপপত্নীরূপা শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া স্ত্রীগণকেই বুঝাইতেছে। অমরকোষে আছে—বধূ, জায়া, স্নুষা ও স্ত্রী-শব্দ সমার্থ-বাচক। বধূ-শব্দ সর্বদাই স্ত্রীবাচক নহে বলিয়া 'বধূস্তব' ইত্যাদিতে পুত্রবধূ প্রভৃতিতেও বধূ-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব গোপীগণ-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যই উপপতিত্ব আছে এবং ইহাই গ্রন্থকার শ্রীরূপগোস্বামিপাদের অভিমত ও শ্রীমদ্ভাগবত-সম্মত। তবে যে কেহ কেহ (শ্রীপাদ শ্রীজীবাদি) ঐ উপপত্য-বর্ণনা পরেচ্ছাবশতঃই শ্রীপাদ শ্রীরূপ করিয়াছেন, উহা তাঁহার স্বাভিমত নহে বলিয়াছেন—তাহা যুক্তিসহ নহে; কারণ, তাহাতে শ্রীরূপের প্রার্থনার সহিত বিরোধ হইবে। তিনি উৎকলিকাবল্লরীতে (৪৫) বলিয়াছেন—"হে ব্রজেন্দ্রনন্দন! ললিতাদি সখীগণে পরিবেষ্টিতা শ্রীরাধা তোমার পুষ্পবাটিকায় ধীরপদবিক্ষেপে প্রবিষ্ট হইয়া অলক্ষ্যভাবে



বলাদাচ্ছিন্দানমিহোত্তরীয়মুরসস্থাং ভানুমত্যাঃ কদেতি। অত্র হি স্বকীয়াত্বে তয়া তু তস্ত পুষ্পাহরণং, তেন চ তৎসখ্যা উত্তরীয়াকর্ষণং ন সম্ভবতীতি। কার্পণ্যপঞ্জিকায়াঞ্চ (৩৫) "গবেষয়ন্ত্যাবন্যোন্যং কদা বৃন্দাবনান্তরে সঙ্গময্যযুবাং লপ্স্যে হারিণং পারিতোষিকমিতি, অত্রাপি পরস্পরান্বেষণং পরকীয়াত্বে এব সম্ভবতীতি, এবং বহুত্র দ্রষ্টব্যম্। এতদপি পর প্রতারণায়ৈব কৃতমিতি চেৎ তর্হি তেষাম-প্রামাণিকত্বাপত্তিরিতি। নন্বু কথং তর্হি ললিতমাধবে বিবাহো বর্ণিতস্তৈরিতি চেৎ তর্হি নাটকস্যাপি মিশ্রিতবৃত্তযুক্ততয়া তত্রত্য বিবাহাদিবর্ণনস্যাকাল্পনিকত্বাৎ, নাটকে বর্ণনীয়া কথা ইতি বৃত্তমিত্যু-

আনন্দে পুষ্পচয়ন করিতে থাকিলে তুমি সহসা তথায় প্রবেশ পূর্বক শ্রীমতীর সহচরী ভানুমতীর বক্ষঃস্থল হইতে উত্তরীয় বসন বলপূর্বক গ্রহণ করিবার সময়ে তোমার বাহিরে কোপ ও অন্তরে হাস্যযুক্ত মুখপদ্ম আমি কবে দর্শন করিব?" এস্থলে যদি শ্রীপাদ স্বকীয়াই বর্ণনা করিতেন, তবে শ্রীরাধা-কর্তৃক তাঁহার পুষ্পহরণ এবং শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক রাধাসখীর উত্তরীয়-বস্ত্রাকর্ষণ সম্ভবপর হয় না। কার্পণ্যপঞ্জিকায়ও বলিয়াছেন—"বৃন্দাবন-মধ্যে তোমরা বিরহ-ব্যাকুল হইয়া পরস্পর অন্বেষণ করিতে থাকিলে আমি কবে তোমাদিগকে সম্মিলন করাইয়া তোমাদের নিকট হইতে মনোহর হার-পদকাদি পুরস্কার লাভ করিব?" এস্থলে পরস্পরান্বেষণ পরকীয়াতেই সম্ভাবিত হয়। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে। যদি কেহ বলেন যে, পর-প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যেই এই শ্লোকগুলি রচিত হইয়াছে, তবে মহানু-ভাব শ্রীরূপ গোস্বামিতে অপ্রামাণিকত্বদোষ পতিত হয়। **আশঙ্কা**—তবে কেন তিনি ললিতমাধবনাটকে বিবাহ বর্ণনা করিলেন? **সমাধান**—

চাতে তদ্দ্বিবিধং কল্পিতং মিশ্রিতঞ্চেতি। অথেদং বিচার্য্যতে তাসাং পরকীয়াত্বং মায়াকল্পিতং বাস্তবং বা গ্রন্থকৃদ্ভিরভিপ্রেতমিতি, তত্র বাস্তবমেব তৈরভিপ্রেতমিতি ব্রূমঃ। গোপৈস্তাসাং পরিণয়স্ত বাস্তবত্বেন তৈ স্বীকৃতত্বাৎ, যদুক্তং পরোঢ়ালক্ষণে [ উজ্জ্বলে হরিপ্রিয়া ২৫ ] গোপৈ র্ব্যূঢ়া অপি হরেঃ সদা সম্ভোগ-লালসাঃ ইতি। অতএব 'ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গম' ( উজ্জ্বল, কৃষ্ণবল্লভা ১৯ ) ইত্যত্র সঙ্গমমাত্রং নিষিদ্ধং, ন তু শুশ্রূষাদিকমপি, প্রত্যুত বর্ণিতমেব তত্র তত্র পত্যুঃ সেবানুবিধৌ কিমুতরামন্তরায়াং কুরুষে ইত্যাদৌ বহুত্র ; শ্রীমদ্ভাগবতে তু স্পষ্টমুক্তং যথা ( ১০।২৯।৬ ) শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদিতি।

---

নাটক-রচনা মিশ্রিত ঘটনার সমাবেশে হয়, সুতরাং তত্রত্য বিবাহাদি-বর্ণনা কাল্পনিক। নাটকে বর্ণনীয় কথাকে 'ইতিবৃত্ত' বলে, তাহা কল্পিত ও মিশ্রিত ভেদে দুই প্রকার। ( বিশেষ জিজ্ঞাসায় নাটকচন্দ্রিকা ও সাহিত্যদর্পণাদি দ্রষ্টব্য। ) এস্থলে বিচার্য্য এই—গোপীদের পরকীয়াত্ব মায়িক কিম্বা বাস্তবিক? ইহাতে শ্রীরূপপাদের কোন্ পক্ষ অভিমত—এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছি যে বাস্তবিক পক্ষই তাঁহার অভিপ্রেত; যেহেতু গোপগণ, কর্ত্তৃক গোপীগণের বিবাহ তিনি বাস্তবিক বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। পরোঢ়ালক্ষণে—'গোপগণ কর্ত্তৃক ইহাদের পাণিগ্রহণ ( বিবাহ ) হইলেও সদাকাল ইহারা হরিতেই সম্ভোগ-লালসা বহন করিতেন। সুতরাং কখনও পতির সহিত গোপীদের সঙ্গলাভ ঘটে নাই।' এস্থলে সঙ্গমমাত্রই নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু শুশ্রূষাদির নিষেধ নাই ; প্রত্যুত তাহার বহুশঃ বর্ণনাই করিয়াছেন—'পতির সেবাবিধানে



যত্তু 'পতিম্মন্যানাং বল্লবানামি'ত্যাদি গদ্যং ললিতমাধবীয়ং ( ১।৪৫ ) বদন্তি, তদর্ব্বাচীন-কল্পিতমেব, ন তু গ্রন্থকার-গীত-মিত্যস্মাভি র্ন ব্যাখ্যাতং। অলমতিবিস্তরেণ, প্রকৃতমনুসরামঃ—অস্মিন্ শ্লোকে নিশান্তপ্রাতঃসঙ্গবমধ্যাহ্নাপরাহ্ণসায়াহ্ন-প্রদোষ-রাত্রয় ইতি ক্রমেণাষ্টৌ কালাঃ নির্দ্দিষ্টাঃ তত্র প্রাতরাদিকালমাহ স্মৃতিঃ ( তিথিতত্ত্বং ) "প্রাতঃকালো মুহূর্ত্তাংস্ত্রীন্ সঙ্গবস্তাবদেব তু। মধ্যাহ্নোস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাদপরাহ্ণস্ততঃপরম্। সায়াহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাদিত্যেবং।" নিশান্ত-প্রদোষাবপি প্রত্যেকং ত্রিমুহূর্ত্তাত্মকৌ প্রাক্তৌ তুল্যন্যায়াৎ। রাত্রি-মধ্যাহ্নৌ সময়দণ্ডলীলা-সমাবেশার্থং ষণ্মুহূর্ত্তাত্মকৌ গ্রাহ্যাবিতি॥ ৪৭॥

ইতি দশশ্লোকীভাষ্যে দ্বিতীয়শ্লোকভাষ্যম্॥ ২॥

---

কেনই বা অন্তরায় করিতেছ?' ইত্যাদি ; শ্রীমদ্ভাগ ( ১০।২৯ ) স্পষ্টতঃই বলা হইয়াছে—'কেহ কেহ পতিশুশ্রূষায় নিরতা ছিলেন'। তবে যে ললিতমাধবের 'পতিম্মন্যানাং বল্লবানাং' * ইত্যাদি গদ্য বর্ণিত আছে, তাহা অর্বাচীন-কল্পিত, গ্রন্থকার রচনা করেন নাই বলিয়া আমরা তাহা ব্যাখ্যা করি নাই। আর বিস্তারে প্রয়োজন নাই। প্রকৃত কথাই বলিতেছি। এই শ্লোকে যে নিশান্ত প্রভৃতি অষ্টকাল নিরূপণ করিয়াছেন—তাহার পরিমাণ নির্ণয় করিতেছেন। প্রাতঃকাল তিনমুহূর্ত্ত ( ছয় দণ্ড ) সঙ্গব ( পূর্ব্বাহ্ণ ) ও ছয় দণ্ড, মধ্যাহ্নকাল কিন্তু তিন মুহূর্ত্ত নহে ( বার দণ্ড )

---

* পতিম্মন্য গোপদের এই গোপকুমারীগণে কেবল মমত্ববোধ ব্যতীত অন্য কোনও সম্পর্কই ছিল না, যেহেতু ঐ গোপগণকে নয়নকোণেও দর্শন করা গোপীগণের অতি দুর্ঘট ব্যাপারই হইয়াছিল।

অথ নিশান্তলীলাং বিস্তারেণ সূত্রয়ন্নাহ —

রাত্র্যন্তে ত্রস্তবৃন্দেরিত-বহুবিরবৈর্বোধিতৌ কীরশারী-
পদ্যৈর্হৃদ্যৈরহৃদ্যৈরপি সুখশয়নাদুত্থিতৌ তৌ সখীভিঃ।
দৃষ্টৌ হৃষ্টৌ তদাত্বোদিতরতিললিতৌ কক্‌খটী-গীঃ সশঙ্কৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণাবপি নিজনিজধাম্ন্যাপ্ততল্পৌ স্মরামি ॥ ৩ ॥

রাত্র্যন্তে তৌ প্রক্রান্তৌ প্রসিদ্ধৌ বা রাধাকৃষ্ণৌ স্মরামীত্যন্বয়ঃ। কিম্ভূতৌ তৌ—'ত্রস্তা ভীতা যা বৃন্দাদয়ো ভৃত্যাঃ সন্তি গোবিন্দ-লালসা' ইত্যাদি স্কান্দাদিবচনাত্তন্নাম্নী বনদেবী তয়া ঈরিতা

---

তৎপরে অপরাহ্ণ, সায়াহ্ন, নিশান্ত ও প্রদোষ—ইহারা তিনমুহূর্ত্তব্যাপী, কেবল রাত্রি ও মধ্যাহ্ন সময় ছয় মুহূর্ত্ত ( বার দণ্ড ) ধরিতে হইবে ॥ ৪৭ ॥

ইতি দ্বিতীয় শ্লোক ভাষ্য ॥ ২ ॥

এক্ষণে নিশান্ত-লীলা বিস্তারিতভাবে সূত্রাকারে বলিতেছেন—

'দিবা হইলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিগূঢ় লীলা অন্যলোক জানিতে পারিবে'—এই আশঙ্কায় ভীতা বৃন্দাদেবী তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ-জন্য নিশান্তে শুকসারিকাদি যে সকল পক্ষী পাঠাইয়াছেন, তাহাদের কলরবে এবং প্রিয় ও অপ্রিয় পদ্য পাঠের শব্দে প্রবোধিত—তৎকালোচিত রতিভরে রমণীয়, দূর হইতে সখী-জন-কর্ত্তৃক দৃষ্ট, অথবা পরস্পর দৃষ্ট ও হৃষ্ট, সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিলাসাতিরেকে সতৃষ্ণ হইয়াও কক্‌খটী-নামক বানরীর চীৎকারশঙ্কিত, স্ব-স্বভবনে গমনপূর্ব্বক শয্যায় শয়ন করিলেন ॥

[ অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা ]—নিশান্তকালে সেই প্রস্তাবিত বা প্রসিদ্ধ রাধাকৃষ্ণকে স্মরণ করি। তাঁহারা কিরূপ? ভীতা বনদেবী বৃন্দাকর্ত্তৃক



প্রেরিতা যে বয়ঃ পক্ষিণস্তেষাং রবৈর্বোধিতৌ তথা কীর-শারীপদ্যৈঃ সুখশয়নাদুত্থিতৌ, কীদৃশৈঃ হৃদ্যৈরপি মনঃক্ষোভকরৈঃ শঙ্কাভয়াদিজনকত্বাৎ, অন্যথা তাদৃশরসবিচ্ছেদাৎ ; পুনঃ কীদৃশৌ সখীভির্দৃষ্টৌ কুঞ্জে ছিদ্রেণেতি শেষঃ। তথা হৃষ্টৌ প্রসন্নচিত্তৌ তথা তদাত্বং তৎকালে পরমকামোদ্দীপনাৎ পরস্পরসুরতান্তশোভা-দর্শনেন উদিতা পুনরুদ্গতা যা রতিঃ প্রীতিঃ সুরতেচ্ছেত্যর্থঃ তয়া ললিতৌ সুন্দরৌ তথা কক্‌খটী তন্নাম্নী বৃদ্ধবানরী তস্যা 'জটিলা সমুপাগতেতি' যা গীর্বাক্যং তয়া সশঙ্কৌ। জটিলা লোকপ্রসিদ্ধ-নাম্নী শ্রীরাধিকায়াঃ শ্বশ্রূঃ, তথা সতৃষ্ণাবপি পরস্পরস্মিন্ সাভি-লাষাবপি নিজ নিজ ধাম্নি স্ব-স্ব-গৃহে প্রাপ্ততল্পৌ। ॥ ৪৮ ॥

---

প্রেরিত যে পক্ষীসকল, তাহাদের রবে বোধিত এবং শুকসারী-পদ্যে সুখশয়ন হইতে উত্থিত—পদ্য কি প্রকার? হৃদ্য হইতে শঙ্কাভয়াদি-জনক বলিয়া মনঃক্ষোভকারী। আবার রাধাকৃষ্ণ কি প্রকার? সখীগণ কর্ত্তৃক কুঞ্জমধ্যে ছিদ্রযোগে দৃষ্ট, হৃষ্ট ( প্রসন্নচিত্ত ), সেইকালে পরম কামোদ্দীপন হেতু পরস্পরের বিলাসান্তের শোভা সন্দর্শনে পুনরায় উদ্গত যে রতি ( সুরতেচ্ছা ), তাহাদ্বারা ললিত ( সুন্দর ) এবং কক্‌খটী নাম্নী বৃদ্ধবানরীর 'জটিলা আসিল' ইত্যাদি যে বাক্য তাহার শ্রবণে সশঙ্ক, অথচ পরস্পর বিলাস-বিশেষে সতৃষ্ণ হইলেও নিজ-নিজ গৃহে গিয়া শয্যাশায়ী হইলেন। [ এক্ষণে শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের উদাহরণ দিতেছেন। মূলে শ্লোকের প্রতীক ও সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে—এস্থলে কিন্তু শ্লোকসংখ্যাই দেওয়া হইল। অনুবাদ ইত্যাদির জিজ্ঞাসা থাকিলে কৃপাময় পাঠকগণ মূল গ্রন্থেই তাহা আস্বাদন করিবেন। ] ॥ ৪৮ ॥

ক্রমেণোদাহরণানি—* [ গোবিন্দলীলামৃতে ] প্রথমসর্গে নিশাবসানমিতি ( ১১ ), আসন্ স্বগর্থমিতি ( ১২ ), দ্রাক্ষাসু সার্য্যঃ ( ১৩ ), অথ পক্ষিণাং ( ২১ ), কৃষ্ণানুরাগ ( ২৭ ), জয় জয় গোকুল ( ২৮ ), কলবাক্ সূক্ষ্মধী ( ৩৪), ব্রজন্তি সর্বতো ( ৩৫ ), চন্দ্রবস্ত্র কপিশং (৭৬), শ্রীকৃষ্ণলীলারচনা (৪১), শ্রান্তোঽহরণ্য (৪২), অথ কীরগিরা (৪৫), পূর্বং প্রবুদ্ধা (৪৬), উত্থায়েশঃ (৫১), বামেন চাধঃ (৫৮), কান্তাধরস্পর্শ (৫৯), অথান্তা বয়স্যাঃ (৬০), অভিলক্ষ্য (৬১), ইত্থং মিথঃ (৭১), অথ বৃন্দেঙ্গিতাভিজ্ঞা (১০৭), রক্তাম্বরা (১০৮), ভ্রশ্যদ্দুকূল (১১০), চকিতচকিতং (১১৫)।

ইতি দশশ্লোকীভাষ্যে তৃতীয়শ্লোকভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥

অথ প্রাতঃকালীন-লীলামাহ—

রাধাং স্নাত-বিভূষিতাং ব্রজপয়াহূতাং সখীভিঃ প্রগে
তদ্গেহে বিহিতান্নপাকরচনাং কৃষ্ণাবশেষাশনাম্।
কৃষ্ণং বুদ্ধমবাপ্তধেনুসদনং নির্ব্যূঢ়-গোদোহনং
সুস্নাতং কৃতভোজনং সহচরৈস্তাঞ্চাথ তঞ্চাশ্রয়ে ॥ ৪ ॥

প্রথম সর্গে—১১, ১২, ১৩, ২১, ২৭, ২৮, ৩৪, ৩৫, ৭৬, ৪১, ৪২, ৪৫, ৪৬, ৫১, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৭১, ১০৭, ১০৮, ১১০, ১১৫

ইতি তৃতীয় শ্লোক-ভাষ্য।

অথ প্রাতর্লীলা বলিতেছেন—

যিনি প্রাতঃকালে স্নান ও অঙ্গে অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়া ব্রজেশ্বরীর আদেশে তাঁহার গৃহে আসিয়া যথাবিধি অন্নাদি

* অত্র পরত্র চ বিস্তরভিয়া শ্লোকানাং প্রতীকং সংখ্যা চ নিরূপ্যতে। জিজ্ঞাসোঃ মূলগ্রন্থ এব দ্রষ্টব্যঃ।



প্রগে প্রাতঃকালে তাং রাধাং তং চ কৃষ্ণং আশ্রয়ে ইত্যন্বয়ঃ। চকার-দ্বয়ং দ্বয়োঃ স্মরণতুল্যতাবগমায়, তত্র স্বস্য স্নেহাভিমানিত্ব-দ্যোতনায় ; শ্রীকৃষ্ণস্য পশ্চান্নির্দেশঃ শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধোরিত্যত্র প্রাণপদোক্তাভিপ্রায়েণ। অথেতি কাৎস্ন্যে সর্বাত্মনা জানামীত্যর্থঃ। কথম্ভূতাং তাং—স্নাতবিভূষিতাং আদৌ স্নাতা পশ্চাদ্ বিভূষিতা তাং 'পূর্বকালৈকে'ত্যাদিনা [ পাণিনি ২।১।৪৯ ] সমাসঃ। ব্রজং পাতীতি ব্রজপা যশোদা তয়া স্বগৃহে পাকার্থমাহূতা। তস্যা ব্রজপাত্বং তু শ্রীকৃষ্ণমাতৃত্বাৎ, দৈত্যবধাদিনা পুত্ররক্ষত্বং ব্রজ-

প্রস্তুত করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের ভোজনাবশেষ বস্তু ভোজন করেন, আমি সেই শ্রীরাধাকে আশ্রয় করিতেছি। আর যিনি প্রবোধিত হইয়া গোষ্ঠে গমন, যথানিয়মে গোদোহন, স্নান এবং সহচরগণের সহিত ভোজন করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিতেছি॥

[ সান্বয় ব্যাখ্যা— ] প্রাতঃকালে সেই রাধাকে এবং সেই কৃষ্ণকে আশ্রয় করি। মূলশ্লোকে দুইটি 'চ' কারের তাৎপর্য্য এই যে, উভয়েরই স্মরণ তুল্য, তাহাতে কবির স্নেহাভিমানত্বই প্রকট হইয়াছে। শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ নির্দেশের হেতু প্রথম শ্লোকোক্ত 'শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধু' পদের প্রাণ-পদে উক্ত অভিপ্রায়েই অর্থাৎ ইহাতে শ্রীরাধানুগত্যে তাঁহার প্রাণবন্ধুর ভজন দ্যোতন হইয়াছে। 'অথ'-শব্দে 'সম্যগ্ভাবে' বুঝায়। শ্রীরাধা কিরূপ ? স্নাতবিভূষিতা, প্রথমতঃ স্নাতা, পশ্চাৎ বিভূষিতা। ব্রজ পালন করেন যিনি—তিনি ব্রজপা ( যশোদা ), তৎকর্তৃক নিজ গৃহে পাকের জন্য আহূতা। যশোদা ব্রজপা হইলেন কি প্রকারে ? শ্রীকৃষ্ণমাতা

পালনং নৈব করোতি বেত্থুপচারেণ ব্রজপয়েত্যুক্তং। অন্যথা ব্রজপস্য স্ত্রী ব্রজপীত্যেব স্যাৎ। 'ব্রজমহিম্নাকারিতামালিভিঃ' ইতি পাঠঃ। তদা প্রাতরিতি মূলসূত্রাদনুবর্ত্তনীয়ম্। এবমগ্রেঽপি যত্র যত্র সঙ্গবাদিপদং নাস্তি তত্র তত্রৈব তত্তদনুবর্ত্তনীয়ম্। যথা 'তাঙ্কাথ তঙ্কাশ্রয়ে' ইত্যত্র 'তাং তং চ প্রাতর্ভজে' ইতি পাঠো বোধ্যঃ। তথা সখীভিঃ সহ তস্যা ব্রজপায়া গৃহে বিহিতং কৃতং পাকরচনং যয়া সা তথা তাম্, কৃষ্ণস্যাবশেষং ভুক্তাবশিষ্টং অশ্নাতীতি কৃষ্ণাবশেষাশনা তাং। তং কথম্ভূতং বুদ্ধং নিদ্রাতঃ প্রবুদ্ধং, অবাপ্তং প্রাপ্তং ধেনূনাং সদনং গোষ্ঠং যেন স তথা তম্। সু শোভনং যথা স্যাত্তথা স্নাতং সহচরৈঃ সহ প্রীত্যা কৃতং ভোজনং যেন স তথা তং ॥ ৪৯ ॥

অস্য শ্লোকস্য তৃতীয়চরণমারভ্য প্রথমচতুর্থদ্বিতীয়চরণক্রমেণোদাহরণানি যথা [ দ্বিতীয়সর্গে ] পর্য্যঙ্কে ন্যস্য সব্যামিতি (১৩), স মুষ্টিপাণিদ্বয়মুন্নমষ্য (২৪), বিশ্রস্তমস্তাঞ্জনপুঞ্জমঞ্জুং (২৬), পূরস্থ-

---

বলিয়া অথবা পুত্রকৃত দৈত্য-বধাদিদ্বারা ব্রজপালন মাতাই করেন—এই ভাবে উপাচারে ( গৌণভাবে ) তাঁহাতে ব্রজপালকত্বের আরোপ হইল। অন্যথা ব্রজপের স্ত্রী ব্রজপী এইরূপই হইত। সখীগণসহ ব্রজেশ্বরীগৃহে বিহিত ( কৃত ) হইয়াছে পাক-রচনা যৎকর্ত্তৃক এবং কৃষ্ণের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করেন, যিনি—সেই রাধাকে ভজনা করি। শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ? নিদ্রা হইতে বুদ্ধ ( জাগরিত ), ধেনুশালায় গত, সুন্দরভাবে স্নাত এবং সহচরগণসহ প্রীতিভরে কৃতভোজন—শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় করিতেছি ॥ ৪৯ ॥



জাম্বুনদ স্বর্ঝরীতঃ (২৭), সব্যেন পাণিং মধুমঙ্গলস্য (২৮), একে করাবস্য পরে (২৯), অথ তৈঃ সহিতঃ স তয়া প্রহিতঃ (৩১), বয়স্য পশ্যাম্বর (৩২), ইত্থং গিরস্তা মধুমঙ্গলস্য (৩৬), গোপালোঽপি স্বগোশালাং (৩৭), ন্যস্তাঙ্গঃ প্রপদোপরি (৪১), তদৈবাবসরাভিজ্ঞা (৫২), উত্থায়াথ বরাঙ্গী (৫৯), ললিতা-প্রমুখা স্তাবৎ সখ্যষ্টাঃ (৫৭), গন্ধচূর্ণ-পরিপূর্ণ (৬২), হৈমীং জিহ্বা-শোধনীং সা করাভ্যাং (৬৩), পাণী ( প্রাঙ্ ) শ্রীমুখেন্দুক (৬৪), তত্র কাঞ্চনময়ে (৬৫), অভ্যজ্য নারায়ণতৈলপূরৈঃ (৬৭), মন্দপঙ্ক-পরিবাসিত (৬৯), অঙ্গানি তস্যা মৃদুচীনচেলৈঃ (৭০), অথাগৃতাং ভূষণ-বেদিকায়াং (৭১), সা কৃষ্ণনেত্রকুতুকোচিতরূপবেশং (১০৫)। [ তৃতীয়-সর্গে— ] সুতেষযন্ত্রচিতাব্যগ্রা (৩।১২), উপনন্দেঃ সুভদ্রস্য (১৩), অমৃতমধুরমাস্তাং (১৪), ততঃ সাসাস্ত জটিলাং (১৮), বধূ-মথাহূয় জগাদ (২৪), কৃতাগ্রহোচ্চৈঃ পুনরার্য্যয়াসৌ (২৬), কৃষ্ণস্য প্রাতরাশায় (২৭), তত্রাগতাং চরণয়োঃ প্রণতাং (৩৭), প্রত্যেক-মালিঙ্গ্য (৩৮), উপলাবণিকং স্বেকাঃ (৪০), সরসরসবতী (৪১), প্রক্ষাল্য পাণিচরণ (৬২), তত্তৎকর্ম্মণি লগ্নাসু (৬৩), অথাহ পুত্রানয়নোৎসুকা (৮৩), প্রহিতা তং সাথ (৮৪), তামাহ সম্মার্জ্জিতবেদিকান্তরে (৮৫), কৃতানি ক্রিয়মাণানি (১০৯), ততো

---

( শ্লোকের তৃতীয়, প্রথম, চতুর্থ ও দ্বিতীয় চরণের ক্রমিক ) উদাহরণ— দ্বিতীয় সর্গে ১৩, ২৪, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৬, ৩৭, ৪১, ৫২, ৫৯, ৫৭, ৬২—৬৫, ৬৭, ৬৯—৭১, ১০৫। তৃতীয়সর্গে—১২—১৪, ১৮, ১২—

গতা তুষ্কগৃহং (১১৩)। [ চতুর্থ-সর্গে ] অথ ব্রজেন্দ্রেণ (১), এহ্যেহি বৎস (২), তদ্ যাতা স্বগৃহান্ পুত্রাঃ (৫), গতেষু তেষু হৃষ্টেষু (৬), তমাগতং স্বাগ্রব-বেদিকান্তরং (৮), তত্রোপবিষ্টস্য সুখং (৯), অভ্যজ্য নারায়ণতৈলপূরৈঃ (১০), মন্দপঙ্কপরিবাসিত (১৪), তজ্জ্যোমনঙ্গং (১৫), বিধায় গোরচনয়াস্য ভালে (১৭), তস্য শ্রীমদ্-ভুজযুগলয়োঃ (১৮), স্নাতানুলিপ্তা (২০), তোয়ার্দ্রকঞ্চুক (২১), শ্রীদামসুবলৌ (২২), তেষু পবিষ্টেষ্বথ পানকানি, (২৩) স্বস্বসংস্কৃত-মিষ্টান্নং (২৪), তানি মাতা বলাদিভ্যো (২৬), স্যন্দানিকোপরি (৩৯) আনীয়ানীয় গান্ধর্বা (৪০), অন্নাস্তথো তানি চতুর্বিধানি (৪৪), অথ বলজননীং তাং (৪৮), সামিভুক্তং কিয়ন্তেন (৪৯), ইদমিদ-মতিমিষ্টং বৎস (৫৭), ভক্ষ্যং ভোজ্যং বহুতরমিষ্টং (৫৯), সর্বে সুবাসিতমৃদা (৬০), রসাল-করসংস্কৃতো (৬২), নিষ্ক্রম্য ধৌতাজ্ঘি করাং (৬৪), আনন্দজ-স্বেদজলৈর্ব্রজেশয়া (৬৫), তয়া নিদিষ্টা (৬৬), তৈর্ভূষণৈরথ ধনিষ্ঠিকয়োপনীতৈঃ (৭১)।

ইতি দশশ্লোকীভাষ্যে চতুর্থশ্লোকভাষ্যম্ ॥ ৪ ॥

---

২৫, ২৬, ২৭, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪১, ৬২ ৬৩, ৮৩—৮৫, ১০৯, ১১৩। চতুর্থ সর্গে—১, ২, ৫, ৬, ৮—১০, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ২০—২৪, ২৬, ৩৯, ৪০, ৪৪, ৪৮, ৪৯, ৫৭, ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৪—৬৬, ৭১।

ইতি চতুর্থশ্লোকভাষ্য ॥



অথ পূর্বাহ্ণলীলামাহ—

পূর্বাহ্ণে ধেনুমিত্রৈর্বিপিনমনুসৃতং গোষ্ঠলোকানুযাতং
কৃষ্ণং রাধাপ্তিলোলং তদভিসৃতিকৃতে প্রাপ্ততৎকুণ্ডতীরম্।
রাধাঞ্চালোক্য কৃষ্ণং কৃতগৃহগমনার্য্যয়ার্কার্চনায়ৈ
দিষ্টাং কৃষ্ণপ্রবৃত্ত্যৈ প্রহিতনিজসখীবর্ত্মনেত্রাং স্মরামি ॥ ৫ ॥

'পূর্বাহ্ণে ধেনুমিত্রৈ'রিত্যাদিস্থানে 'কৃষ্ণং গোভিঃ স্বমিত্রৈ'রিতি পাঠান্তরম্। কৃষ্ণং রাধাঞ্চ স্মরামীত্যন্বয়ঃ। সঙ্গবে ইতি শেষঃ। কীদৃশং কৃষ্ণং, গোভি মিত্রৈশ্চ সহ বিপিনমনুসৃতং বনং প্রতি চলিতমিত্যর্থঃ। পূর্ববচ্চার্থো বোধ্যঃ। গোষ্ঠলোকৈর্ব্রজ-বাসিজনৈরনুযাতোঽনুগতো যস্তং, তৈঃ কৃতানুগতিকমিত্যর্থঃ। শ্রীরাধায়াঃ স্ফূর্ত্যা লোলং চঞ্চলং সতৃষ্ণং বা, 'লোলশ্চল-সতৃষ্ণয়ো-রিত্যমরঃ।' তস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ অভিসৃতিকৃতে অভিসারণার্থ-

---

অনন্তর পূর্ব্বাহ্ণলীলা বলিতেছেন—

যিনি পূর্ব্বাহ্ণে ধেনু ও মিত্রগণের সহিত বনগমন করিলে নন্দ-যশোদাদি ব্রজবাসিগণ অনুগমন করেন, যিনি শ্রীরাধা-মিলনের জন্য সতৃষ্ণ ও অভিসার জন্য রাধাকুণ্ডতীরে উপস্থিত হয়েন—সেই কৃষ্ণকে স্মরণ করি। আর যিনি কৃষ্ণদর্শনানন্তর গৃহে গমন করেন, আর্য্যা জটিলার আদেশে সূর্য্যদেবের অর্চনাছলে কৃষ্ণবার্ত্তা প্রাপ্তির আশায় প্রেরিত সখীর পথের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন—সেই শ্রীরাধাকে স্মরণ করি ॥

[ সান্বয় ব্যাখ্যা ] কৃষ্ণ ও রাধাকে স্মরণ করি। কীদৃশ কৃষ্ণ? ধেনুগণ ও বয়স্যগণ-সহ বনযাত্রাকারী, ব্রজবাসিগণ-কর্ত্তৃক অনুগত,

মিত্যর্থঃ। প্রাপ্তং তস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ কুণ্ডস্য তীরং যেন তথা তং। সমাসে গুণীভূতস্যাপি শ্রীরাধাশব্দস্য তচ্ছব্দেন পরামর্শো, নিত্য-সাপেক্ষত্বাৎ; যেন বিনা যস্যান্বয়বোধো ন ভবেৎ, তত্তত্র নিত্য-সাপেক্ষম্। তাং কথম্ভূতাং—কৃষ্ণমালোক্য কৃতগৃহগমনাং গোচারণায় নির্গতং কৃষ্ণং পথি সমালোক্য কৃতং স্বকীয়গৃহায় গমনং যয়া, গত্যর্থ-কর্ম্মণীত্যাদি [ পাণিনি ২।৩।১২ চতুর্থী, 'চতুর্থী তদর্থে' [৬।২।৪৩] ইতি যোগবিভাগাৎ সমাসঃ। আর্য্যয়া শ্বশ্র্বা অর্কার্চনায়ৈ সূর্য্য-পূজনার্থং দিষ্টামাদিষ্টাং আজ্ঞপ্তামিত্যর্থঃ। কৃষ্ণস্য প্রবৃত্তৌ বৃত্তান্তায় সমাচারজ্ঞানার্থমিত্যর্থঃ প্রহিতা প্রেষিতা যা নিজসখী তুলসী নাম্নী তস্যা বর্ত্মনি নেত্রে যস্যাঃ সা তথা তাং। 'বার্ত্তা প্রবৃত্তির্বৃত্তান্ত উদন্তঃ স্যাদিত্যমরঃ।' ॥ ৫০ ॥

ক্রমেণোদাহরণানি [ চতুর্থ-সর্গে—] তাবৎ স্বসেবাকৃতিলব্ধবর্ণৈঃ ( ৪।৭৩ ), বংশীবিষাণদলযষ্টিধরৈর্বয়স্যৈঃ ( ৭৭ )। [ পঞ্চম-

---

শ্রীরাধার স্ফূর্ত্তিতে লোল ( চঞ্চল বা সতৃষ্ণ ) এবং তাঁহার অভিসারোদ্দেশ্যে রাধাকুণ্ডতীরে গত। 'প্রাপ্ততৎকুণ্ডতীরম্' তাঁহার কুণ্ডতীরে গত। এই পদে শ্রীরাধা-শব্দ সমাসে গুণীভূত ( গৌণ ) হইলেও তৎশব্দের সহিত পরামর্শ ( সম্বন্ধ ) আছে, যেহেতু উহাই নিত্য সাপেক্ষ; 'নিত্যসাপেক্ষ' বলিতে কোন শব্দের অন্বয় বোধ করিতে হইলে যদ্ব্যতীত তাহা সম্পন্ন হয় না, তাহাকে ঐ শব্দের নিত্যসাপেক্ষ বলা হয়। শ্রীরাধা কি প্রকার? গোচারণে নির্গত কৃষ্ণকে পথে দর্শন করিয়া স্বগৃহে গমনকারিণী, আর্য্যা শ্বশ্রূ জটিলা-কর্ত্তৃক সূর্য্যপূজার জন্য আদিষ্টা, কৃষ্ণের সমাচার জানিবার জন্য প্রেরিত তুলসীনামিকা নিজসখীর পথের দিকে নিহিতনয়না ॥ ৫০ ॥



সর্গে—] অশ্রুত্রজন্ প্রোদ্ধিমুখং ব্রজেন্দুঃ ( ৫।১০ ), অন্বয়ৎপিতরৌ বীক্ষ্য (১৯) অঙ্কে স্নুতস্তন্যার্দ্রকরেণ মাতা (৩৪), ক্রিয়মাণাগ্রহো স্বস্য (২৭), গোপালনং স্বধর্ম্মো নঃ (২৮), ধর্ম্মাদায়ুর্যশোবৃদ্ধিঃ (২৯), আজ্ঞা মাতঃ পিতরিতি (৩৫), ভূ স্থৌ র্ভব্যা ভবতু (৩৬), যথা পিতৃভ্যাং স তথা (৩৭), ব্রজাঙ্গনানাং তৃষিতাক্ষি-চাতকান্ (৩৮), যযাচে রাধিকামাজ্ঞাং (৪১), ব্রজত্যাগারণ্য-স্থানোৎপন্নাভ্যাং (৫২), অভ্যাসতোঽথ (৫৬), স্বাং স্বাং সখ্যোঽপি (৫৭), কুন্দবল্ল্যথ তাং রাধাং (৫৮)। [ ষষ্ঠ-সর্গে— ] প্রবিষ্টোঽথ বনং পশ্চাৎ (৬।১), নৃত্যন্তি, গায়ন্তি, হসন্তি গোপাঃ (৪), স্থিতিং স্থিরাং মাতৃপুরো বকারেঃ (৫), ততঃ স্ববিচ্ছেদ-দবাগ্নি-মূর্চ্ছিতাং (১২), প্রোচ্চৈদ্ বেপথুঃ (১৫), বৃন্দাবনস্থিরচরান্ (২৭), যতো যতঃ পততি বিলোচনং (২৫), স্বকল্পিতৈর্লোকচয়-প্রসিদ্ধৈঃ (৩০), তান্ বীক্ষ্য কৃষ্ণঃ (৩১), সাপ্যাহ তং তৌ (৩৪), ইতস্ততঃ সঞ্চরন্তী গবালীঃ (৩৬), পায়য়িত্বা জলং গাস্তাঃ (৩৭), উপপুলিন-মধ্যাসৌ (৩৮), ততঃ সখীনাহ হরিঃ (৩৯)। [ সপ্তম-সর্গে—] কিয়দ্দূরং ততো গত্বা (৭।১), পরিতো মণিসোপানাবলিভিঃ (২), তীর্থোপরি স্ফুরদ্রত্নমণ্ডপৈঃ (৩), প্রতিমণ্ডপপার্শ্বস্থ (৪), যাম্যে চম্পকয়োঃ পূর্ব্বে (৫), পূর্ব্বাগ্নেয়দিশোর্মধ্যে (৬), চতুষ্কোণেষু বাসন্তী

---

ক্রমে উদাহরণ চতুর্থসর্গে—৭৩, ৭৭। পঞ্চমসর্গে—১০, ১৯, ৩৪, ২৭—২৯, ৩৫—৩৮, ৪১, ৫২, ৫৬—৫৮। ষষ্ঠ সর্গে—১, ৪, ৫, ১২, ১৫, ২৭, ২৫, ৩০, ৩১, ৩৪, ৩৬—৩৯। সপ্তম র্গে—১,—৬, ৯,—১৪, ১৭—১৯,

(১০), নিচিতপৃথুতলানং (৯), তদ্বহিঃ পক্বিমাপক (১১), তদ্বহি বাহ্যোপবনাশ্লিষ্ট (১২), নানাপুষ্পফলোচ্চাশ্রি (১৩), পুষ্পাটবী- ফলারাম (১৪), নবকমলদলালী (১৭), কহ্লার-রক্তোৎপল- পুণ্ডরীক (১৮), হংস-সারস-দাত্যূহ (১৯), স্বসদৃক্ তীরনীরেণ (২৬), অথ বৃন্দাগতমিত্যাদি (১২০), বৃন্দাতত্ত্বন্নিজনিপুণতা (১২১)। [ পঞ্চম-সর্গে ] আগত্য খট্টোপরি-সন্নিবিষ্টাং (৫।৭৪), কৃষ্ণাঙ্গ- কামালয়বৈজয়ন্তিকাং (৭৬), এলেন্দুজাতীফল (৭৭), মালামেতাং তুলসি হরয়ে (৭৮), শ্রীরাধিকাপ্যর (৭৯)। [ ষষ্ঠ-সর্গে— ] অথাগতা সা তুলসী (৬।৫০), ততঃ সা তুলসী স্বস্থ (৫২), কণ্ঠে প্রজং তামথ (৫৪), আগত্য কুঞ্জে পরিহাসলীলাং(৫৫), সখ্যাস্তে কুশলং সখীশ (৫৬) প্রিয়াবলোকনোৎকণ্ঠং (৬২), সা তে কান্তা (৬৩), তচ্ছ্রুত্বোচ্ছ্বসিত-স্বান্তঃ (৬৪), লীলা নিকুঞ্জকলনায় তদাথ (৬৫), রাধে ত্বং তাম্রকুণ্ডীমরুণ [৫।৬৯], তাঃ প্রোন্মত্তা অপি জটিলায়াঃ (।৭৩)।

ইতি দশশ্লোকীভাষ্যে পঞ্চমশ্লোকভাষ্যম্ ॥ ৫ ॥

১৯, ২৬, ১২০। পুনরায় পঞ্চমসর্গে—৭৪, ৭৬—৭৯। ষষ্ঠ সর্গে—৫০, ৫২, ৫৪—৫৬, ৬২—৬৫। পঞ্চম সর্গে—৬৯, ৭৩।

ইতি পঞ্চমশ্লোকভাষ্য ॥



অথ মধ্যাহ্নলীলামাহ—

* 'নানাযত্নাপ্ত'সঙ্গোদিত বিবিধবিকারাদিভূষা-প্রমুগ্ধৌ
বাম্যোৎকণ্ঠাতিলোলৌ স্মরমখললিতাদ্যালিনর্মাপ্তশাতৌ।
দোলারণ্যাম্বুবংশীহৃতিরতিমধুপানার্কপূজাদিলীলৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণৌ পরিজন-ঘটয়া সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ৬ ॥

রাধাকৃষ্ণৌ স্মরামীত্যন্বয়ঃ। মধ্যাহ্ন ইতি শেষঃ। কিম্ভূতৌ নানা অনেকে যে যত্নোত্তমা তৈরবাপ্তঃ প্রাপ্তো যঃ সঙ্গঃ সঙ্গমো মিলনং তেন উদিতা উদ্গতা যে বিবিধা অনেকপ্রকারা বিকারাঃ সাত্ত্বিকভাবাদয় স্তে আদয়ো যেষামুদ্ভাস্বরাদ্যপর্যায়ানুভাবানাং তে এব ভূষা ভূষণানি তাভিঃ প্রমুগ্ধৌ প্রকর্ষেণ সুন্দরৌ মুগ্ধঃ সুন্দর-

মধ্যাহ্নলীলা বর্ণনা করিতেছেন—

মধ্যাহ্নকালে যাঁহারা পরস্পর সঙ্গজনিত অষ্টসাত্ত্বিকাদি বিবিধভাব-ভূষণে অতিমনোহর—বাম্য ও উৎকণ্ঠাভরে অতি-লোল ( চঞ্চল বা সতৃষ্ণ ), কন্দর্পযজ্ঞে ললিতাদি সখীগণের পরিহাসবাক্যে প্রাপ্তসুখ ; হিন্দোলন, বনবিহার, জলকেলি, বংশীহরণ, রতিক্রীড়া, মধুপান ও সূর্য্যপূজাদি বিবিধ লীলা-বিনোদে তৎপর এবং পরিজনগণকর্ত্তৃক সেব্যমান হইতেছেন—সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি স্মরণ করি ॥

[ সান্বয় ব্যাখ্যা ] শ্রীরাধাকৃষ্ণকে স্মরণ করি। তাঁহারা কি প্রকার ? অনেক চেষ্টার ফলে যে সুখসঙ্গ প্রাপ্তি ঘটিয়াছে, তাহাতে অনেক প্রকার সাত্ত্বিকভাবাদি ও উদ্ভাস্বরাদি অনুভাবরূপে উদ্গত হইয়াছে যে ভাব-

* 'মধ্যাহ্নেহত্যোক্ত' ইতি হি মুদ্রিতপুস্তকপাঠঃ।

মৃচয়োরিত্যমরঃ।' বামাঞ্চ উৎকণ্ঠা চ বামোৎকণ্ঠে তাভ্যাং লোলৌ চঞ্চলৌ। তত্র তস্যা বাম্যং তস্য তু তৎস্পর্শাদ্যুৎকণ্ঠেতি বোধ্যং। স্মরমখে কন্দর্পযজ্ঞে ললিতাদীনামালীনাং নর্মভিরাপ্তং শাতং সুখং যাভ্যাং তৌ তথা তৌ। 'শর্ম-শাতসুখানি চেত্যমরঃ।' দোলা চ আরণ্যঞ্চ অরণ্যে ভবমারণ্যং বনবিহার ইত্যর্থঃ, আ অম্বু ইতিচ্ছেদঃ, আম্বু চ অম্বু ভিব্যাপ্য জলবিহার ইত্যর্থঃ, বংশীহৃতিশ্চ রতিঃ রসোৎসবশ্চ মধুপানঞ্চ অর্কপূজা চ তা স্তথা আদয়ো যাসাং বসন্তোৎসব-দ্যূতক্রীড়াদীনাং তা স্তথা তা লীলা যয়ো স্তৌ তথা তৌ তৃপ্তাবিত্যনেন ভোজন-লীলা সূচিতা। তদনন্তরভাবিনী-শয়নলীলামাহ—পরিজনাঃ পরিকরাঃ সখীজনা ইত্যর্থঃ তেষাং ঘটয়া সমূহেন সেব্যমানৌ সেবিতাবিতি। অত্র ক্রমো ন বিবক্ষিতঃ, বহ্বীনাং লীলানামেকস্মিন্নেব শ্লোকে সমাবেশাৎ ॥ ৫১ ॥

অতো মূলগ্রন্থ-ক্রমেণৈবোদাহরণানি জ্ঞাতব্যানি যথা [ অষ্টম-সর্গে ] অথাগতা সা তুলসী (৯), শ্রবসোরবতংসকদ্বয়ীং (১০), তৎস্পর্শতঃ কুল্লসরোজনেত্রা (১১), ততস্তুদৈবাগতকুন্দবল্যাঃ (৩৯), ব্রজাদ্ বিনিষ্ক্রম্য দদর্শ সা (৮২), কৃষ্ণোঽপ্যারাদ্ বকুল·· (১০৬), মিথ স্তুবদ্‌গুণানস্ত্যা (১০৮), কিং কান্তেঃ কুলদেবতা

ভূষণাবলি. তাহাদের দ্বারা পরমসুন্দর, শ্রীরাধার বাম্য ও শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শাদিতে উৎকণ্ঠাবশতঃ অতিচঞ্চল, কামযজ্ঞে ললিতাদি সখীগণের পরিহাসরসে লব্ধানন্দ,—দোলা, বনবিহার, বংশীচুরি, রসোৎসব, মধুপান এবং সূর্য্যপূজা ( বসন্তোৎসব, দ্যূতক্রীড়াদি) ইত্যাদি লীলাবিনোদী, সুতৃপ্ত ( বন্যভোজনে মহাতৃপ্ত ) এবং শয়নলীলায় সখীগণকর্তৃক সেব্যমান ॥ ৫১ ॥



(১০৯), অয়ং কিং কন্দর্পঃ (১১২), ইত্থং মিথো দর্শনতো বিশুদ্ধ (১১৫)। [ নবমসর্গে ] পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ স্থগিত (১১), হ্রিয়া ভিয়া বামতয়া (১৭), তৎস্পর্শভীত্যেব বিবৃত্য কন্ধরাং (৫৮), কৃষ্ণোঽথ কান্তাতনুচিত্রনর্তকী (৫৯), কান্তা বিভুগ্নীকৃতচিল্লিকার্মুকা (৬০), লীলারবিন্দাহতিজাতশাতং (৬১), তৎস্পর্শসংফুল্লতনোর্নত-ভ্রুবঃ (৬২), অথালিবর্গস্মিতলোলনেত্রা (৬৩), কৃষ্ণঃ কুন্দলতা-মাহ (৬৯), কুন্দবল্যাহ তং কৃষ্ণঃ! (৬৮), অস্যাঃ পুরঃ সব্যকুচে গণেশ্বর (৭১), অথার্চ্চনায়াং বিহিতোত্তমোহসৌ (৭৫), সখ্যঃ স্মরমখারম্ভে (৭৬), দৃশা তং দর্শয়িষ্যালী (৯৩), পশ্চোত্তান্তে কৃতার্চায়াং (৯৪), বিশাখা শাঙ্করী মূর্ত্তি (৯৫), চিত্রা নৈশাচরী (৯৬), শ্রীরূপমঞ্জরী সেয়ং (৯৭), সদা স্বার্থে তদ্বিতাঢ্যা (৯৮), তদাগতি-সশঙ্কাস্তাঃ (১০০), যাং যাং প্রতীয়ায় স চঞ্চলাক্ষীং (১০১), সকাকুবিনয়াৎ কাপি (১০২)। [ দশম-সর্গে ] ততঃ স্বস্থাচ্ছন্ন-মানাং (১০।৫), রুষ্টেব তুষ্টা ললিতা (২৩), মন্ত্রাপ্যৈস্তে দত্তমঙ্ক (২৬), ললিতায়াঃ পুরো রাধাং (২৮), ইত্যালপন্ত্যাং ত্বরিতং (২৯), কান্তাঙ্গসঙ্গজসুখেন (৩০), নির্গত্য তস্তাং স্বপটাঞ্চলেন (৩১), হে কৃষ্ণ! দোর্বিশ্ববিধুন্তুদ (৩২), অস্যা দ্বৈতা বিশাখা (৩৩), অন্যা বা কতি মে গণ্যা (৩৪), ভোগঃ ক্রমেণ তাস্বাস্থ (৩৭), ইত্যালপন্ শ্রীহরিঃ (৩৮), ধৃষ্টাপগচ্ছ হে রাধে! (৩৯), তেনা-লক্ষিতমাগত্য (৪০), অলক্ষিতং সাপ্যমুনা গৃহীতা (৫১), স চিরাৎ স্বকরাদপচ্যুতাং (৫২), সাপি তং চলদৃগ্‌ভঙ্গ্যা (৫৩), বধ্নামি বাহুপাশে ত্বাং (৫৬), হরি স্তামাহ চৌরি! ত্বং (৫৮), 'তয়ো-

মধ্যং সমাসাদ্য সংক্রুদ্ধা ললিতাব্রবীৎ। সাবজ্ঞং সোপহাসঞ্চ কৃষ্ণং বীক্ষ্য মুদান্বিতা ॥' হস্তমাত্রায়তা শুক্লা (৭৭), নৈবাস্মাভিঃ ক্কাপি দৃষ্টাস্তি বংশী (১২।২৫), 'অথ রাধা-করাদ্ গূঢ়মাদায় মুরলীং শনৈঃ। বিন্যস্য বৃন্দিকাহস্তে নিশ্চিন্তা ললিতা স্থিতাঃ'*। বৃন্দাহ কক্‌খটিকয়া বংশী (১২।৩৭), অথ কুন্দলতা বংশীং (৩৮), মনো বংশান্ কুর্ব্বন্ (৩৯), ততো বৃন্দাটবীং বৃন্দা (৪৩), ইয়ং বৃন্দাটব্যাতত (৪৯), উদ্ধপ্রসর্পৎসুমনোরজঃপটং (৫০), নানাবর্ণৈশ্চ পতিতৈঃ (৫১)। বসন্তকান্তমালোক্য বনভাগং ততো হরিঃ। স্বালোকনোৎকতাং তস্য শোভামাহ প্রিয়াং প্রতি *॥ কুন্দে মরন্দাশনতুন্দিলাস্তে (৭০), মৌনব্রতং ত্যক্তুমিবান্যপুষ্টাঃ (৭১), বাসন্তী স্বর্ণযূথী (৭২)। নাম্না নিদাঘমঞ্জুঞ্চ বনভাগমথ পুরঃ। নিজেশৌ দর্শয়ন্নাহ প্রহসন্মধুমঙ্গলঃ *॥ বস্ত্রাণি সৎপাটলিপুষ্পবৃন্দৈঃ (৮২), সুপক্তিমৈঃ পীলুকরীর-ধাত্রী (৮৩), নিশম্য বাচং মধুমঙ্গলস্য (৮৮), করারবিন্দেন পরাগপাংশুলান্ (৮৯), রাধাকৃষ্ণৌ প্রাহ (৯২), অস্মিন্ ভৃঙ্গালিললিতা (৯৪), অভ্রমভ্রাবৃতং চাস্মিন্ (৯৫)। [ত্রয়োদশ-সর্গে] অথাবদৎ কুন্দলতা (১৩।৬),

[এস্থলে ক্রমরক্ষা না করিয়া মূলগ্রন্থানুসারে শ্লোকসংখ্যা দেওয়া হইতেছে।] অষ্টমসর্গে—৯—১১, ৩৯, ৪২, ১০৬, ১০৮, ১০৯, ১১২, ১১৫। নবমসর্গে—১১, ১৭, ৫৮—৬৩, ৬৮, ৬৯, ৭১, ৭৫, ৭৬, ৯৩—৯৮, ১০০—১০২। দশমসর্গে—৫, ২৩, ২৬, ২৮—৩৪, ৩৭—৪০, ৫১—৫৩, ৫৬, ৫৮, ৭৭। দ্বাদশসর্গে—২৫, ৩৭—৩৯, ৪৩, ৫৯—৬১, ৭০—৭২,

* শ্লোকোঽয়ং মুদ্রিতগ্রন্থে ন দৃশ্যতে।



পরিণতবরগুঞ্জা (৪), নান্দীমুখী তদনু (৪৫), হিমন্তকুলক্ষ্মী (৪৮), ঋতাবিহাগ্রেঃ প্রবলোকভাবা (৫১), পথালোকয়ন্তৌ (৫৫), প্রবিশদখিলজন্তুৎকম্প (৫৬), ইথং দীব্যন্নবিকলকলা (১১৪)। [চতুর্দ্দশ-সর্গে] অথাহ বৃন্দা ব্রজমঙ্গলাকরা (১৪।২৭), আরুহ্য তাং শ্রীরমণীচয়ো ভবং (৩১), ক্রিয়াতিসূক্ষ্মবসনান্তরুদ্দীর্ণতত্ত্বৎ (৩৩), তাম্বূলচর্বিত (৩৪) বাসোৎকলীং বিবিধগন্ধ (৩৫) নানাপ্রকারপটবাসচয়ান্ (৩৬), অংসালম্বিতপৌষ্প (৩৭) 'ক্রীড়ন্নিথং ততো গত্বা হিন্দোলাম্বুজবেদিকাম্। স্বয়মারুহ্য হিন্দোলং কান্তামারোহয়চ্চ সঃ ॥" * হিন্দোলমধ্যং প্রিয়য়া (৫৩), হিন্দোলিকায়াং সহসালিবৃন্দৈঃ (৫৪), দোলায়ামতিলোলায়াম্ ৫৬), তাম্বূলবীটী ললিতা বিশাখয়া (৫৮), সার্দ্ধং সুদেব্যা কিল রঙ্গদেবী (৫৯), তাভিঃ সেবিতয়ো স্তৈস্তৈঃ (৬০), তত্রাশ্চর্য্যমভূদেকং (৬১), পুনরান্দোলনাত্তাভির্বৃন্দা (৬২), তাসাং দলালাং পশ্বিতঃ (৬৩), অথাবরূঢ়ান্ বিশাখিকেঙ্গিতৈঃ (৭৪), ব্যাকুলাং রাধিকাং প্রেক্ষ্য (৭৫), অথ তাভিঃ সমং কৃষ্ণো (৭৭) গতশ্রমেঽস্মিন্ সগণে সখীভিঃ (৮০), আবৃত্য বক্ত্রং বসনাঞ্চলেন সা (৮৬), প্রিয়াটবীবৃক্ষফলতোত্তবং প্রিয়ং (৮৭), দয়িতাগুণমেদুরেণ (৮৮), তবক্ত্রশেষামৃতমিশ্রিতাসবৈঃ (৮৯), সখ্যস্তাঃ কেবলং স্বস্য (৯১), তয়োর্মদনোৎপন্ন-নিগূঢ়লীলা (১০৮),

৮২, ৮৩, ৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৪, ৯৫। ত্রয়োদশ-সর্গে—৬, ৪, ৪৫, ৪৮, ৫১, ৫৫, ৫৬, ১১৪। চতুর্দ্দশ-সর্গে—২৭, ৩১, ৩৩—৩৭, ৫৩, ৫৪,

কান্ত্যাপি স্বর্ণা-পরিপূরিতাক্ষী (১০৯), গন্ধোত্তমাঃ পরিমলাধিক (১১০)। [ পঞ্চদশ-সর্গে ] কঙ্কেল্লিপল্লবকতল্লজকর্ণপূরঃ (১৫।১), রাধা-স্বরধুনীং প্রাপ্তে (২), বিষমেষুরণাযাম্যষ্টীভ্যাং (৮), কাঞ্চীং বীক্ষ্যাক্রমান্মূকাং (৯), পৃথুলভুজগদাভ্যাং (১১), ত্রপাদংশে ছিন্নে (১৫), আক্রম্য কান্তং নিজপৌরুষং তৎ (১৬), স্মরধর-গতরঙ্গ যদ্যদাস্বত্য তস্যা (১৮), শ্রীকৃষ্ণনেত্রদ্বয়বীরবর্য্যা (২০) তদাস্তাঃ শ্রীভালং (২১), তাভ্যাম্ভ সন্ধৌ বিহিতে তদা (২৬), তদ-নিজস্বর্ণ্মণালৌ (৩৩), আলীমল্লীমতল্লীস্তা (৩৬), তাবচ্ছ্রীরাধিকা-কুঞ্জে (৩৭), স্বালীং প্রতি প্রণয়রোষবিভঙ্গুরভ্রূ (৩৯) কৃষ্ণোঽপি নির্গত্য নিকুঞ্জবৃন্দাৎ (৪০), অথ বিবিধবিলাস-শ্রান্তিতঃ (৪৩), উত্থাম্যাদনবতিতীর্ষবোঽপি সর্ব্বাঃ (৫১), রাজীবরক্তোৎপল-পুণ্ড-রীক (৫২) ব্যাত্যুক্ষীপ্রধনং তদা (৫৫), এনীদৃশাম্মুদরদঘ্নজলে স্থিতানাং (৫৭), সহস্রপাৎ সহস্রাক্ষঃ (৫৮), ব্যাতুক্ষ্যাং সলিলে যথন্ (৬৯), সেবালীভিঃ কৃষ্ণকুর্ব্বপ্রিয়া স্তাঃ (৯৩), আলোচয়েন পরিমার্জিতদেহকেশ (৯৯) অনন্তৈরাকল্পৈঃ কুসুম-রচিতৈ (১০০) পৌষ্পে শতাভরণৈস্তত্র (১০৮), ততোঽসৌ বৃন্দয়ানীত (১০৯), ভোক্তুং তাম্ব্যুপবিষ্টোঽসৌ (১১১), উপবিষ্টা পুরো রাধা (১১২), সুকৃতবন্ধলতয়া শষ্কর্বাকৃতীনি চ (১১৪), জাতিবর্ণাকৃতিস্বাদু (১১৬), পীলূনি বহুভেদানি (১২১), কদলী-বদরীশাক্ষ (১২২), পনসাম্রাদিকরসান্ (১৩১), পর্য্যবেশয়দেতানি (১৩২), বটু নিন্দন্ প্রশংসংশ্চ (১৩৪), কর্পূরবাসিতং তোয়ং (১৩৫), যাতস্ততঃ স হরি (১৩৬), শ্রীরাধিকাথ সগণা মুদিতোপবিষ্টা (১৩৮), অথাচম্যাযযুঃ সর্ব্বাঃ (১৪০), তাম্বূলচর্বিতং তাভ্যঃ (১৪১), ততঃ সা তুলসীরূপমঞ্জরী (১৪২), তাস্থ ভুক্ত্বা গতাস্বত্র (১৪৩), ততঃ শ্রীরাধিকা তাভ্যো (১৪৪), কৃষ্ণঃ কান্তাং তাং সমাকৃষ্য (১৪৫), শ্রীরূপমঞ্জরী মুখ্যসখীভিঃ (১৪৬), [ ষোড়শ-সর্গে ] অথ ক্ষণান্তৌ প্রতিলব্ধবোধা (১৬।১), [অষ্টাদশ-সর্গে ] আসনে পাশকক্রীড়া (১৮।২৬), হিতদায়োপদেষ্টা (২৭), নান্দীবৃন্দে চ মধ্যস্থে (২৮), প্রবৃত্তে প্রথমে দ্যূতে (২৯), দ্বিতীয়ে স্বজয়ৎ কান্তা (৩০), দয়োর্হারগ্রহে বৃত্তে (৩১), তচ্ছ্রুত্বা শারিকা ভীতা (৩২), হাসকোলাহলে বৃত্তে (৩৩), তাবদীশাভীষ্টদায়ে (৩৪), মিথো হারজিতাবাসীৎ (৩৫), তচ্ছ্রুত্বা চলিতৌ ভীতৌ (৫৫), কৃষ্ণোঽত্র স্থাপিতঃ কৌন্দ্যা (৫৬), বিলম্বঃ কথমেতাবান্ (৫৭), বৃন্দয়া আনিতঃ কৃষ্ণঃ (৬৪), পূজারম্ভেঽবদৎ কৃষ্ণো (৬৫), সেয়ং গুণবতী যস্যাঃ (৬৬), নাবৃতঃ কারয়েৎ কর্ম (৬৭), জগন্মঙ্গলকৃদ্ গোত্রং (৬৮), শ্রীভাস্বতেঽত্ৰভুতমঃ সংহত্রে (৬৯), মন্ত্রেণানেন পাদ্যাদীন্ (৭০), নৈবেদ্যদক্ষিণান্তেন (৭৩), নাম্নোঽন্যদেবতাশেষং (৭৪), স্বীকৃত স্তে ময়া দোষো (৯০), ইত্যুক্ত্বা জটিলা হৃষ্টা (৯২), সখিভ্যাং সহিতঃ সোঽথ (৯৬), অস্মান্ হিত্বা তব গতবতঃ (৯৭)।

ইতি দশশ্লোকীভাষ্যে ষষ্ঠশ্লোকভাষ্যম্ ॥ ৬ ॥

৫৬, ৫৮—৬৩, ৭৪, ৭৫, ৭৭, ৮০, ৮৬—৮৯, ৯১, ১০৮—১১০। পঞ্চদশ-সর্গে—১, ২, ৮, ৯, ১১, ১৫, ১৬, ১৮, ২০, ২১, ২৬, ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৪০, ৪৩, ৫১, ৫২, ৫৫, ৫৭, ৫৮, ৬৯, ৯৩, ৯৯, ১০০, ১০৮, ১০৯, ১১১,

অথাপরাহ্ণ-লীলামাহ—

শ্রীরাধাং প্রাপ্তগেহাং নিজরমণকৃতে কৢপ্তনানোপহারাং
সুস্নাতাং রম্যবেশাং প্রিয়মুখকমলালোকপূর্ণপ্রমোদাম্।
কৃষ্ণঞ্চৈবাপরাহ্ণে ব্রজমনুচলিতং ধেনুবৃন্দৈর্বয়স্যৈঃ
শ্রীরাধালোকতৃপ্তং পিতৃমুখমিলিতং মাতৃমৃষ্টং স্মরামি ॥ ৭ ॥

অথাপরাহ্ণে শ্রীরাধাং কৃষ্ণঞ্চ স্মরামীত্যন্বয়ঃ। কিম্ভূতাং শ্রীরাধাং প্রাপ্তং গতং গেহং যয়া সা তথা তাং, তথা নিজরমণস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কৃতে সায়ং ভোজনার্থং রাত্রিভোজনার্থঞ্চ কৢপ্তা বিরচিতা

---

১১২, ১১৪, ১১৬, ১২১, ১২২, ১৩১, ১৩২, ১৩৪-১৩৬, ১৩৮, ১৪০-১৪৬। ষোড়শ সর্গে—১। অষ্টাদশ সর্গে—২৬-৩৫, ৪৫-৫৭, ৬৪-৭০, ৭৩, ৭৪, ৯০, ৯২, ৯৬, ৯৭।

ইতি ষষ্ঠ-শ্লোকভাষ্য ॥

অপরাহ্ণলীলা বর্ণনা করিতেছেন—

অপরাহ্ণে শ্রীরাধা নিজগৃহে গমনপূর্ব্বক স্নান ও বেশভূষাদি করিয়া নিজরমণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য যশোদার আজ্ঞানুসারে কর্পূর-কেলি, অমৃতকেলি ইত্যাদি বিবিধ উপহার প্রস্তুত করিলেন এবং বন হইতে গোষ্ঠগমনকালে প্রিয়তমের মুখকমল-দর্শনে আনন্দপূর্ণ হইলেন। শ্রীকৃষ্ণও ধেনুবৃন্দ এবং বয়স্যগণসহ ব্রজগমনপথে শ্রীরাধার দর্শনে পরিতৃপ্ত, নন্দপ্রমুখ পিতৃগণের সহিত মিলিত এবং যশোদাদি মাতৃগণকর্ত্তৃক স্নানাদিদ্বারা মার্জ্জিত হইলেন—এতাদৃশ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করি ॥

[ সাধর ব্যাখ্যা ]—অপরাহ্ণকালে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করি। শ্রীরাধা কি প্রকার? নিজগৃহে আগতা, নিজ প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের



নানা অনেকবিধা উপহারাঃ পক্বান্নাদয়ো যয়া তাম্। ততশ্চ সুস্নাতাং সুষ্ঠু কৃতস্নানাং ততো রম্যা বেশরচনা যস্যা স্তাম্। ততঃ প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য মুখকমলালোকেন পূর্ণঃ প্রমোদো যস্যা স্তাম্। কৃষ্ণং কথম্ভূতং ধেনুবৃন্দৈর্বয়স্যৈশ্চ সহ ব্রজমনুব্রজং লক্ষীকৃত্য চলিতং, শ্রীরাধায়া আলোকেন দর্শনেন তৃপ্তং, পিতৃমুখৈর্জনকাদিভিঃ শ্রীব্রজরাজমারভ্য সর্বৈর্মিলিতমিত্যর্থঃ। মুখশব্দোঽত্র প্রারম্ভে, তদুক্তং বিশ্বপ্রকাশে 'মুখং নিঃসরণে বক্ত্রে প্রারম্ভোপায়য়োরপীতি। মাত্রা ব্রজেশ্বর্য্যা মৃষ্টং গোরজ আস্যাপসরণেন লালিতমিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

মূলগ্রন্থক্রমেণোদাহরণানি—[ ঊনবিংশ-সর্গে ] হরিরথ ধবলা-শ্রেণীঃ (১৯।২২), গঙ্গেতুঙ্গি হিহি পিবঙ্গি (২৪), স্বগণেন গণাধ্যক্ষা (২৭), আলিঙ্গন্ত্যা ইব স্বাঙ্গৈঃ (২৮), তৎস্নেহবশগঃ সোঽপি (২৯), তৃপ্তাঃ স্ম যবসৈর্যূয়ং (৩০), ততো বয়স্যা যত্নাত্তাঃ (৩১), নানাভেদা-কৃতিধ্বান (৩২), গায়ং গায়ং বেণুনা যাতি মিত্রৈঃ (৩৬) অথাগতা সা সদনং হরিপ্রিয়া (৪৯), সাঽথ স্নাতানুলিপ্তা (৫৯), চূড়ারত্নললাটিকে (৬০), সুস্নাতালঙ্কৃতাভিঃ সা (৬১), জাতেঽপরাহ্ণে তনয়া (৬৪), অথাহূয়া তুলাখ্যাং সা (৬৫), স্বে স্বে কর্মণি দাসাদীন্ (৭২), ততঃ

---

সায়ংভোজন ও নৈশভোজনের জন্য পক্বান্নাদি নানাবিধ উপহার-রচনাকারিণী, তৎপরে সুন্দররূপে স্নাতা, পরে রমণীয় বেশবিন্যাসধারিণী, তৎপরে প্রিয়তমের মুখকমলদর্শনে পূর্ণানন্দবিশিষ্টা। শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকার? ধেনু ও বয়স্যবৃন্দ-সহিত ব্রজের দিকে যাত্রাকারী, শ্রীরাধাদর্শনে তৃপ্ত, শ্রীব্রজরাজ-আদি পিতৃগণের সহিত মিলিত এবং মা যশোদা-কর্ত্তৃক গোরজ-আদি অপসারণে মৃষ্ট ( লালিত ) ॥ ৫২ ॥

স্বযাতৃপ্রমুখা (৭৩), সূর্য্যং সমীক্ষ্য চরমাচল (৭৪), মণ্ডয়ন্তঃ সখীন্ পুষ্পৈঃ (৭৬), শ্রীধেনুরেণুপরি (৭৯), বন্যাটনশ্রমজ (৮০), ব্রজেশো ভ্রাতৃভি গোপৈঃ (৮৪), মুরলীনদনাত্তুপিতমদনা (৮৬), শ্রীরাধিকা-পাঙ্গবিলোকনেষুণা (৯২), "ত্যক্তা রসপতী দাসীঃ সংরক্ষ্য তদবেক্ষণে। রোহিণ্যাতুলয়াভোত্য ননন্দালিঙ্গ্য তৌ সুতৌ"* ॥ আমাত্যাগ্রে ভবিক-বলিতং (৯৫), গোধূলিধূম্রানলকান্ (৯৬), সংকলয্যাথ গোজাল (৯৮), আম্রেড়িতো বৎসলয়া বলাম্বয়া (১০৫), গৃহে ব্রজেশয়ানীতে (১০৭), শমিতবিরহতাপা (১০৮)।

ইতি দশশ্লোকীভাষ্যে সপ্তমশ্লোকভাষ্যম্ ॥ ৭ ॥

অথ সায়ন্তনীলীলামাহ—

**সায়ং রাধা স্বসখ্যা নিজরমণকৃতে প্রেষিতানেকভোজ্যাং**
**সখ্যানীতেশ-শেষাশন মুদিতহৃদং তাঞ্চ তঞ্চ ব্রজেন্দুম্।**
**সুস্নাতং রম্যবেশং গৃহমনু জননীলালিতং প্রাপ্তগোষ্ঠং**
**নির্ব্যূঢ়োস্রালিদোহং স্বগৃহমনু পুনর্ভুক্তবন্তং স্মরামি ॥ ৮ ॥**

---

মূলগ্রন্থানুসারে উদাহরণ—ঊনবিংশ সর্গে—২২, ২৪, ২৭-৩২, ৩৬, ৪২, ৫৯-৬১, ৬৪, ৬৫, ৭২-৭৪, ৭৬, ৭৯, ৮০, ৮৪, ৮৬, ৯২, ৯৫, ৯৬, ৯৮, ১০৫, ১০৭, ১০৮।

ইতি সপ্তম-শ্লোকভাষ্য।

**সায়ংকালীন লীলা** বলিতেছেন—

**যিনি সায়ংকালে নিজসখীদ্বারা নিজ রমণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য বিবিধ ভোজ্যবস্তু প্রেরণ করিতেছেন এবং সখীকর্ত্তৃক পুনরানীত**

---

* বৃত্তিতে গ্রন্থে ন দৃশ্যতেঽয়ং শ্লোকঃ।



সায়ং তাং রাধাং চ তং ব্রজেন্দুঞ্চ স্মরামীত্যন্বয়ঃ। কথম্ভূতাং তাং—স্বসখ্যা তুলস্যা নিজরমণস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কৃতে প্রেষিতানি অনেকানি ভোজ্যদ্রব্যাণি যয়া তাম্। সখ্যা আনীতস্য ঈশশেষস্য শ্রীকৃষ্ণভুক্তাবশেষস্যাশনেন ভোজনেন মুদিতং হৃৎ মনো যস্যা স্তাম্। তং কীদৃশং—সু শোভনং যথা স্যাত্তথা স্নাতং, রম্যো বেশো যস্য তং, দাসৈ বিরচিতবেশমিত্যর্থঃ। গৃহমনু গৃহে জনন্যা লালিতং স্নানভোজনাদিনা কৃতলালনং, ততশ্চ প্রাপ্তং গোষ্ঠং গোস্থানকং যেন তম্। নির্ব্যূঢ়ঃ সিদ্ধঃ উস্রালীনাং গোসমূহানাং দোহো দোহনং যস্য কৃতদোহনমিত্যর্থঃ। 'মাহেয়ী সৌরভেয়ী গৌরুস্রা মাতা চ শৃঙ্গিণী। বীথ্যালিরাবলিঃ পংক্তিরিত্যমরঃ।' স্বগৃহমনু স্বগৃহে পুনরনন্তরং যথা পুনরিতি পূর্ব্বস্মাৎ পক্বান্নাদিভোজনাদ্ ভিন্নং অন্ন-ব্যঞ্জনাদিকং ভুক্তবন্তং বিহিতান্নাদিভোজনমিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

---

**শ্রীকৃষ্ণভুক্তাবশেষ-ভোজনে প্রমুদিতচিত্ত হইয়াছেন,—সেই শ্রীরাধাকে এবং সুস্নাত, রম্যবেশধারী, গৃহমধ্যে মা যশোদা-কর্ত্তৃক লালিত, গোষ্ঠগত, গোদোহন-সমাপনে পুনরায় গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ভোজন করিতেছেন—সেই শ্রীকৃষ্ণকেও স্মরণ করি।**

[ সান্বয় ব্যাখ্যা ] সায়ংকালে সেই রাধাকে ও সেই কৃষ্ণকে স্মরণ করি। শ্রীরাধা কীদৃশী? নিজ সখী তুলসীকর্ত্তৃক নিজরমণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য বিবিধ ভোজ্যদ্রব্য প্রেরণকারিণী, পুনরায় তুলসীকর্ত্তৃক আনীত প্রাণেশ্বরের ভুক্তাবশিষ্টভোজনে আনন্দিতমনাঃ। শ্রীকৃষ্ণ কীদৃশ? সুন্দররূপে স্নাত, দাসগণকর্ত্তৃক সুরম্যবেশধারী, গৃহে জননীকর্ত্তৃক স্নান-

'পুনরপ্রথমে ভেদে' ইত্যমরঃ। উত্তরার্দ্ধক্রমেণোদাহরণানি [বিংশ-সর্গে] "অথ ব্রজেশ্বরী পুত্রাবানীয়াপ্লববেদিকাম্। দাসান্নিযুজ্য তদ্দাস্তে ধনিষ্ঠাহ সত্বরম্॥ (২০১২), রাধাং সংপ্রার্থ্য পুত্রিবং পক্কান্নান্যানয় দ্রুতম্। সা গত্বা যাচতে তানি রাধাং প্রস্থাপনোদ্যতাম্॥ (২০১৩)" † মালতী তাবদাগত্য (৫) শ্রীরাধিকাপি ভক্ষ্যাণি (৬), তাম্বূলবীটিকাশ্চাস্যাং (৮), সাপি তাভ্যাং তদানীয় (৯), অঙ্গপ্রক্ষালনাভ্যঙ্গৌ (১১), কেশসংস্কারতিলকা (১২), ক্রমান্মাত্রা দদৌ (১৩), পীযূষগ্রন্থিকর্পূরকেলি (১৪), হসতো হাসয়ন্ত স্তে (১৫), ত এতে সেবিতা দাসৈঃ (১৬), বিজ্ঞাপ্য তাতং দোহায় (৩০), শ্রীহস্তমার্জনৈঃ কণ্ডূয়নৈঃ (৩১), প্রবেশ্য গোষ্ঠৈর্নিজমাতৃলালিতান্ (৩৪), প্রস্থাপ্য দুগ্ধানি গৃহং স ভারিকৈঃ (৩৫), শালগ্রামশিলায়াং তে (৩৬), ইষ্টগোষ্ঠীং ক্ষণং কৃত্বা (৩৯), সুভদ্রাদীন্ ভ্রাতৃপুত্রান্ (৪০), আহূতা বটুনা রাজ্ঞ্যা (৪৩), দক্ষিণেঽস্যাগ্রজৌ বামে (৪৪), সৎ-সৌরভৈঃ কনকবর্ণ- ঘৃতাভিষিক্তৈঃ (৪৬), জেমৎসু তেষু পরিবেশয়তি (৪৭), দুগ্ধং ঘনং শিখরিণীং (৪৯), ভুক্ত্বা পীত্বাচম্য (৫৪), ততো ধনিষ্ঠা হরিভুক্তশেষং (৫৯), অন্নমাদায় যাতায়াং (৬১), অথ গতাসৌ তুলসী (৬২), ততঃ সমেত্যোপবিবেশ ভোক্তুং (৬৭), অসব্যে ললিতা সব্যে বিশাখা (৬৮), তাভ্যঃ পরিবিবেশায়ং (৬৯), আচম্যাস্বাদয়ন্ত্যাস্তাঃ (৭২)।

ইতি দশশ্লোকীভাষ্যেঽষ্টমশ্লোকভাষ্যম্ ॥ ৮ ॥

† মুদ্রিতপুস্তকে পাঠভেদো দ্রষ্টব্যঃ।



অথ প্রদোষলীলামাহ—

রাধাং সালীগণান্তামসিতসিতনিশাযোগ্যবেশাং প্রদোষে
দূত্যা বৃন্দোপদেশাদভিসৃত-যমুনাতীরকল্পাগকুঞ্জাং।
কৃষ্ণং গোপৈঃ সভায়াং বিহিতগুণিকলালোকনং স্নিগ্ধমাত্রা
যত্নাদানীয় সংশায়িতমথ নিভৃতং প্রাপ্তকুঞ্জং স্মরামি ॥ ৯ ॥

প্রদোষে রাধাং কৃষ্ণঞ্চ স্মরামীত্যন্বয়ঃ। পূর্ববচ্চার্থো বোদ্ধব্যঃ। কথম্ভূতাং শ্রীরাধাং—অসিতসিতনিশাযোগ্যবেশাং তামসীজ্যোৎস্নাভিসরণোচিতবেশামিত্যর্থঃ। তথা আলীগণৈঃ সহ অভিসৃতো

ভোজনাদিদ্বারা সংলালিত, তৎপরে গোষ্ঠে গত, গোসমূহের দোহনরত, তৎপরে পুনরায় গৃহাগত। ৫৩ ॥

উত্তরার্দ্ধক্রমে উদাহরণ—বিংশ সর্গে—২, ৩, ৫, ৬, ৮, ৯, ১১-১৬, ৩০, ৩১, ৩৪-৩৬, ৩৯, ৪০, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫৪, ৫৯, ৬১, ৬২, ৬৭-৬৯, ৭২।

ইতি অষ্টম-শ্লোকভাষ্য।

প্রদোষ-লীলা বলিতেছেন—

শ্রীরাধা কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষকে রজনীর উপযোগী কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ বেশভূষাদি ধারণ করিয়া সখীগণসহ প্রদোষে বৃন্দার উপদেশমত দূতীর সাহায্যে যমুনা-তীরবর্ত্তী কল্পবৃক্ষ-মণ্ডিত কুঞ্জমধ্যে অভিসার করিতেছেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণও গোপগণের সহিত সভায় গুণিগণের কৌশল অবলোকনপূর্ব্বক স্নেহময়ী মা যশোদাকর্ত্তৃক সভা হইতে আনীত ও শয্যোপরি সংশায়িত হইলেন। তৎপরে গোপনে সঙ্কেতকুঞ্জে গমন করিলেন—এতাদৃশ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে স্মরণ করি।

যমুনাতীরস্থ-কল্পবৃক্ষস্য কুঞ্জো যস্যা তাং। 'শৈলবৃক্ষৌ নগাবগৌ' ইত্যমরঃ। কস্মাৎ মালত্যা দ্বারয়া বৃন্দায়া উপদেশঃ সঙ্কেত-কুঞ্জকথনং তস্মাদ্ধেতোঃ। কৃষ্ণং কথম্ভূতং—গোপৈঃ সহ সভায়াং বিহিতং কৃতং গুণিসম্বন্ধিনীনাং শিল্পানাং আলোকনং যেন তম্। 'কলাশিল্পে কালভেদেঽপীত্যমরঃ।' ততশ্চ স্নিগ্ধয়া মাত্রা যত্নাদানীয় সম্যক্ যথা ভবতি তথা শায়িতম্। অথানন্তরং প্রাপ্ত-কুঞ্জং লব্ধসঙ্কেতনিকুঞ্জমিতি ॥ ৫৪ ॥

উত্তরার্দ্ধমারভ্যোদাহরণানি [ একবিংশ-সর্গে ] অথাযশো হরেঃ পিতা ( ২১।২ ), শেতে সুতঃ শ্রমভরাদ্ (৫), বিপ্রান্ গুরূন্ সাঞ্জলি (৭), বেদধ্বানৈ র্জয়জয়রবৈঃ (৮), ব্রজেন্দ্রেণেরিতঃ ক্ষত্তা (৯), তেষূপবিষ্টেষু (১০), শ্রাবয়ামাসুরিতরে পুণ্যাঃ (১৩), চতুর্বিধানাং বিদ্যানাং (১৪), তেভ্যো ব্রজেশাদিসভাসদো দদুঃ (১৫), তাবদ্ ব্রজেশা-প্রহিতঃ (১৭), ততো ব্রজেন্দ্রেণ কৃতাগ্রহোৎকরঃ (১৮), তত্রাগতৌ স মধুমঙ্গল-মিত্রবৃন্দৌ (১৯), ততো গতে মিত্রগণে (২০), শায়য়িত্বাথ তাং সুতন্দাসাসান্

---

[ সান্বয় ব্যাখ্যা ] প্রদোষে রাধাকৃষ্ণকে স্মরণ করি। শ্রীরাধা কিরূপ? তামসী বা জ্যোৎস্নাযুক্ত নিশার অভিসারোপযুক্ত বেশধারিণী, সখীগণসহ যমুনাতীরস্থ কল্পবৃক্ষকুঞ্জে অভিসারিণী। কি কারণে অভিসার করিলেন? মালতীদ্বারা বৃন্দা যে সঙ্কেতকুঞ্জের ইঙ্গিত পাঠাইয়াছেন—তাহারই জন্য অভিসারিণী। শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ? গোপগণসহ সভামধ্যে সমাসীন হইয়া গুণিদের শিল্পচাতুর্য্য-দর্শনকারী, স্নিগ্ধা মাতা যশোদাকর্ত্তৃক সযত্নে গৃহে আনাইয়া সুখশয্যায় শায়িত, তৎপরে সঙ্কেতকুঞ্জে প্রবিষ্ট ॥ ৫৪ ॥



(২১), শ্রীরাধিকাপ্যাশকলেন্দু (২৩), হংসাংশুকা সশশিচন্দন-লিপ্তকায়া (২৪), জাম্বুনদপঙ্কজলং তীর্ত্বা (২৭), শ্রীগোবিন্দ-স্থলাখ্যং (২৮), কুসুমরচিতশয্যো (৬৩), কুসুমিতবহুবল্লীমণ্ডলে (৬৪), বৃন্দা সবৃন্দাত্র বিভূষয়ন্তী (৯৬), অভ্যুদ্গতাভিস্ত বিনিবেদ্য (৯৭), অথাত্র যোষেশসুতঃ সবিত্র্যাং (১০২), ইতস্তাবজ্জ্যোৎস্নোজ্জ্বলিত (১০৭), তাবৎ কৃষ্ণোঽপি তত্র (১০৯), পুলক-মুকুলজালা (১১০), কৃষ্ণোঽপি তাসাং (১১১), বয়স্যাঃ বঃ সখ্যঃ ক্ব নু (১১২), এবং নর্ম্মালিভি স্তুবন্ (১১৫), তাং লালসা দয়িত-সঙ্গতয়ে (১১৯), তাং স্পৃষ্টুমুৎসুকতয়েরিত (১২০), তৎস্পর্শতঃ পুলককম্প (১২১), গূঢ়ৌ পুনঃ স্বর্ণঘটৌ (১২৪), ইতি সুমধুর-লীলানন্দসিন্ধৌ (১২৫), হরিরপি রসভঙ্গৈঃ (১২৬)।

ইতি দশশ্লোকীভাষ্যে নবমশ্লোকভাষ্যম্ ॥ ৯ ॥

অথ নক্তলীলামাহ—

তাবুৎকৌ লব্ধসঙ্গৌ বহুপরিচরণৈ র্বৃন্দয়ারাধ্যমানৌ
প্রেষ্ঠালীভির্লসন্তৌ বিপিন-বিহরণৈ র্গানরাসাদিলাস্যৈঃ।
নানালীলানিতান্তৌ প্রণয়িসহচরীবৃন্দ-সংসেব্যমানৌ
রাধাকৃষ্ণৌ নিশায়াং সুকুসুমশয়নে প্রাপ্তনিদ্রৌ স্মরামি ॥১০॥

নিশায়াং তৌ রাধাকৃষ্ণৌ স্মরামি ইত্যন্বয়ঃ। কিম্ভূতৌ তৌ লব্ধসঙ্গৌ প্রাপ্তসঙ্গাবপি উৎকৌ উৎকণ্ঠিতৌ রহঃক্রীড়ায়ামিতি

---

উত্তরার্দ্ধ-ক্রমে উদাহরণ—একবিংশ সর্গে—২, ৫, ৭—১০, ১৩—১৫, ১৭—২১, ২৩, ২৪, ২৭, ২৮, ৬৩, ৬৪, ৯৬, ৯৭, ১০২, ১০৭, ১০৯—১১২, ১১৫, ১১৯—১২১, ১২৪—১২৬।

ইতি নবমশ্লোকভাষ্য।

শেষঃ। অপি-শব্দশ্চাধ্যাহার্য্যঃ। তথা বহু-পরিচরণৈঃ বহ্বীভিঃ পরিচর্য্যাভিঃ বৃন্দয়া রাধ্যমানৌ সেব্যমানৌ তথা বিপিনবিহরণৈ-র্বনবিহারৈঃ গানরাসাদিলাস্যৈশ্চ কৃত্বা প্রেষ্ঠালিভিঃ প্রিয়তম-সখীভিঃ সহ লসন্তৌ বিলসন্তৌ সন্তৌ। তত্র রাসলক্ষণমুক্তং ভরতেন—'অনেকনর্ত্তকীযোজ্যং চিত্রতাললয়ান্বিতম্। আ-চতুঃষষ্টি যুগলাদ্রাসকং মসৃণোদ্ধত'মিতি। তথা নানালীলয়া বিবিধবিলাসশ্রেণ্যা শ্রান্তৌ শ্রান্তৌ তথা প্রণয়িসহচরীবৃন্দেন প্রিয়নর্মসখীসমূহেন সম্যক্ সেব্যমানৌ তথা সুকুসুমশয়নে সুগন্ধি-

নৈশলীলা বলিতেছেন—

যাঁহারা পরস্পরের মিলনাকাঙ্ক্ষায় প্রথমতঃ উৎকণ্ঠিত এবং তৎপরে মিলিত হইয়া প্রিয়তম সখীগণসহ বৃন্দাদেবী-কর্ত্তৃক বহুবিধ পরিচর্য্যায় আরাধ্যমান এবং তাঁহাদের সহিত বন-বিহার, গান ও রাসাদি লাস্যনৃত্যে পরিশ্রান্ত হইলে প্রণয়ী সহচরীবৃন্দ-কর্ত্তৃক সম্যক্ প্রকারে ব্যজন, শীতল-জলার্পণ, তাম্বূল ও পাদসম্বাহনাদিক্রমে সেব্যমান হইয়া নিবৃন্ত-কুসুমশয়নে নিদ্রালু হইতেছেন—আমি এতাদৃশ শ্রীরাধা-কৃষ্ণকেই স্মরণ করি।

[সান্বয় ব্যাখ্যা—] রাত্রিকালে সেই রাধাকৃষ্ণকে স্মরণ করি। তাঁহারা কিরূপ? সম্মিলিত হইলেও রহঃক্রীড়ার জন্য উৎকণ্ঠিত, বহুবিধ পরি-চর্য্যায় বৃন্দাদেবী-কর্ত্তৃক সেব্যমান এবং বনবিহার, গান, রাসনৃত্যাদি বিবিধ বিনোদে প্রিয়তম সখীগণসহ বিলাসপরায়ণ। [ভরত রাসলক্ষণ



সুকোমলনিবৃন্তপুষ্প-রচিতশয্যায়ামিত্যর্থঃ প্রাপ্তা নিদ্রা যাভ্যাং তৌ ইতি ॥ ৫৫ ॥

– ক্রমেণোদাহরণানি—[ দ্বাবিংশ-সর্গে ] বৃন্দা সবৃন্দাথ মহালিবৃন্দৌ (২২।২) সা তত্র তৌ পুষ্পচিতান্তরায়াং (৩) আবেশনাদালিগণোপনীতৈঃ (৪) তৎ কাননং তাং রজনীং (৫) বংশীগানেন তাস্বেব (৯) কাননে সুধাংশুকান্তি (১০) উত্থিতঃ স্বরমণীগণসঙ্গী (১১) মৃদুমলয়ানিলৈর্লেজিত (১২) সুকণ্ঠীভিঃ কণ্ঠীরব-মধুর (২৮) যদুযজ্ঞগৌ চন্দ্রলতাদিকং (৩১) জগদাহ্লাদক-শীলঃ (৩২) ইত্থং গায়ন্ মধুরবিপিন (৪৬) পুলিনানি সমীক্ষ্যানৌ (৪৯) জানুদ্বয়-সতোয়ায়াং (৫৩) তীর্ত্বা তীর্ত্বা সুখেনৈতান্ (৫৪) ততঃ পুলিনমাগত্য (৫৬) বিতস্তিমাত্রোচ্চনিখাতশঙ্কুগ (৫৭) আদিশ্য হল্লীশককেলিরঙ্গে (৫৯) নৃত্যান্বিতস্বিনীনাং (৬০) লঘু-ভ্রমচ্চক্রগতেঃ সমা (৬২) বিধায় রাধাং ললিতাবিশাখয়োঃ (৬১) স্বশক্তিং দর্শয়ন্ চক্রাদ্ (৬৬) গোপাশ্চ যুগপৎ সর্বাঃ (৬৭) বিলক্ষেপ্থং হরিস্তাভিঃ (৬৮)। [ ত্রয়োবিংশ-সর্গে ] অথ প্রবন্ধগানং স (২৩।১) কৃষ্ণে নৃত্যত্যেকলে (৩) রঙ্গে ক্রমাচ্চ শীতয়া স্থিতানাং

করিয়াছেন—অনেক নর্ত্তকী-প্রযোজ্য, বিচিত্র-তাললয়াদিযুক্ত ৬৪ যুগলের যে বিবিধ গতিভঙ্গীতে নৃত্যরসাস্বাদন হয়—তাহাকে 'রাসক' বলে।]

বিবিধ বিলাস করিতে করিতে পরিশ্রান্ত, প্রিয়নর্ম-সখীসমূহ-কর্ত্তৃক সম্যক্ সেব্যমান এবং সুগন্ধি, সুকোমল, নিবৃন্ত পুষ্পরচিত শয্যায় নিদ্রাগত। ॥ ৫৫ ॥

(৪) ততঘনশুষিরাঢ্যা (৫) কৃষ্ণঃ শ্রীমান্ মুহুরিহ (৬) থো দিক্ দাং দাং (৭) কৃজৎকাঞ্চীকটক (৮) গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যং (৩৬) কাশ্চিৎ পশ্যতি কাশ্চ চুম্বতি (৩৭) এবং গায়ন্ গায়ং (৩৮) কাচিৎ সমাশ্রায় ভুজং নিজাংসে (৩৯) সা নৃত্যজা শ্রান্তি (৪০) ফুল্লপুণ্ডরীকষণ্ড (৪২) মুহুঃ করাঙ্কেন দায়াব্ধিমগ্নঃ (৪৫) ইত্থং সমাপ্য বিবিধা (৪৮) হিমবালুকবালুকেহমলে (৪৯) কুসুমফলরসৈ স্তৈঃ (৫০) প্রত্যঙ্গনা-যুগলমধ্যমসৌ শক্ত্যা (৫১) কন্দর্পমাধ্বীক (৫২) কন্দর্পমদবৈক্লব্যাৎ (৫৩) স্বাধীনভর্তৃকাবস্থাং (৫৪) ততোরিতঃ স কুঞ্জেষু (৫৫) নির্গতঃ কুঞ্জনিকরাৎ (৫৬) ইত্থং বিধায় পুরুনর্মবিহারনৃত্যং (৬৩) তোয়ে তদোরুবয়সে (৬৪) বিত্রাভিঃ পঙ্কবাভিশ্চ (৭০) নির্লেপতাং কুচযুগানি নিরঞ্জনত্বং (৭১) ইত্থং বিধায়াম্বুবিহারনৃত্যং (৭৪) বৃন্দা তাভিঃ সমং কৃষ্ণমানীয় স্বর্ণমণ্ডপং (৭৫) ততঃ সবৃন্দোপনিনায় (৭৬) তত্তন্নামাঙ্কিতানালী (৭৭) অনঙ্গগুটিকাং সীধুবিলাসং (৮৩) কলানি রসরূপাণি (৮৪) তস্মিন্মুক্তচতুর্দ্বারি (৮৫) মনোজ্ঞকেলী-নিলয়ে (৮৬) সূক্ষ্মাম্বরাবৃতারস্ত (৮৭) পর্য্যঙ্কপার্শ্বস্থিতখট্টিকাযুগে (৮৮) শ্রীরূপরতিমঞ্জর্য্যৌ (৮৯) ক্ষণং তৌ পরিচর্য্যোথং (৯০) শ্রীরূপ-মঞ্জরীমুখ্যাঃ (৯১)।

ইতি দশশ্লোকীভাষ্যে দশমশ্লোকভাষ্যম্ ॥ ১০ ॥

—০—

ক্রমিক উদাহরণ—দ্বাবিংশ সর্গে—২—৫, ৯—১২, ২৮, ৩১ ৩২, ৪৬, ৪৯, ৫৩, ৫৪, ৫৬, ৫৭, ৫৯, ৬০—৬২, ৬৬—৬৮। ত্রয়োবিংশ



অস্ত লীলাবর্ণনস্তোপসংহারপূর্ব্বকং গ্রন্থপ্রয়োজনঞ্চোক্তং যথা—

শ্রীরূপদর্শিতদিশা লিখিতাষ্টকাল্যা
শ্রীরাধিকেশ-কেলিততি র্ময়েয়ং।
সেবাস্তু যোগ্যবপুষাহনিশমত্র চাস্তা
রাগাধ্ব-সাধকজনৈ র্মনসা বিধেয়া ॥ ২৩৷৯৪ ॥
সিদ্ধান্ত-লীলয়োঃ সূত্রং দশশ্লোক্যা ইদং ময়া।
লিখিতং স্বীয়-বোধায় ভাষ্যং বৈষ্ণব-রাগদম্ ॥ ১ ॥
উপাসনে চ সিদ্ধান্তে বৃন্দাবননিবাসিনাং।
যদত্র ক্ষুল্লকে গ্রন্থে তদেবান্যত্র বিস্তরে ॥ ২ ॥

সর্গে—১, ৩—৮, ৩৬—৪০, ৪২, ৪৫, ৪৮—৫০, ৬৩, ৬৪, ৭০, ৭১, ৭৪, ৭৫, ৭৭, ৮৩, ৮৫—৯১।

ইতি দশমশ্লোকভাষ্য।

এই লীলাবর্ণনের উপসংহারপূর্ব্বক গ্রন্থ-প্রয়োজন ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—(২৩৷৯৪) "শ্রীরূপগোস্বামিপাদ-কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিশান্তাদি নৈশান্ত অষ্টকালীন লীলাবলি আমি লিখিলাম। রাগমার্গীয় সাধকগণ শ্রীগুরুদত্ত অন্তশ্চিন্তিত সেবোপযোগি সিদ্ধদেহে এই লীলা দিবানিশি ভাবনা করিয়া [ সম্ভব হইলে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করতঃ, অন্যথা মনে মনেও এই ] শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিবেন।"

(১) দশশ্লোকীর সিদ্ধান্ত ও লীলার সূত্র এই—আমি নিজগণের বোধের জন্য এই 'বৈষ্ণবরাগদ' (বৈষ্ণবগণের অনুরাগপ্রদ) ভাষ্য রচনা করিলাম। (২) বৃন্দাবনবাসিদের উপাসনা ও সিদ্ধান্ত-বিষয়ে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে যাহা যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে—তাহা তাহাই বিস্তৃতভাবে অন্যান্য গ্রন্থে

দুর্বোধং স্বমতং যত্তু বিস্পষ্টং তৎ কৃতং ময়া।
পরৈর্বিজ্ঞাপিতং যচ্চ তদপ্যুদ্দ্যোতিতং পুনঃ ॥ ৩ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগণেষু মুখ্যঃ শ্রীপূর্ববিখ্যাত-গদাধরাখ্যঃ।
যস্তেব গৌড়াদিষু সুপ্রসিদ্ধা গোস্বাম্যভিখ্যা কিল পণ্ডিতাদ্যা ॥ ৪ ॥
শিষ্য স্তদীয়ো ভুবনৈকবন্দ্যঃ অনন্ত * আচার্য্যতয়া প্রসিদ্ধঃ।
বিদ্যাসু বাচস্পতিনাপি তুল্যঃ প্রেম্না নিজাভীষ্টশরীরসংস্থঃ ॥ ৫ ॥
তস্যাভবচ্ছ্রীহরিদাসনামা শিষ্যঃ সুবিখ্যাততয়া গুরু র্মে।
যস্তেব পাদাম্বুজধূলিলেশ-সেবাপ্রভাবাল্লিখিতং ময়েদম্ ॥ ৬ ॥ ৫৬

ইতি শ্রীগোবিন্দ-সেবাধিপতি-শ্রীহরিদাস-গোস্বামি-চরণাম্বুজীবি-
-শ্রীরাধাকৃষ্ণদাস-বিরচিতং দশশ্লোকীভাষ্যং সম্পূর্ণম্ ॥ * ॥

**শুভমস্তু ॥**

---

পাওয়া যাইবে। (৩) শ্রীগোস্বামিপাদের যে মতটি দুর্বোধ্য, তাহা আমি বিশেষভাবে পরিষ্কার করিয়াছি এবং অন্য মহাজনগণ যাহা বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন, তাহাও ইহাতে উট্টঙ্কণ করিয়াছি। (৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগণের যিনি মুখ্য—যাঁহার সুবিখ্যাত নাম—শ্রীগদাধর—গৌড়, উৎকলাদি দেশে যাঁহার পণ্ডিত-গোস্বামী বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ আখ্যা (৫) তাঁহারই ভুবনৈক-বন্দ্য শিষ্য শ্রীঅনন্ত আচার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। তিনি বিদ্যায় সাক্ষাৎ বৃহস্পতির তুল্য এবং প্রেমবলে নিজাভীষ্ট পণ্ডিত-গোস্বামীর ( দ্বিতীয় ) শরীরতুল্য ; (৬) তাঁহারই সুবিখ্যাত শিষ্য—শ্রীহরিদাস গোস্বামী। তিনিই আমার শ্রীগুরুদেব—তাঁহারই পাদকমলের ধূলিলেশের সেবা-প্রভাবে আমি এই ভাষ্য রচনা করিলাম ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ-সেবাধ্যক্ষ শ্রীহরিদাস-গোস্বামিপ্রভুর চরণৈকজীবাতু
শ্রীরাধাকৃষ্ণদাস-বিরচিত দশশ্লোকীভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

**শ্রীশ্রীমদ্গুরবে সমর্পণমস্তু ॥**

* আনন্দ ইতি পাঠঃ।